শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

উৎসর্গ পত্র।

মহিষাদল রাজকুলভূষণ

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা

জ্যোতিপ্রসাদ গর্গ বাহাদুরের

শ্রীচরণকমলে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

এই নাটক ভক্তি সহকারে

উৎসর্গীকৃত হইল।

তরঙ্গবালা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অখিলের বাটীর দরদালান।

প্রসন্ন ও অখিল।

প্রসন্ন। তা বাছা যা ভাল বোঝ তা কর আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও।

অখিল। এ যে মা তোমার অন্যায় রাগ!

প্রসন্ন। রাগ কি বাছা, আর আমি কতদিন করবো? তোমায় মানুষ মুনুষ করলেম ডাগর ডোগর হলে জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, এখন আপনার সংসার আপনি কর, চিরকালই কি সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকব, আমার কি আর তীর্থধর্ম্ম নাই?

অখিল। তা হলে আমি কোথায় যাব ?

প্রসন্ন। সত্য সত্য তো আর তুমি কচিখোকাটী নাই ; আর মা কি লোকের চিরকালই বেঁচে থাকে ? আমার কাজ যা আমি করেছি, বৌ ঘরে এনে দিয়েছি তা'কে নিয়ে ঘর সংসার কর। এক বেলা এক মুঠো আলোচাল নিয়ে কাজ, এ ঝক্কি আমার কেন !

অখিল। মা তোমায় আমি বোঝাতে পাল্লেম না ; ওর সঙ্গে আমার মিল হবার যো নাই।

প্রসন্ন। কেন যো নাই, সত্য সত্য তো আমি বাগ্দীর মেয়ে ঘরে আনিনে ; বৌমা আমার লক্ষ্মীঠাকরুণ, যেমনি রূপে তেমনি গুণে, বাছা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কাজ করে।

অখিল। কাজ করলেই বুঝি 'লভ্' (Love) হয় ?

প্রসন্ন। কি হয় ?

অখিল। লভ্, লভ্ ; সে মা তুমি বুঝতে পারবে না, তা যদি বুঝতে, তাহলে আর আমায় দুষতে না।

প্রসন্ন। বে হলো বৌ এল, ঘর সংসার কল্লে ছেলেপিলে হলো এই লাভ, আবার লাভ কি ?

অখিল। লাভ নয় মা, লভ্, লভ্, যাকে প্রণয় বলে।

প্রসন্ন। তা আলাপ প্রণয় করলেই প্রণয় হয়। তুই-ই তো অম্বরস করিস, বৌ তো আর ঝগড়াটে নয় ; এত হেনস্থা, তবু বাছা আমার দুটী ঠোঁট এক করে না।

অখিল। বল্লেম তো তুমি বুঝতে পারবে না ; এ আলাপ প্রণয়ের প্রণয় নয়, এ—এ—এ আর এক প্রণয়।

প্রসন্ন। তা যাই হোকগে বাছা আমার কাশী পাঠিয়ে

দাও, আমিই বালাই হয়েছি, আমি তফাতে গেলেই তোমাদের সব গোছ হবে।

অখিল। আচ্ছা তুমি যে রাগ করছো, আমার দোষ কি? যেখানে প্রণয় হলোনা আমি ভণ্ডামো করতে চাই না, আর তো কিছু নয়; এমন তো নয় যে ঘরে থাকিনা উড়োন চড়ে বাউণ্ডুলে হয়েছি, তা হলে বলতে পারতে; আমি আপনার দুঃখে আপনিই আছি।

প্রসন্ন। বল্লেম একটা কাজকর্ম্ম কর, তাও তোর হলোনা; রাতদিন বসে ভাবলেই মন খারাপ হয়; কিছু রেখে গেছে বলে কি তাই বসে বসে ভেঙে খেতে হয়? লেখাপড়া শিখেছ জ্ঞান হয়েছে দুপয়সা বাড়াবার চেষ্টা কর; কাজের দিকে মন পড়লেই সংসারের ওপর টান হবে।

অখিল। চাকরী আমি করবো না, অত খোসামোদ আমার পোষাবে না। বেণীদাদা একটা ব্যবসা করতে বলে তাই তার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে আমায় করে দাও না?

প্রসন্ন। তা বেণীকেও জিজ্ঞাসা কর তোর ওবাড়ীর ঠাকুরদাদাকে জিজ্ঞাসা কর যা ভাল হয় কর না; আমি কি মানা কচ্ছি?

অখিল। আমিও কি পরিশ্রম করতে রাজী নাই, আমায় যা বল তাই করছি, তবে ঐটী পারবো না, ধরে বেঁধে বে দিয়েছ, সেখানে কি প্রণয় হয়?

প্রসন্ন। আচ্ছা কাজকর্ম্ম কর কেমন হয় কি না আমি দেখি। বেণীকে একবার আমার কাছে ডেকে দিস্।

অখিল। আচ্ছা দেব, এখন আমি চল্লেম।

প্রসন্ন। তোর ওবাড়ীর ঠাকুরদাদা কেন ডেকেছেন, একবার শুনে যাস।

অখিল। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

প্রসন্ন। আমি মলে হবে কি, এরা কি করে সংসার করবে! পোড়া অদৃষ্ট আমার না হলে অমন ছেলে অমন বৌ নিয়ে সুখী হতে পাল্লেম না! একটী নাতির মুখ দেখে কাশী গিয়ে বাস করবো তা আমার কপালে হলো না! তিনি স্বর্গে গেছেন নিশ্চিন্ত আছেন, আমি পোড়ারমুখীই জ্বলতে পুড়তে আছি; মেয়েটার কপাল পুড়লো, সাধ করে বৌ আনলেম তাও ব্যাটা নিয়ে ঘর করে না; পোড়া প্রমাইতো ফুরোয় না!

(শান্তর প্রবেশ)

শান্ত। এখনও মা তুমি তোমার রান্না চড়াওনি, বেলা যে ঢের হয়েছে।

প্রসন্ন। তুমি যে বাছা ঠাকুরঘর থেকে বেরুলে এই ঢের! বাবা! সেই আমি বেরিয়েছি আর তুমি গিয়েছ!

শান্ত। পূজো করে মা অমনি বাসনগুলো ধুয়ে রেখে এলেম, আবার ওবেলার ল্যাঠা রাখবো!

প্রসন্ন। কেন ঝিকে বল্লে হতো না?

শান্ত। ঠাকুরঘরের বাসন মা আর ওদের হাতে দিয়ে কাজ নাই, ওরা কি তেমন মন দিয়ে পরিষ্কার করে, বেগার ঠেলা একবার জল বুলিয়ে দেয়।

প্রসন্ন। বৌ খেয়েছে?

শান্ত। না। সহচরী যে আজ দুধ আনতে বেলা করলে; দুধটুকু আগুনে চড়িয়েছে জ্বাল হলে তারপর ভাত খাবে। বামুন ঠাকরুণেরও হাত খালি হয়নি ওবেলার জন্য মাছ সাঁতলে রাখছে।

প্রসন্ন। খেয়ে উঠে দুধ জ্বাল দিলে হতো না, বোয়ের সকলি বাড়াবাড়ি।

শান্ত। কতক্ষণ হবে, আউটে রাখবে বইতো নয়।

প্রসন্ন। রোজ রোজ পিত্তি পড়ে একটা অসুখ হোক, তার পর মর মাগী তুই ভেবে মর।

(তরুবালার প্রবেশ)

তরু। কেন মা বকছো কেন, এই যে আমার হয়েছে; উনুন পেড়ে দিয়ে এসেছি তোমার বগ্‌নো চড়িয়ে দেবে এস।

প্রসন্ন। তোমার বাছা আমার সঙ্গে পিত্তি পড়ান কেন? কখন রান্না হয়েছে একটু সকাল সকাল খেলেই হয়।

তরু। পিত্তি পড়বে কেন, তুমি যে নারকোল নাড়ু করেছিলে আমি নেয়ে উঠে তা একটা খেয়েছি।

প্রসন্ন। যা বোঝ বাছা কর, আমি আর কদ্দিন, এই বেলা আপনি সব বুঝে সুঝে নাও।

তরু। সে কি মা তুমি কোথায় যাবে!

প্রসন্ন। আমি কি চিরকালই বেঁচে থাকবো; যে কদিন আছি একটা তীর্থধর্ম্মও করবো না? তবে লোক ছেলে বেলা ব্যাটার বে দেয় কেন; অখিলকে বড় কল্লেম তোমায় ন' বছরের মেয়ে এনে মানুষ কল্লেম, এতদিন দেখলে শিখলে এখন বুঝে সুঝে নাও, আমায় একটু সোয়াস্তি দাও।

শান্ত। সে দাদার হাত, বৌ কি করবে ?

প্রসন্ন। কেন আমরা কি করেছিলেম ? আমরা কি বৌ ছিলেম না ? আমাদের শাশুড়ী এমনি হাতে ধরে কাজ কর্ম্ম শিখিয়েছেন সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছেন তবেতো এখন গিন্নি হয়েছি।

শান্ত। তা আমার বাবার মতন লোক ক'টা হবে ! এ যে দাদা কাছে ঘেঁস্‌তে দেয় না।

প্রসন্ন। তা ব্যাটাছেলে অমন রাগ করে থাকে, তা বলে মেয়েমানুষ কি একেবারে বয়ে যায় ? কাছে টাছে যেতে হয়, দুটো খোসামোদ করতে হয়।

শান্ত। ওকি যায়না, গেলে দাদা কি করে দেখনি ?

তরু। ঠাকুরঝি মাকে নিয়ে এস, জালটা জলে যাচ্ছে আমি একবার দেখিগে।

[প্রস্থান।

শান্ত। চল মা চল বেলা ঢের হয়েছে।

প্রসন্ন। যেমন পাপ আমি করেছিলেম ছুঁড়ীর মাও তেমনি পাপ করেছিল ! বাছার মত দুঃখী আর নাই !

শান্ত। ওতো মা বারমেসে কথা আছেই ; এখন চল রান্না চড়াবে চল।

প্রসন্ন। চল, মধুসূদন !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মৃত্যুঞ্জয়ের বৈঠকখানা।

মৃত্যুঞ্জয় আসীন।

(অখিলের প্রবেশ)

অখিল। আমাকে ডেকেছ ঠাকুরদাদা ?

মৃত্যু। হ্যাঁ হ্যাঁ এস এস সম্বন্ধি।

অখিল। ঠাকুরদার আর সম্বন্ধির আশ মিট্‌লোনা দেখছি যে, তিন দফা হয়েছে আরও চাই ?

মৃত্যু। আরে তারা হলো এক সম্বন্ধি, তুমি হলে আসল সম্বন্ধি; তোমার সঙ্গে কি হারাণের তুলনা না আর কারুর তুলনা।

অখিল। আমায় ডেকেছ কেন ?

মৃত্যু। ডেকেছি কেন জান, বারবার তিনবার তো বিবাহ কল্লেম, ছেলে পিলে তো কিছুই হলোনা; তা ভাবছি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আর করবো না, নাতবৌ বেশ সোমত্ত সামত্ত হয়েছে তুমিতো ঘরে নিলে না তা বুড়োকেই কেন দাও না।

অখিল। তোমরাই তো বে দিয়েছ নিলেই নেতে পার আমার কি, আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক!

মৃত্যু। সে তো জানি তোমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু বাড়ীর ভেতর শুনতে পাই শালী যে তোমার জন্যই কেঁদে খুন হয়।

অখিল। ঠাকুরদা তামাসা নয়, যার সঙ্গে আমার এই কথা

হচ্ছিল, তোমরা বে দিয়েছ খাওয়াও পরাও বাড়ীতে থাক্ এই পর্য্যন্ত বস্, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে বলোনা।

মৃত্যু। তা তো বলছিনি; তাই এক একবার মনে করি আমিই নিই; বে দিয়ে নিয়ে এসেছি, ছুঁড়ী কোথায় যাবে; তা তোমার নতুন ঠানদিদি যে ঘরে সতীন থাকতে দেবে এ আমার বোধ হয় না। বুঝেছ, এক কাজ কর, আমি লুকিয়ে মাইনে দেব এখন, বুঝেছ, একটা ছোকরা দেখে চাকর রাখ, বুঝেছ।

অখিল। তুমি এই জন্য বুঝি আমায় ডেকেছিলে? আমি চল্লেম।

মৃত্যু। আরে বস বস; আচ্ছা ভায়া আমরা তো মূখ্যু সুখ্যু বুড়ো, তোমরা ইয়াং বেঙ্গল এলে বিয়ে পাশ করেছ; পরিবার ত্যাগ করে থাকবে এ কেমন বল দেখি?—বিবাহিতা স্ত্রী!

অখিল। কিসের বিবাহ? কিসের স্ত্রী? আমি আপনি দেখে শুনে বিবাহ করেছি কি?

মৃত্যু। দেখ তোমার বে বড় যার তার মত নয়, নাত-বৌয়ের অন্নপ্রাশনের আগে তোমাদের সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; তোমার বাপেতে আর শ্বশুরেতে এক আপিসে কর্ম্ম করেছিল কিনা, বুঝেছ; তাই তোমার বাপ পার্ব্বতী বাবুকে বলেছিল, যে তোমার মেয়ে হলে আমার ছেলের সঙ্গে বে দেব, বুঝেছ। আহা গোকুল আমার মরবার সময়ও বলে গিয়েছিল যে 'কাকা আমার অখিলের সঙ্গে পার্ব্বতীর মেয়ের বে দিও'।

অখিল। ভাব দেখি ঠাকুরদা কতটা অন্যায়! বাবা বলে গেছেন তাই আমি জানিনি শুনিনি একজনকে বে করতে

হবে। আচ্ছা ঠাকুরদা, যা'কে নিয়ে চিরকাল ঘর করতে হবে তা'কে আপনি পছন্দ করে না নিলে কখন ভালবাসা হতে পারে?

মৃত্যু। কেন হবে না ভায়া? বাপ মা তো আপনি কেউ পছন্দ করে নেয় না, তবুতো শ্রদ্ধা ভক্তি হয়; ভাই বোনেও তো ভালবাসা হয়, তারাও তো ফরমাসে আসেনা; স্ত্রীও তেমনি, বুঝেছ, এক সঙ্গে থাকতে থাকতেই ভালবাসা হয়, বুঝেছ।

অখিল। ঠাকুরদা আমি যে ভালবাসার কথা বলছি তুমি বুঝতে পারবে না।

মৃতু। না একটা বে করে, ঘর না করে, তুমি ভালবাসা বুঝেছ; আর আমি তিন তিনটেয়ও বুঝতে পাল্লেম না! প্রথম কুলকর্ম্ম হয়, কালো তার ওপর কপাল উঁচু আবার মুখে বসন্ত, দিন কতক ভারিই চটেছিলেম, ক্রমে বয়েস হতে সব ভুলে গেলেম, মুখ যেমন তেমন হোক হাতের রান্না মোচার ডান্‌লা মুড়ী ঘণ্ট খেয়েই মন মজে গেল; সে পালিয়ে গেল, হারাণের বোনকে বে করলেম, দেখতে যে এমন কিছু পরী ছিল তা নয়, তবে তার সেবায় যত্নে ভুলে গেলেম; তার পর তোমার কনে দিদির পালা, সেতো দেখতেই পাচ্ছো। আমার কথা শোন, বেশী নয় তিনটে মাস এক সঙ্গে থেকে দেখ দেখি, তার পর কেমন ঘরছাড়া হতে চাও বুঝি।

অখিল। তা ঠাকুরদা আমি পারবো না।

মৃত্যু। আমার কথা শোন বোকা, ঘর সংসার কর; তিনবার বে কল্লেম ছেলে পিলে হলো না; এক জাত, প্রতিবাসী, তা ছাড়া আর অন্য সম্পর্ক নাই, তবুও তোমার বাপ আমাকে

আপনার খুড়োর মতন মানতো; আমিও তোমাকে আপনার নাতি বই আর ভাবিনে। দুপক্ষে তেরাত্তির শ্রাদ্ধ—পুষ্যিপুত্তুর আমি নিচ্ছিনে; হারাণকে স্থাপিত করা আর তোমার করে দিদির খোরপোষ বাদে আমার যা কিছু আছে তা, বুঝেছ বুঝেছ— তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নাই; ঘর সংসার কর, ঘর সংসার কর, নাতবৌ আমার বড় লক্ষ্মী, তোমার লক্ষ্মীশ্রী হবে।

(হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। মল্লিক মশায়!—

মৃত্যু। কি হারু অমন করে বসে পড়্‌লি কেন?

হারাণ। আমায় একটু আফিং কিনে দাও আমি মরি।

অখিল। কেন হারুদা আবার কি হলো?

হারাণ। প্রাণ যায় ভাই প্রাণ যায়, তার জন্যে প্রাণ যায়!

মৃত্যু। এই নাও হতভাগা ছোঁড়া আবার খেপেছে। কিরে শালা আবার কার জন্য খেপেছিস্?

হারাণ। তোমাদের কি, তোমরা ঠাট্টা করতে পার, যার হয় সেই জানে।

মৃত্যু। বিধির সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে?

হারাণ। আরে রাম রাম! সে কথা আর বলোনা, সে বেটী যাচ্ছেতাই তার কাছে কি মানুষে যায়।

মৃত্যু। তবে এবার কার পালা?

হারাণ। অখিল বাবু কারুর কাছে বলোনা; এবার সহচরী বেটীই আমায় মারলে, বেটী কেঁড়ে কাঁকালে করে দুধ দিতে যায় আর আমার মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

মৃত্যু। দূর দূর! বেটা বুড়ো, ঐ চেহারা—

অখিল। তা বলা যায় না, যদি যথার্থ প্রণয় হয়—

মৃত্যু। প্রণয় কি হে? সে যে মহাপ্রলয়! সহচরী, সে একটা মহামারী!

হারাণ। যাই হোক দাদা প্রাণ যায় প্রাণ যায়!

মৃত্যু। হেরো আমার কথা শোন, ভট্‌চায্যি মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছি তোর বে দিই, একটা বে কর, আর অমন পাগলামো করে বেড়াসনে।

হারাণ। দাদা তা হবে না, ও আমার মন ঠিক থাকে না; বে করে একজনের কাছে কয়েদ থাকা আমার পোষাবে না।

মৃত্যু। দূর হতভাগা, বে কর বে কর আমি বে দিই।

(আমোদিনীর প্রবেশ)

আমো। হ্যাঁগা দরওয়ান গেল ওকে অমনি রতনচূড়ের কথা বলে দিলে না কেন?

মৃত্যু। তা দিয়েছি দিয়েছি, বুঝেছ দিয়েছি।

অখিল। কনে দিদি আমায় দেখতে পাচ্ছ—

আমো। যাও তোমার সঙ্গে আমি কথা কইব না; মাগের কাছে যেতে যে ভয় পায় সে পুরুষ আবার পুরুষ!

মৃত্যু। কনে বৌ আমি অখিলকে বলেছি পুষ্যিপুত্তুর আমি নেব না, এই বুঝে সুঝে চলুক।

আমো। যে যা ভাল বুঝবে করবে; আমার তরুকে যে না আদর করে আমি তার সঙ্গে কথা কইনা।

অখিল। রাগ কচ্ছো কেন কনে দিদি? আমার প্রণয় হলো না—

আমো। প্রণয়ের কিছু বোঝ, না শুধু ব'য়েই পড়েছ?

অখিল। কনে দিদি প্রকৃত প্রণয় তো ব'য়েই আছে।

আমো। তবে আজ থেকে ছাপাখানায় গিয়ে শুয়ে থেক। তুমি যদি আমার হাতে পড়তে!

অখিল। কনে দিদি, তুমি যে একজন প্রণয়ী।

আমো। আর তরু কি আমার ভুজো-ওলা?

হারাণ। সহচরীর কাছে কেউ নয়!

মৃত্যু। কনে বৌ এস দিনকতক বদলাবদলি করি।

আমো। তা হলে যে তোমার পিত্তি পড়বে।

মৃত্যু। অখ্‌লে শালা অতি চোয়াড়, অমন নাত বৌয়ের মর্য্যাদা বুঝলে না। কালে বুঝবে কালে বুঝবে—বলে,—

"এখন না বুঝলে বঁধু যৌবনের জোরে।
পশ্চাতে কাঁদিবে তুমি অজ্‌ঝোর ঝরে॥"

অখিল। কনে দিদি আমার ওপর রাগ করো না, আমার সাধ্য থাকলে আমি ওকে ভালবাসতেম।

হারাণ। সাধ্য নাই তো বলেই—নইলে কি আমি সহচরী বেটির জন্য খেপি!

আমো। এখন একবার বাড়ীর ভেতর এস, গর্ম্মিতে ঘুম হয় না, তেতলার ঘরে বিছানা টিছানা করেছি দেখবে এস; অখিল এস না আমাদের নূতন ঘর তো তুমি দেখনি।

অখিল। চল।

মৃত্যু। চল হারু।

হারাণ। না আপনারা যান আমি তোষাখানায় পড়ে একটু ভাবিগে। সহচরি সহচরি! ছ' সেরের দর! নতুন দিদি এক

বাগ্গা থেকে দুধ নেবে? আমি করে দিতে পারি, ছ' সেরের দর গায়ের বাঁট থেকে দুয়ে দিয়ে যাবে।

অমো। তা হ'বে, শুনবো—এখন এস।

মৃত্যু। চল এস হে নাত্তি।

[হারাণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হারাণ। ওহো হো সহচরি রে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেণীর বাটী।

বেণী।

বেণী। হোমিওপ্যাথি তো অতি সহজ দেখছি; এর আর পড়াপড়ি কি, বই দেখে দেখেই তো চিকিৎসা চলতে পারে। একোনাইট, বেলেডোনা, পল্‌সেটিলা, নক্সভমিকা, এই চারটের একটা না একটা যে সে রোগে লেগে যেতে পারে। কিন্তু একটা ডিস্‌পেন্সরি আর একখানা গাড়ী না কল্লে পাল্লে পসারের সুবিধা হ'বে না। অখ্‌লেটাকে বলে বলে একটা ব্যবসায় তো অনেকটা রাজী করেছি, তা এই ডিস্‌পেন্সরিই করুক না; ওর মাকে আমি রাজী করাতে পারবো। দেখ দেখি ভগবানের বিচার! আমি এত ফিকির খাটাচ্ছি—মতলব করছি, অথচ একদিনও সুশৃঙ্খল হ'তে পাল্লেম না, আর অখ্‌লের মজা দেখ, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাচ্ছে; বাপের বিষয় তো ভোগ করছিলই, জলেই জল বাধে, কোত্থেকে দেখনা বোনটা বিধবা হয়ে শ্বশুর বাড়ীর বিষয় বা'র করে নিয়ে বাড়ীতে এসে ঢুকলো,

মজা করে এখন তা'ও ভোগ করছে। শান্তকে কোন রকম করে হাত করতে পারি, কুভাবের কথা ওর সঙ্গে চলবে না, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে আবার বে করতে রাজী করাতে পারি, তা হলে বিষয়টাও হাতে আসে, স্ত্রীর মতন স্ত্রীও হয়! যিনি আছেন, এঁর বাক্যির জ্বালায় তো অস্থির! অখ্‌লেটাকে না বওয়াতে পারলে কিছুই হচ্ছে না। হীরেকে তো লাগিয়েছি দেখি কি হয়। একটা ডিস্‌পেন্সরি আর একখানা গাড়ী চাই-ই চাই। বাড়ীখানা এক প্রকার বেড়ে জমকাল রকম পাওয়া গেছে, বিস্তর ভাড়া পাওনা, নোটীস দেব দেব করছে, যাক, টাকাটা বের করতে পারলেই মাস দুয়ের ভাড়া ফেলে দেব, তাহলে দিনকতক টাল দেওয়া যাবে।

নেপথ্যে হীরা। বেণীবাবু বেণীবাবু!

বেণী। কেও?

নেপথ্যে হীরা। আজ্ঞা আমি হীরেলাল।

বেণী। হীরু, এই যে নাম করতে করতেই; ওপরে এস না। (স্বগতঃ) একটা কিছু যোগাড় হলে এ ছোঁড়ার কিছু করে দিতে হ'বে।

(হীরালালের প্রবেশ)

হীরা। বেণীবাবু বড় মজা হয়েছে,—বাবু মজ্‌গুল!

বেণী। কে বাবু?

হীরা। অখিল বাবু—একবারে হাবুডুবু!

বেণী। অখিল! অখিল কি হয়েছে?

হীরা। আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আজ নিয়ে গিয়েছিলেম।

বেণী। কোথায়?

হীরা। পারুলের বাড়ী।

বেণী। মেয়ে মানুষের বাড়ী! কি রকম কি রকম?

হীরা। পারুল—ও স্কুলের ছেলে ধরা মাগী! বিকেল বেলা এলো চুল করে বই হাতে ছাদের ওপর কেদারায় বসে থাকে কিনা, বাবু তাই ক'দিন বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলেন, ভয়ে ঢুকতে পারেননি। আজ আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেম।

বেণী। অ্যাঁ অখিল গেছলো! ও যে বেশ্যার নাম শুনলে জ্বলে যেত।

হীরা তবে আর মজা কি; বাবু বলেন ও বেশ্যা নয়, অমন ইংরেজী পড়তে পারে সাধু-ভাষায় কথা কয় ও কি বেশ্যা হতে পারে; পারুল—ও বামচাঁদের মেয়ে, আসল মাগী, ও বেটী ধাঁজা বদলেছে, জানে এখন লেখাপড়া জানা লোকের সঙ্গে বাজারে মাগীদের কেতায় কাজ হয় না, একটু ইংরেজী ফিংরেজী পড়ে নূতন ঢং ধরেছে।

বেণী। তা অখিল গেছলো?

হীরা। আমায় সঙ্গে করে নিয়ে; সে যে ধরণ—আমি ঢের কষ্টে হাসি চেপেছিলেম; খালি লেখাপড়ার কথা, আর বলে 'লভ্ লভ্', আমার কুভাব নেই আমি খালি 'লভ্' বুঝি।

বেণী। ঐ তো ওর উইক্ পয়েণ্ট (weak point)।

হীরা। যে রকম দেখলুম ও এপয়েণ্ট (appoint) হ'বে, কুভাব টুভাব ঘুচে যাবে।

বেণী। আচ্ছা হীরু আজকে তোমার খবরে আমি খুসি

হলেম। যদি ওদিকে অখিলের মন রাখতে পার তা'হলে বোধ হয় ওর মা'র ঠেঁয়ে ডিস্পেন্সরি করবার টাকাটা বাগিয়ে সাগিয়ে বার করতে পারবো, একটু জাঁকাল রকম করা যাবে।

হীরা। আমার কি হ'বে?

বেণী। ডিস্পেন্সরিটে করতে পারলেই তোমার একটা যোগাড় করে দেব; কম্পাউণ্ডারি করতে পারবে না?

হীরা। তা দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে পারবো না কেন; তা যাহোক একটা কিছু করবেন দেরি করবেন না; এখন চল্লেম।

[প্রস্থান।

বেণী। ভগবানের ইচ্ছায় অখিল যদি বা'রমুখো হয় তা'হলে তো আমি ওবাড়ীর কর্ত্তা; তখন কি শান্তকে পাবনা?

(দামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। কি গো খরচপত্র দেবেনা, রান্না বান্না চড়াবনা?

বেণী। জানতো আজকাল হাতে টাকা নাই অমনি গুছিয়ে সুছিয়ে নাওনা।

দামিনী। গুছোওগে তুমি, আমি অত পারিনি; কবে পাঁচটা টাকা দিয়েছ মনে আছে কি?

বেণী। আরে টাকা যে আসছে না করি কি! ম্যালেরিয়ার ওষুধ বিক্রী একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে; অমন ফার্শখানা (Farce) লিখলেম, যার কাছে পড়েছি সেই কেঁদেছে, তবু কোন শালা থিয়েটারের ম্যানেজার এক্ট (Act) করতে চায়না; "প্রণয়-প্রবেশ" বইখানা লেখা রয়েছে ছাপালেই বিক্রী হয়, না হয় "গুপ্ত-প্রেম"-গুলো তো পোকায় কাটছে সঙ্গে উপহার দিই, বিনা মূল্যে কেবল ডাক মাশুল আদির জন্ম এক টাকা দশ আনা মাত্র

বলে বিজ্ঞাপন দিলে মফঃস্বলে ঝাঁ ঝাঁ কেটে যেতে পারে; ছাপাখানারও যোগাড় করেছি কিন্তু কাগজ কোথাও ধার পাওয়া যাচ্ছে না।

দামিনী। আমি ওসব জানিনা, আমি এমন করে আর চালাতে পারবো না।

বেণী। পাগলি রাগ করতে আছে, কোথায় পাব বল দেখি।

দামিনী। তা আমি কি জানি এমন করে আমি পারবো না।

বেণী। দেখ আমায় রাগিও না।

দামিনী। রাগ কিসের? সংসারের পয়সা দিতে পারেন না, আবার রাগ করবেন, উঃ রাগ—

বেণী। খুব চটলে যে!

দামিনী। ন্যাকাপনা রেখে দাও টাকা আন, নইলে আমি আর চালাতে পারবো না।

নেপথ্যে অখিল। বেণীদা' ওপরে?

বেণী। কেও অখিল, এস এস। বস্ সামনে ঝগড়া ঝাটী কিছু কোরনা, খালি মিষ্টি কথা ভালবাসা।

(অখিলের প্রবেশ)

অখিল। বেণীদা একবার এলেম, ঘড়ীটে তোমার এখন দরকার না থাকে তো আমায় একবার দেবে?

বেণী। তা নিও এখন;—ঘড়ীটে ভাই—

দামিনী। অখিল ঠাকুরপো তোমার একি আচরণ, শুনতে পাই নাকি বৌকে আছে আসতে দাওনা?

অখিল। প্রণয় না হলে কি মিলন হয়?

দামিনী। তোমার ছড়া কবিতা রেখে দাও, যে করেছ ঘরে শোবেনা ?

বেণী। যাক যাক ও কথা থাক, অখিলকে গোটা দুই পান এনে দাও।

[দামিনীর প্রস্থান।

অখিল ভায়া, আমি মনে করেছি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করবো; একটা ডিস্পেন্সরি না হলে কিন্তু সুবিধে হ'বে না; হাজার দুই টাকা বার কর দেখি তোমায় আমায় ডিস্পেন্সরি চালাই; একশো টাকা করে মাসে লাভ আমি দেখিয়ে দেব।

অখিল। তা তুমি যদি দেখা শোনা কর; আমার প্রাণে শান্তি নাই আমি ওসব পারবো না। আমি তোমায় কি বলতে এসেছিলেম শোন; পবিত্র প্রণয় যদি হয় তা'তে ব্যভিচার আছে?

বেণী। পবিত্র প্রণয়ে ব্যভিচার কি ?

অখিল। আমি যদি কুভাব না ভেবে কোন স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করি তা'তে দোষ কি ?

বেণী। কি ব্যাপারখানা বল দেখি ?

অখিল। বেণীদা', একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে; বেশ্যার ঘরে জন্মেছে বটে, কিন্তু বেশ্যার কোন ধরণ নাই, আমার সামনে গেজ্ ফেবল্ (Gay's Fable) থেকে পোইট্রি কোট্ (Poetry quote) করলে; তুমি আমার সঙ্গে চল এক দিন তা'কে দেখবে, আমার কবিতা লেখা দেখতে চেয়েছে একটা লিখে নিয়ে যাব।

বেণী। দেখ তুমি আপনার যেমন সুখের চেষ্টা করছো, তোমাদের আপনা আপনি বলেই বলছি শাস্তর কি করছো ?

ষোল বছরের মেয়ে একাদশী করে থাকে এইটে তুমি চক্ষে দেখছ? তুমি প্রণয় প্রণয় করে পাগল হলে; ও অবলা, মনে কর কি ওর প্রাণে প্রণয় নেই?

অখিল। ওর যে হোকনা ফের আমার তা'তে অমত নেই; মা যে আলাদা ধরণ।

বেণী। তুমি যদি বল আমি শান্তকে বোঝাই।

অখিল। যা জ্ঞান কর। মা তোমায় একবার ডেকেছেন; তিনিও আমাকে একটা কারবার করতে বলছিলেন বোধ হয় তোমার কাছে সেই কথাই ক'বেন।

বেণী। তা যাব এখন। এ যে স্ত্রীলোকটীর কথা বলছিলে যথার্থই কি ভাল?

অখিল। স্বর্গীয়! পবিত্র! কবিতাময়! প্রণয়পূর্ণ!— রোম্যাণ্টিক!—রোম্যাণ্টিক! (Romantic) তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না, এক দিন আমার সঙ্গে চল।

বেণী। আচ্ছা যাব, তুমি যখন বলছ। ঘড়ীটার কথা বল্‌ছিলে, স্লেটার জন্যে ভাই আমি তোমার কাছে লজ্জায় পড়েছি।

অখিল। আহা কি দেখলেম কি দেখলেম!

(দামিনীর প্রবেশ)

দামিনী। এই নাও ঠাকুরপো পান নাও।

অখিল। অ্যাঁ!

দামিনী। চম্‌কে উঠলে যে পান খাও।

বেণী। দামিনী সেই ঘড়ীটার কথা অখিলকে বলছিলেম; হয়েছে কি ভাই, হঠাৎ গ্লাসখানা ক্রাক (Crack) হয়ে গিয়েছিল

তাই একজনকে মেরামত করতে দিয়েছিলেম, এখন শুনছি ব্যাটা দোকান টোকান ফেলে পালিয়েছে, তা আমি তোমাকে শিগ্‌গির একটা কিনে দেব।

অখিল। তা গেছে গেছে তার আবার কি হবে, আমি এখন চল্লেম তুমি তবে যেও। "জোছনা গঠিতা কুসুমেরি লতা!"

বেণী। ওষুধ ঠিক ধরেছে, সবই সুবিধে মত হয়ে আসছে; টাকা কি হাতে হবেনা? শান্তকে কি পাবনা? যাওনা রান্নাবান্না করগে না।

দামিনী। রাঁধবো কি, ছাই সিদ্ধ করে দেব, খাবে কি?

বেণী। ঐ হ'বে এখন হ'বে এখন, একটা করে নাওনা গো।

দামিনী। মনে করছিলেম ঘড়ীর কথা ভেঙে দিই, আমাকে তা থেকে দশটী বই টাকা দাওনি বাকি সব আপনি গাড়ী ভাড়া দিয়ে নবাবি করে উড়ুলে। এমন লোকের হাতেও পড়েছিলেম, একদিনের তরেও সুখ পেলেম না।

বেণী। হ'বে হ'বে একটু বুঝে সুঝে চল দেখি শিগ্‌গির যোগাড় করছি, এইবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারিটে করতে পাল্লে কিছু আসবেই আসবে।

দামিনী। তোমার ওসব আমি বুঝিনে; বিধাতা মরে না এমন ঘরেও আমায় এনেছিল, চিরকালটা জ্বলে মলেম।

বেণী। শীতলাং ভব শীতলাং ভব, ঠাণ্ডা হও।

দামিনী। যাও আমি তোমার কথা শুনতে চাইনে; ভগবান এক দিনও আমার অদৃষ্টে সুখ দিলে না।

'নেপথ্যে মধু। বাবু ওপরে আছেন?

বেণী। চুপ্ চুপ্।—কেও মধুসিং?

নেপথ্যে মধু। আজ্ঞা হাঁ; ওপরে আসবো?

বেণী। এস; চ'খ মুছে ফেল চ'খ মুছে ফেল, তবু কোঁপাতে লাগলে? এই মধুসিং এলো; দাঁড়াও দাঁড়াও চখে ফুঁ দিয়ে দিই, একটু ভাল করে চাও দেখি।

(মধুসিংএর প্রবেশ)

চখে কিছু পড়লেই দু পা পেছিয়ে যেতে হয়, পোকা হয় তো তখনি বেরিয়ে যায়। ফুঁ ফুঁ ফুঁ, এখনও কর্‌কর্ করছে? ভেতরে ঢুকে গিয়েছে বোধ হয়।

মধু। চখে মাকড় টাকড় পড়েছে নাকি?

বেণী। হ্যাঁ, একটু জল আনতো মধুসিং চট্ করে।

[মধুসিংএর প্রস্থান।

ফুঁ ফুঁ ফুঁ।

দামিনী। মেধোকে তাড়াও আমি রাগ সামলাতে পাচ্ছিনা।

(মধুর জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

বেণী। একটু চুপ্, ফুঁ ফুঁ ফুঁ; জল এনেছ কৈ দাও দেখি? (দামিনীর চক্ষে জল দিয়া) কিহে মধুসিং কিছু আদায় পত্র হলো? দত্ত কোম্পানীর ওখানে গিয়েছিলে?—ঠাণ্ডা হচ্ছে?

মধু। গেছলেম, আবার ফিরে শুক্রবার কড়ার করলে। আজ আমায় একটু ছুটী দিতে হ'বে, বড়বাজারে আমার একজন দেশের লোক এসেছে দেখা করতে যাব।

বেণী। আচ্ছা যাও সকাল সকাল এস; পীরপুখুরের জমীদার বৌবাজারে বাসা করে আছে, দাতব্য সভার চাঁদার খাতা নিয়ে একবার যেতে হ'বে। চাও চাও জল দিতে দিতেই বেরিয়ে যাবে।

মধু। তবে চল্লুম বাবু।

[প্রস্থান।

বেণী। আহা আহা বড় কষ্ট হচ্ছে ভারি কর্কর্ করছে না? মারি মাথায় এই ঘটীর বাড়ি, এখনি আমাকে অপ্রস্তুত করেছিল, প্যানপ্যানানি প্যান প্যান করতে শিখেছে।

দামিনী। মার মার মেরে ফেল, না মার তো দিব্বি আছে।

বেণী। আরে পাগলি তাকি পারি, তামাসা করছিলেম, তুমি আমার প্রাণপ্রিয়ে প্রিয়তমে তোমার গায় কি আমি হাত তুলতে পারি?

দামিনী। আর ন্যাকাপনায় কাজ নাই, আমি মলে তুমিও বর্ত্তাও আমিও বর্ত্তাই।

বেণী। বালাই বালাই তা'হলে আমার সংসার সরগরম রাখবে কে, তা'হলে যে বাড়ীতে কাক চিল বসতে পারে।

দামিনী। আমি এমনি কুঁদুলিই বটে, আর তো কেউ কোঁদল জানেনা!

বেণী। কোঁদল কি প্রিয়ে! সে তো ছার মানুষের কাজ, দামিনী নলকালে বজ্রাঘাত হয়! তুমি হলে প্রিয়ে স্বর্গের জিনিস।

দামিনী। তোমার রঙ্ পড়েছে রঙ্ কর আমার অত রঙ্ এসেনি।

বেণী। কোথা যাও কোথা যাও দাঁড়াও দাঁড়াও এমন প্রেম আলাপ ভঙ্গ করোনা, যেওনা যেওনা; প্রাণেশ্বরি, শশী-মুখি, দামিনি, বিদ্যুৎলতা, চক্ষুধাঁধায়িনি, মজনারঞ্জিণি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অখিলের বাটী।

অখিল ও হীরালাল।

অখিল। "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।

"কাঁদাইতে অভাগারে,

"কেন হেন বারে বারে,

"গগন মাঝারে শশী পুনঃ দেখা দেয় রে॥"

হীরা। বাঃ বাঃ চমৎকার চমৎকার!

অখিল। "তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,

"জ্বলিল যে শোকানল কেমনে নিভাই রে॥"

হীরা। একস্লেন্ একস্লেন্ এন্কোর এন্কোর।

অখিল। শোকানলের চেয়ে প্রেমানল হলে ভাল হতো;—

"ওই শশী ওইখানে,

"এই স্থানে দুই জনে,

"কত দিন মনে মনে কত আশা করেছি।

"কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি॥"

হীরা। এসব কি বাবু বিদ্যাসুন্দরে আছে—না বাবু আপনি রচেছেন?

অখিল। এ এক মহাকবির রচনা, তিনি একজন হাইকোর্টের প্রেমিক উকীল।

হীরা। তাই বটে! যা বল্লেন, উকীল না হলে প্রেমিক হয় না। উকীলের সঙ্গে একবার আলাপ হলে আর ছাড়ান ছুড়োন নেই।

অখিল। আচ্ছা হীরালাল আমি চলে এলেম তুমি তো বসে রইলে, আমার কথা আর কিছু হলো ?

হীরা। হলো না ! যতক্ষণ ছিলুম পারুল আপনার কথাই কইতে লাগলো ; আমায় বল্লে হীরুদা আমার বড় মন খারাপ হয়ে গেল, আপনার মত ছড়া বলতে লাগলো, এই আপনার নামের সঙ্গে বেশ কোকিলের মিল খায় কিনা তাই—"কোকিল কুহু কুহু অখিল উহু উহু" আর হুহু টুহু দিয়ে ঐ নি একটা ছড়া বেঁধে ফেল্লে।

অখিল। কবিতা কবিতা !

হীরা। আর দু চক্ষু কপালে তুলে যে হাঁপ ছাড়া।

অখিল। আর বোলোনা আর বোলোনা ; শূন্যদৃষ্টি, দীর্ঘশ্বাস, কবিতা—প্রণয়ের আর বাকি কি !

হীরা। কিছু নয় বাবু কিছু নয় খালি যাওয়া আসা।

অখিল। আচ্ছা হীরু আমার মনে তো কোন কুভাব নাই, বেশ বুঝতে পাচ্ছি তারও কি এই রকম ? তোমার কি বোধ হয় ?

হীরা। আমার তো বোধ হয় মনে কোন কু নাই ; এত-দিনের আলাপ কত লোক এল গেল দেখলেম, কু ভাব তো কারুর সঙ্গে দেখিনি ; দেখুন সে যেমন আপনার নামে ছড়া বেঁধেছে আপনিও ওর নামে একটা ছড়া বেঁধে ফেলুন, দেখলে খুসী হ'বে।

অখিল। এই তো আর একটু বাদেই সন্ধ্যা হ'বে ; সুনীল আকাশে শশী ভাসবে জোছনা হাসবে, কুমুদিনী আমোদিনী হ'বে, আমার দশা তখন কি হ'বে ! প্রিয়াশূন্য প্রেমশূন্য উত্তমশূন্য উদ্দেশ্যহীন জীবন !

হীরা। তা চলুন সন্ধ্যার পর যাওয়া যাক; গোটাকতক টাকা সঙ্গে নিন, ওর মা বেটী ভারি পাজী, বেটীর ভারি টাকার খাঁই, সে বেটী প্রণয় ট্রনয় বোঝেনা তা'কে কিছু দিতেই হ'বে, কি বলেন—যাবেন?

অখিল। না না তা কখন হ'তে পারে না, তা হ'লে সে আমাকে নিতান্ত অপ্রণয়ী মনে করবে। হয় তো সে আমারই মত ভাবছে, শশধর যে তা'কেও দাহ করবে এই ভাবনায় সেও কাতর হচ্ছে! হয় তো গভীর নিশীথে জোছনার দেহখানি জোছনায় ঢেলে দিয়ে বিরহ-কল্পনায় ভাসমান হ'বে! যন্ত্রণা সহ্য করতেই হ'বে, যন্ত্রণা সহ্য করতেই হ'বে, বিরহ-যন্ত্রণা না সহ্য করলে কখনই পবিত্র প্রণয় হয় না! কারুর কখনও হয়নি কারুর কখনও হয়নি! রেবেকার (Rebecca) হয়নি, জগৎসিংহের হয়নি, রোমিওর (Romeo) হয়নি, লীলাবতীর হয়নি। হীরু অনেক বিঘ্ন বিপত্তি সৃজন বিনাশন করতে হ'বে, তবে যথার্থ প্রণয় হ'বে! এক কথায় যদি মিলন হতো তা'হলে দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কেনিলওয়ার্থ (Kenilworth) মেরি প্রাইস্ (Mary Price) এ সব তিন পাতায় ফুরিয়ে যেতো।

হীরা। তা যা ভাল বোধ হয় করুন, মোদ্দা বেশী নোলকাছি দেওয়া কিছু নয়, মেয়েমানুষের মন কি বলা যায়; আর এই উঠ্‌তি বয়েস অমন চেহারা ও কি বেশী দিন খালি থাকবে, বিস্তর মফঃস্বলে আমদানি, যাঁ কেউ জুটে যাবে।

অখিল। অ্যাঁ কি বল প্রণয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'বে? পারুলের হৃদয় লয়ে যুদ্ধ বাঁধবে? সেই তো চাই, তা'হলে আমার হৃদয়ে কত প্রেম তা দেখাতে পারবো! সংসার ত্যাগ করবো,

দাড়ী রাখবো, গেরুয়া পরবো, যোগী হয়ে কাননে কাননে গিরি-গহ্বরে গমন করবো, তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করে পারুল-কুমারীকে দেখাব তা'কে আমি কত ভালবাসি, পৃথিবী শুদ্ধ লোক দেখবে আমার হৃদয়ে কত প্রেম !

হীরা। না বাবু খুনোখুনি করবেন না, ও পুলিশ হাঙ্গামওলা প্রণয় কিছু নয়।

অখিল। হীরু তুমি দেখছি প্রণয়ের কিছুই জাননা ; সত্যই কি মরবো ; এ সব প্রণয়ের অঙ্ক গর্ভাঙ্ক, শেষ তো মিলন আছেই।

হীরা। মিলনের আগেই গর্ভ ?

অখিল। সে গর্ভ নয় এ তুমি বুঝতে পারবে না; তুমি এক কাজ কর একবার সেখানে যাও, আমার হৃদয়ের অবস্থা যেমন দেখলে তা'কে গিয়ে বল আর সেও কি করছে দেখে এস ; তা'কে সব বেশ করে বুঝিয়ে বলতে পারবে তো ?

হীরা। বেশী বায়নাক্কা পারবোনা, আমি দু'কথায় বলে দেব বাবু হাত পা ছুড়ছেন, ছড়া কাটাচ্ছেন আর রাত্তিরে চাঁদ উঠলে একবারে পাগল হবেন।

অখিল। তাই বোলো সে বুদ্ধিমতী প্রণয়ী সে বুঝতে পারবে।

হীরা। তবে আমি চল্লুম, কাল মোদ্দা যেতে হ'বে।

[হীরালালের প্রস্থান।

অখিল। এস রজনীদেবী আর দেরি কেন, এস আমায় দাহ করবে এস ! ওঠো শশী উদয় হও জ্যোৎস্না ঢেলে আমার অঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি কর ! তারামালা আকাশ জুড়ে বসে আমার দুঃখ

দেখে বিদ্রূপ কর! আমি সকল সহ্য করবো! চিন্তা চিন্তা চিন্তা—চিন্তা ভিন্ন আর আমার উপায় কি আছে! কোথায় যাই কোথায় গিয়ে নিভৃতে চিন্তা করি! কলিকাতার মতন প্রেমশূন্য স্থান জগতে নাই! কলিকাতায় বন নাই প্রস্রবণ নাই পর্ব্বত নাই অধিত্যকা উপত্যকা মরুভূমি কিছুই নাই! কলিকাতায় বিরহের উপায় নাই! যেখানে দু'চক্ষু যায় সেইখানেই যাই; পারুল পারুল আমার পারুলকুমারী! উঃ!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাটী।

আমোদিনী ও তরুবালা।

আমো। পালালে চলবে না, আমার কথার উত্তর দে, যা জিজ্ঞেস করলেম ঠিক করে বল।

তরু। কি বলবো, তোমার যেমন কথা; এখন যাই মা আবার বক্‌বেন।

আমো। আমার বাড়ী দুদণ্ড বসলে আর বক্‌বেন না, আর এখনকার মতন তো কাজকর্ম্ম সেরে এসেছিস।

তরু। বসে আর কি করবো?

আমো। ঘরেই কোন্ তোমার শ্যামসুন্দর বাসর সাজিয়ে বসে আছেন!

তরু। নাই বা থাকলো শ্যামসুন্দর, আমার বাসর বজায়

থাক্, আমার আমি আপনি গোপী আপনি শ্যাম; তুমিই বরং এই বেলা ঝিরিঝিরি হও বাঁকা শ্যামের আসবার সময় হয়েছে।

আমো। আমার বাঁকাশ্যাম মদনমোহন।

তরু। আহা দিব্যি চুলগুলি, কোত্থেকে গিল্টি করে এনেছেন ভাই?

আমো। তোর ভাতারের তো খুব কালো চুল তা হলেই হলো তবে আপসোসের মধ্যে গিন্নী টিকিটী দেখতে পাননা।

তরু। আমার ভট্‌চায্যির সঙ্গে বে হয়েছে নাকি যে টিকি দেখবো।

আমো। আচ্ছা টিকি দেখে কাজ নাই জন্ম জন্ম সেই ক্যাসিয়ান করা সিঁতেই দেখো; আমি যা জিজ্ঞেস করছিলেম তা'র কি হলো? কোথাকার কথা কোথায় এল; এখন যে সিঁতের সিঁতেয় ছোঁয়াছুঁই নাই তা'র জন্যে মনটী কেমন করে বল দেখি?

তরু। মন আবার কি করবে?

আমো। তবু?

তরু। কে জানে ভাই কিছুই বুঝতে পারিনি।

আমো। দেখ তরু তুই আমায় পুরুষ মানুষ পেলি নাকি যে মেয়েমানুষের মনের কথা বুঝতে পারিনি?

তরু। যদি বুঝতে পেরে থাক তবে আবার জিজ্ঞেস কচ্ছো কেন?

আমো। দেখ তরু তুই লোক দেখিয়ে হেসে বেড়াস, সোয়ামীর কথা পাড়লে আর পাঁচ কথা পেড়ে উড়িয়ে দিস্, মনে করিস কি সবাই তা'তে ভুলে যায়? এই সোমত্ত বয়েস কত

সাধের সময়, তোর তা কোনটা আছে? তুই ভাল করে চুল বাঁধিসনি কেন? একখানা ভাল কাপড় পরিসনি কেন? তোর গহনা সব বাক্সতে বন্ধ কেন? তোর আতর গোলাপ ল্যাভেণ্ডার শিশিতে পচ্‌ছে কেন? শান্ত বলে কনেদিদি বৌ একবার ভাতের কাছে বসে মাত্র, এ সব কেন?

তরু। বুঝেছ তো কেন; কা'র জন্যে দিদি চুল বাঁধবো গহনা পরবো সাজ্‌বো গুজ্‌বো? কা'র জন্যে আতর গোলাপ মাখবো? মেয়েমানুষ না হ'লে মেয়েমানুষের মনের কথা বুঝতে পারে না, বল দেখি স্ত্রীলোকের বেশবিন্যাস কি তা'র নিজের সুখের জন্য?

আমো। বুঝি ভাই সবই, তা এর একটা উপায় কর।

তরু। আমার হাত কি দিদি, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই; পরমেশ্বর যাকে যেমনি রাখবেন তা'কে তেমনি থাকতে হ'বে। এই যে শান্ত ঠাকুরঝি সোয়ামী কেমন জানতে না জানতে বিধবা হলো, তা কি করবে, চুপ করে সয়ে যাচ্ছে, ভগবান সইতে দিয়েছেন সইছে। রাগ করোনা কনেদিদি, তোমার এই রূপ এই বয়েস ঠাকুরদার সঙ্গে কি তোমায় সাজে? কি করবে যেমন অবস্থায় পড়েছ তা'রই মত সব দিক বজায় রেখেছ, তেজপক্ষের সোয়ামী নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করে তারি মতন চলছো; আমারও এই এক রকম, ঘর বর সবই যেমন চাইতে হয়, তবে অদৃষ্টে পতিপ্রেম নাই হলো না।

আমো। বলছিস্‌নে কিছু মিছে বোন, কিন্তু এযে থাকতে নাই বড় বালাই; শান্তর যমে নিয়েছে ফেরাবার নয় উপায় নাই; আমার কি জানিস ভাই, ভাঁড়াবোনা, প্রথম প্রথম একটু কেমন

কেমন হয়েছিল, তা'রপর ভাবলেম দূর হোগগে ছাই যা হয়েছে তাতো আর ফিরবে না, তবে কেন ভগবান অদৃষ্টে যেটুকু সুখও লিখেছেন আপনার দোষে মন খারাপ করে তা'তেও বঞ্চিত হই; মনকে বোঝালেম যেরূপ যৌবন ক'দিনের, এইতো আমিও আর দু'দিন বাদে বুড়ো হ'ব; বিশেষ বোন তোমার ঠাকুরদা'র আদরে যত্নে আমি আর ও সব কথা ভুলে গেলুম; তোর সাক্ষাতে বলছি ভাই এখন আমার একটী বারের জন্যেও মনে হয় না যে আমার সোয়ামীর বয়েস হয়েছে; তা তুই যে থাকতে পেলিনি তোর মনকে বোঝাবি কি করে বল? আস্‌ছে যাচ্ছে বসছে কথা কচ্ছে হাস্‌ছে অথচ তুই যেন কিছুরই মধ্যে নয়, তোর জিনিস তুই পাচ্ছিসনি, কি করে বল দেখি তোর মনটী?

তরু। কনেদিদি আমি ম'লে বেশ হয় না? ও এবার নিজে দেখে শুনে বে করে বেশ মনের সুখে থাকে; আমি অভাগী একটা সংসারে কাঁটা দিতে এসেছি, ও জ্বালাতন, মার মনে সুখ নাই, দুঃখের ভরা নিয়ে ঠাকুরঝি ভাইয়ের সংসারে একটু জুড়ুতে এসেছিল তাও সোয়াস্তি পেলে না, তুমি যা'র মুখ এক তিলও হাসি ছাড়া নাই সেও আমার জন্যে—ওই ঠাকুরঝি আসছে।

(শান্তর প্রবেশ)

শান্ত। খুব মজার লোক যাহোক বৌ! বল্লুম ঠাকুর ঘরের পাট্‌টে সেরে নিই, নিয়ে একসঙ্গে যাব তা তোমার আর তর্ সইলো না, আমায় ফেলে চলে এসেছিস?

তরু। বাহবা আমার দোষ বুঝি, কনেদিদি যে ছাত্ থেকে ডাকলে।

শান্ত। তোমার কথা অমন ভার ভার কেন বৌ? মুখ শুকিয়ে গেছে চ'খ ছল্ ছল্ করছে।

তরু। ঠাকুরঝি থাকে থাকে স্বপ্ন দেখে, এর মধ্যে আমার আবার কি হলো?

শান্ত। আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি এর মধ্যে তোর কি হলো?

আমো। আর হ'বে কি তোমার দাদার কথা হচ্ছিল।

শান্ত। ওঃ তাই আমার পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে! ঐ জন্যে কনেদিদি ও কথা ভাই আমি বৌ'র সাম্‌নে পাড়িনে।

আমো। মুখের কথাই যেন না পাড়লে মনের আঁকতো আর মুছে ফেলতে পারবে না। আচ্ছা শান্তু, মা অখিলকে কিছু বলেন না?

শান্ত। মা'র বলবার কসুর নাই কত বোঝান তা ভবি ভোলবার নয়। দাদার আমার সব ভাল শরীরে কোন দোষ নাই কেবল এই যে এক কি গোঁ কিছু বল্‌তে পারিনে; ও শুভ-দৃষ্টির ক্ষণ অক্ষণ আছে।

আমো। তা বলে কি ছুঁড়ী জন্মের মত ভেসে যাবে? কালো কুৎসিৎ হতো তাহলেও বুঝতেম; এমন সোণার পুতুল আর এখনকার ছেলেরা যা চায়, লিখতে জানে পড়তে জানে ছুঁচের কাজ জানে, কেমন আমুদে, তোমার দাদা আবার চা'ন কি?

তরু। কনেদিদি ক্ষমা দাও ভাই, ও বিরহ পালায় আর কাজ নাই অন্য পালা থাকেতো বল?

আমো। বিরহিনীর আর বিরহ ভাল লাগছে না, তবে একটা সখীসংবাদ শোন; যে বলে ধরে বেঁধে পিরীত হয় না

সে কিছু জানেনা, পিরীত করতে জান্‌লে ধরে বেঁধেও হয়, আপনার প্রাণের পিরীত প্রাণের জনকে একটু ধার দিতে হয়; প্রেমময়ি তোমার প্রাণ উছলে প্রেম পড়ছে, তাই থেকে প্রাণনাথকে একটু বেঁটে দাও, যেমন করে আমার বুড়ো স্বামীকে যুবা করেছি তাই কর, প্রাণ দিয়ে প্রাণ নিতে হয়।

তরু। প্রাণ দিই কা'কে—নেয় কে? চোরে কামারে দেখা হ'লে তো?

আমো। নিতে না আসে বাড়ী ব'য়ে দিয়ে আস্‌তে হ'বে; চোরে কামারে দেখা হয় না সত্যি, কিন্তু তা বলে কাজ আটক থাকেনা, কামারও মজুরির পয়সা বুঝে পায় চোরেরও সিঁদ কাটীটি গড়ান হয়। কামারের নজরে পড়ে এমন জায়গায় নিজের প্রাণটী রেখে এস, দেখ দেখি ক্রমে তা'র প্রাণটী চুরি করতে পার কি না?

তরু। কে জানে ভাই তোমার হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারিনি।

শান্ত। শোন বৌ শোন কনেদিদির কথা শোন, ওঁর বুদ্ধি নাও ওঁর বাতাস একটু তোমার গায়ে লাগুক অমনি স্বামীর সোহাগ পাও। আমার বোন ইহকালের সকল সাধই ফুরিয়েছে! দেবতা বামুনের পূজা করি বুড়ো মা'র একটু সেবা করি আর তোমরা দুজনে সুখে থাক তোমাদের ছেলেপিলে হোক নিয়ে মানুষ করি, এই বই আমার আর কি সুখ আছে বল!

আমো। অখিলের কি হয়েছে জানিস শানু, উচক্কা বয়েস আপনার মন বোঝেনা, পরের মুখে ঝাল খায়, খান

কতক গল্পর বই পড়ে, এক কথা শিখেছে, "প্রণয়"—প্রণয় কি জানিস? মাগ কাজ করবে না, কর্ম্ম করবে না, রাত দিন পটের বিবিটী সেজে দুই চক্ষু কপালে তুলে কেবল প্রাণনাথ প্রাণনাথ প্রাণনাথ করবে।

তরু। পোড়া দশা আর কি!

শান্ত। মিছে নয়, হ্যাঁ কনেদিদি এ ব'য়ে আছে না সত্যি কেউ এমন করে?

আমো। এখনকার এই দাঁড়িয়েছে, কি করবে বল? ভিন্ন ভিন্ন ভূত, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র, যা'তে যে বশ হয়। আমার কথা শোন তরু, অমন তফাৎ তফাৎ থাকলে চলবে না, ভাল ভাল কাপড় বার করে পরবি, গহনা গায়ে দিবি, আমি তোর রকম রকম করে চুল বেঁধে দেব, জলটা দিতে পানটা দিতে ঘরে যাবি, হলো ভাত খাবার সময় পাখা খানা হাতে করে বসলি—

তরু। শোন ঠাকুরঝি শোন।

শান্ত। ও দিদি তা'কি যায়না—যায়, আমি পাঠিয়ে দিই মা নিজে পাঠিয়ে দেন, তা বৌ ঘর ঢুকলেই বাবু দৌড় দেন।

তরু। আর সেদিন যে আমায় বক্‌লে, মুখের ওপর বল্লে তুমি আমার ঘরে এস কেন।

আমো। বল্লেই বা, সোয়ামীর কাছে স্ত্রীর আবার মান অপমান কি লা—যে হাসি গল্প রসিকতা আমাদের কাছে বাজে খরচ করিস সেই টুকু তা'র সঙ্গে করিস দেখি।

তরু। অত যেচে সোহাগ আমার কাজ নাই!

আমো। তবে আপনার মান নিয়ে ধুয়ে খাস; মান করিস, আগে বশে আন, তবে তো মান করবি। সোয়ামী বশের

মন্তর তো জানিসনি, ঘোমটা দিয়ে খড়ম এগিয়ে দিলে একালের ভাতারের মন ওঠে না, এখন—

কলিকাটা ঝাপ্‌টা দোলা চলেনা লো আর,
ওলো তা'য় ভোলেনা ভাতার।
সিঁতেয় বেঁধে রাঙা ফিতে এলিয়ে দিবি চুল,
চুলে পরবি গোলাপ ফুল।
মাথাঘসা মেশা তেল মান ছিল ভারি,
তা'র নাই এখন জারি।
ঘসে ক্লেশ পমেটমে ছড়ায়ে সুবাস,
হেসে ঘেঁসে যাবি পতির পাশ।
খাড়ু পঁইছে টেঁড়ি ঝুম্‌কো শাঁখা নথে সেজে,
এখন ঠাঁই পাবিনি শেষে।
বডি পরে বুকে বুরুচ্‌ হাতে চাঁদির চুড়ি,
তবে তো ভাতার পাবি ছুঁড়ী।
মুখে মেখে পাউডার ব্লুম্‌ দিলে ঠোঁটে,
পতি আসবে আপন কোটে।
বিবিয়ানা সেজে গুজে বাড়াবি সোহাগ,
করে ধরে করবি অনুরাগ।
মিষ্টি হাসি দৃষ্টি-ফাঁসি চখে ফুল-বাণ,
ভাতার রাখবে কোথা প্রাণ?

তরু। তোমার মত অত রসিকতা আমি জানিনি।

শান্ত। না না বৌ কনেদিদি ভাল কথাই বলছে, একটু সাধলে অপমান সইলে যদি সোয়ামী আপনার হয় তা কি ছাড়তে আছে? আমার দু'খানা হাত কেটে দিলেও যদি সে ফিরে আসে,

ফিরে এসে 'যদি চিরজীবন আমায় পায়ে দল্‌তে থাকে তা'হলেও আমি মনে করি যে আমার মত ভাগ্যবতী আর কেউ নাই!

আমো। চিরকালই যে সাধতে হ'বে তা'রই বা কি কথা! মেয়েমানুষের স্বামী আর পুরুষের ঘোড়া দু'ইই এক, যতদিন বুনো থাকে লাথি ছোড়ে দাঁত দেখায়, কষ্টে স্বষ্টে বাগে আনতে পারলেই চড়ে বেড়াও চাবুক দাও। আমার কথা শুনে দেখ দেখি, ধরা দিচ্ছেনা ধেয়ে গিয়ে ধর; এই মুখখানি এই চোখ দু'টী অমন মিষ্টি হাসি মধুর বাণী কিছুরই কি ধার নাই! একদিনে না হয় দু'দিনে, দু'দিনে না হয় দশ দিনে, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে পড়তে পাষাণও ক্ষয় হয়।

শান্ত। আহা কনেদিদি তোমার আশীর্ব্বাদে দাদার আমার মনটী ফেরে—

নেপথ্যে মৃত্যু। কনেবৌ কি রান্না ঘরে?

তরু। ওমা ঠাকুরদা'! ঠাকুরঝি চল চল।

আমো। শান্তু একটু বস না।

তরু। না ঠাকুরঝির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে; এস ঠাকুরঝি।

আমো। তবে কাল দুপুর বেলা একটু সকাল করে আসিস্, ক'দিন খেলা হচ্ছেনা।

তরু। দুপুর বেলা কেন, আমি আজ রাত্তিরেই আসবো।

আমো। আহা তা আসিস আসিস, এই বয়সে একদিনও আঁব খেতে পাসনি একটু আঁমসত্ব দেব এখন।

তরু। তোমার যে নোলা, আগে আপনারি কুলুগ।

[তরু ও শান্তর প্রস্থান।

আমো। দু' ছুঁড়ীরই কি অদৃষ্ট !

(মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবেশ)

মৃত্যু। এই যে কনেবৌ তুমি এখানে? আমি বৎসহারা গাভীর মত সৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমো। যাও—ওকি কথা?

মৃত্যু। ঐ হলো, না হয় গাভীহারা বলদ।

আমো। আমি বলি তুমি বলদহারা পঞ্চানন।

মৃত্যু। ক্ষতি কি, তা'হলে তুমি আমার অসুরনাশিনী সিংহবাহিনী!

আমো। ছড়া ছাড়, এখন আহ্নিক করবেনা? সন্ধ্যা হয়েছে।

মৃত্যু। আহ্নিক করতেই তো এলেম, তা তোমায় দেখলেই যে আমার আন্তশ্রাদ্ধ হয়ে যায়।

আমো। আমায় গালাগাল দিচ্ছ?

মৃত্যু। বালাই, তুমি পাকা মাথায় সিঁদুর পর, আমার বেটের কোলে ঘাট দিয়ে দেড়শো বচ্ছর পরমাই হোক। আহা! আজ বড় চমৎকার সাজ হয়েছে, বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছ! কবেই না দেখায় তবে আজ আরও! আহা চমৎকার বেণী রচনা করেছ, মরি মরি "সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়"!

আমো। কবিতার মুখে আগুণ! আমার চুল বুঝি সাপ? দেখলে গা শিউরে উঠে?

মৃত্যু। সে সাপ নয়, ঐ সাপ গলায় দিয়ে আমি তোমার প্রেমে যোগী হয়েছি!

আমো। আমার তোমায় কে বলে বুড়ো!

মৃত্যু। ঐ পাঁচ শালার; শালাদের যুবার লক্ষণের ভিতর দু'গাছা কাল চুল, এদিকে প্রাণে মেচেতা পড়েছে। ঐ দেখনা অথ্‌লে শালা,—নাতবো'র আমার ভরা যৌবন, রূপের তুফান, শালা আমার সে রসে বঞ্চিত; অদৃষ্ট চাই অদৃষ্ট চাই, স্ত্রীর রূপ-যৌবন ভোগ করা কি সবার ভাগ্যে ঘটে। থাক শালা যাবে কোথায় আসতে হ'বে, ঠকে আসতে হ'বে।

আমো। এই তরু এতক্ষণ আমার কাছে ছিল, তরুও ছিল শান্তও ছিল, তোমার সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল।

মৃত্যু। আহা শান্ত! শান্তকে দেখলে আমার এক এক-বার মনে হয় যে বিদ্যাসাগরের কথা ঠিক, বিধবা-বিবাহ হওয়াই উচিত; আহা দুধের বাছা!

আমো। আমরা যত মনে করি শান্ত কিন্তু তা করেনা, এমন লক্ষ্মীমেয়ে এই বয়সে এমন ধর্ম্মে মতি আপনার মন এমনি ঠিক করে নিয়েছে;—একদিন আমি মন বোঝবার জন্য বিধবা বের কথা পেড়েছিলেম তা আমায় বল্লে দিদি বে তো কেনা বেচার জিনিস নয়, স্ত্রী-পুরুষ যে ইহকাল পর-কালের সম্বন্ধ, পৃথিবীতো দু'দিন, আমার যদি আবার বে হয় পরকালে আমি কোন্ স্বামীর কাছে থাকবো!

মৃত্যু। আহা কি জ্ঞান! কি বিশ্বাস! স্ত্রীলোককে কে অবলা বলে! লাঠি ঠ্যাঙ্গা মারবার বেলা অবলা বটে, কিন্তু আসল বল যে মনের বল তা তোমাদেরই আছে; হ'বেনা কেন হ'বেনা কেন, মহাশক্তির অংশ কিনা! আহা প্রকৃতি স্বরূপিনি! তোমাদের তুলনায় আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল! তোমার শ্যামা-বিষয় সে গানটা কি?

আমো। চুপ্।

মৃত্যু। হাঁ৷ হাঁ৷ ভুলে গিয়েছিলেম ভুলে গিয়েছিলেম, নিষেধ আছে নিষেধ আছে; রাত্রে হ'বে রাত্রে হ'বে—সকলে ঘুমুলে।

আমো। চল আহ্নিক করবে চল।

মৃত্যু। চল চল। ইষ্টদেবীর ধ্যান করতে গেলেই তুমি চখের ওপর এসে পড় ঐ যা—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অখিলের বাটী।

প্রসন্ন ও বেণী।

বেণী। জল বেচে পয়সা মা জল বেচে পয়সা, এক বোতল জলে দু'ফোঁটা ওষুধ আট আনা দাম, আর যে আসল ওষুধ এক শিশি কিনলে পঞ্চাশ শিশি করা যায়।

প্রসন্ন। তা তুমি যদি দেখে শুনে কর বাছা তো আমার বিশ্বাস হয়। অখিল পয়সা নষ্ট করেনা বটে, সে ছেলে আমার নয়, তবে ওর মতির ঠিক নাই, তুমি সঙ্গে সঙ্গে রেখে কাজ কর্ম্মে মন ফিরিয়ে যদি ওকে সংসারী করে দিতে পার।

বেণী। তা হ'বে বইকি, পয়সার দিকে নজর পড়লেই মাথার ঠিক হ'বে; আর একাজে পরের হাতে যেতে হ'বে না,

আমি আপনি ডাক্তারি করবো, ওষুধ বিক্রীর জন্য অন্য ডাক্তারের খোসামোদ করতে হ'বে না।

প্রসন্ন। তা বাবা তোমার সঙ্গে অখিল থাকলে আমি নিশ্চিন্দি হই, আমার অখিলও যে তুমিও সে, ছেলে বেলা থেকে দু'জনে একসঙ্গে খেয়েছ খেলিয়েছ পড়াশুনো করেছ ;—

বেণী। আমারও ছেলে বেলায় মা মরে গেছলো তোমা-কেই মা বলে জানি, কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি বলে এখনই যেন রোজ আসতে পারিনে, যখন পড়াশুনো করতেম এই বাড়ীতে তো রাতদিনই থাকতেম ; একটু জল আনিয়ে দিতে পার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।

প্রসন্ন। শুধু জলটা খাবে একটু কিছু মুখে দেবে না?

বেণী। না এই বাড়ী থেকে খেয়ে আসছি এখন কিছু খাবনা, আপনার ঘরে আবার শুধু জল কি।

প্রসন্ন। ও শান্ত তোমার বেণীদাদার জন্ম ঠাণ্ডা দেখে এক গেলাস জল আন দেখি।

নেপথ্যে শান্ত। যাই মা।

বেণী। আহা মা শান্তর পানে আর চাওয়া যায় না! ছেলে-বেলা কত কোলে করেছি খেলনা দিয়েছি পড়া বলে দিয়েছি, মাষ্টারের কাছে পড়তে চাইতো না আমার কাছে পড়তে ভাল-বাসতো, সেই শান্তর দশা এই হলো!

প্রসন্ন। আমার পাপের শাস্তি বাছা আমার পাপের শাস্তি!

(জল লইয়া শান্তর প্রবেশ)

শান্ত। এই নাও।

বেণী। শান্ত, ভাল আছ তো?

শান্ত। হ্যাঁ। বৌ ভাল আছে?

বেণী। হ্যাঁ।

শান্ত। কদ্দিন দেখিনি একদিন আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিওনা।

বেণী। সংসারে একা তাই আসতে পারেনা।

প্রসন্ন। তা যাই আমি মালা ছড়াটা ফিরিয়ে আসিগে; তবে বেণী এদিককার সব ঠিকঠাক করে একটা ভাল দিন দেখে আমায় বলো; প্রথম কত টাকা দরকার হ'বে?

বেণী। এখন হাজার টাকা হলেই হ'বে, তার পর যেমন দরকার হ'বে তেমনি দেবেন।

প্রসন্ন। আচ্ছা তবে একটা ভাল দিন দেখে এসে আমাকে বলো।

[প্রস্থান।

শান্ত। কিসের টাকা বেণীদা', ভাল দিন দেখে কি হ'বে?

বেণী। ঐ মা বলছিলেন অখিল বসে বসে থেকেই ওর মন খারাপ হয়ে যায়, তাই একটা কিছু কারবার করতে বলছিলেন; তা আমি এখন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করছি কি না, একটা ডাক্তারখানা করবার পরামর্শ করেছি। তুমি এখন পড় টড় না?

শান্ত। অবসর হলে কালীসিংহির মহাভারত একটু একটু পড়ি।

বেণী। কালী বল্লেনা যে?

শান্ত। ও যে আমার ভাসুরের নাম।

বেণী। সব বুঝতে পার?

শান্ত। অনেক শক্ত শক্ত কথা আছে সব মানে বুঝতে পারিনা।

বেণী। তার চেয়ে নাটক নভেল টভেল পড়ো সব বুঝতে পারবে।

শান্ত। আগে আগে পড়তেম এখন আর ভাল লাগে না; মহাভারতে অনেক উপদেশের কথা আছে পড়লে মনে একটু সোয়াস্তি হয়।

বেণী। ভাল নাটক নভেল বুঝে পড়তে পারলে তা'তেও অনেক উপদেশ পাওয়া যায়; বিষবৃক্ষ পড়েছিলে?

শান্ত। সেইতো যা'তে বিধবা কুন্দর আবার বে হলো? আহা ভারি উপদেশ! আপনিও মলো সূর্য্যমুখীর সংসারটাও ছারেখাঁরে দিলে।

বেণী। সে কুন্দের দোষ নয় নগেন্দ্রের দোষ, কুন্দ যথার্থ নগেন্দ্রকে ভালবেসে ছিল, সেই অভাগিনী সরলা বালা নগেন্দ্রকে যথার্থই প্রাণ সমর্পণ করেছিল, কিন্তু নগেন্দ্র রূপমোহে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল মাত্র, ভালবাসেনি তা'ই কুফল ফল্লো।

শান্ত। ভালবাসা কি, হিঁদুর ঘরে বিধবা বে করাই পাপ।

বেণী। শান্ত, এটী তোমার সম্পূর্ণ ভুল, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তা'র প্রমাণ করেছেন। তুমিতো রামায়ণ পড়েছ, দেখ মন্দোদরী, তারা, দু'জনেই আবার বিবাহ করেছিল।

শান্ত। হা হা হা! বেণীদা' খুব দৃষ্টান্তই দিয়েছ! একজন রাক্ষসী আর একজন বাঁদরী! আমার শ্বশুর বাড়ীর দেশেও দেখেছি দুলে কাওরার মেয়েরা ছেলে কোলে করে বে করে, ভদ্র লোকের ঘরে কি হয়।

বেণী। হয়না সেইটেই অন্যায়; তুমি আপনার কথা ভাব দেখি, তোমার এই অল্প বয়েস, এরির মধ্যে তুমি স্বামীসুখে বঞ্চিত হলে, তা'ই বলে কি তোমায় আজীবন কষ্টভোগ করতে হ'বে?

শান্ত। অদৃষ্টে ছিল হলো—কি করবো ভাই!

বেণী। এ বিষয়ে অদৃষ্ট আপনার হাতে, তুমি মনে করলেই আবার বিবাহ করতে পার, তোমার দাদারও তা'তে আপত্তি হ'বেনা, এ ইচ্ছা করে দুঃখ ভোগ করা কেন?

শান্ত। কি দুঃখের কথা বলছো? ভাল কাপড় পরতে পাইনে গহনা পরতে পাইনে? সাজাগোজা তো স্বামীর চক্ষে ভাল দেখাবার জন্য; একাদশী করা? হিঁদুর মেয়ে, পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ব্রত করতে শিখেছি, একটু একটু করে উপোস অভ্যাস হয়েছে; আর যে কষ্ট বল সে শরীরের, মলেই ফুরিয়ে গেল, পুড়ে ছাই হ'বে। মনের সুখ দুঃখ? সে নিজের হাতে, ঐ সব ভাবলেই মন খারাপ হয় দুঃখ হয়; মলেই তো আবার সেই স্বামীকে পা'ব, তখন তো আর বিধবা হ'বার ভয় থাকবে না। আমার সোয়ামী স্বর্গে গিয়েছেন দেবতা হয়েছেন, এখন যে আমি দেবতার স্ত্রী!

বেণী। (গদগদভাবে) শান্ত তোমায় আমি বড় ভালবাসি, ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি, তোমার এই দশা দেখে আমার বড় কষ্ট হয় তা'ই বলি।

শান্ত। আমার জন্য কিছু দুঃখ করোনা দাদা, আমি এক রকম বেশ আছি। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হয়েছিল, তখন বুঝতে পারিনি, তখন মনকে বোঝাতে পারিনি তা'ই দিনরাত কাঁদতেম আর পরমেশ্বরকে ডাকতেম, তাঁ'কে ডাকতে ডাকতেই আমার

প্রাণ ঠাণ্ডা হ'তে লাগলো; কে যেন আমায় বলে দিলে, পতি মেয়েমানুষের প্রাণের জিনিষ, চখের আড়ালে গেছে বটে কিন্তু প্রাণের আড়ালে যায়নি। যথার্থ বলছি বেণীদাদা, আমি সর্ব্বদা তাঁ'কে বুকের ভিতর দেখতে পাই!

বেণী। তুমি পরকালের কথা যা বলছো তা সত্যি হ'তে পারে, কিন্তু সকলেই যদি পরকালে কি হ'বে ভেবে পৃথিবীর সকল সুখ সকল ভোগ সকল কাজ ছেড়ে দেয় তা'হলে তো আর সংসার চলে না।

শান্ত। মন আমি এক রকম ঠিক করেছি, এ সব কথা তোলাপাড়া করলে আবার শরীরে ভাবনা আসতে পারে মনও খারাপ হতে পারে, আমায় আর ওসব কথা কিছু বলোনা। যাই ঠাকুরঘরে যাই আবার পুজোর উদ্যোগ করতে হ'বে।

বেণী। আচ্ছা আজ থাক তোমায় আর একদিন আমি ভাল করে বোঝাব।

শান্ত। আমি বেশ বুঝেছি।

[প্রস্থান।

বেণী। লক্ষ্মী লক্ষ্মী লক্ষ্মী! সাবিত্রীও এর কাছে হার মানে! ওর মনে যত পবিত্রতা দেখছি ততই আমার লালসা বাড়ছে! আমি ওকে খারাপ ভাবে পেতে ইচ্ছা করিনা বিবাহ করতে চাই; শান্ত যদি আমার স্ত্রী হয় আমি আর এক মানুষ হই, কি কোমল কি সরল, বিধবা হয়ে যেন রূপ শতগুণে বেড়েছে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অখিলের শয়ন-কক্ষ।

অখিল।

অখিল। কা'রে দেখিবার সাধ, তা'ই পূর্ণিমার চাঁদ
সারা নিশি আকাশেতে জাগিয়ে ব্যাকুল,
কা'রে দেখে ঝক্‌মকে বল তারাকুল—
পারুল পারুল!

কাননে গোলাপ হাসে, সলিলে কমল ভাসে
সুবাসে মাতায় ক্ষিতি সলাজ বকুল,
কোন্ ফুল বল কিন্তু ধরায় অতুল—
পারুল পারুল!

জাগাইয়া হৃদিতান, সুরধুনী করে গান
ক্ষিতিতলে সে গীতির নাহি কিছু তুল,
কি গীত গাইছে সতী করি কুলকুল—
পারুল পারুল!

নীরস আমার প্রাণ, অমৃত কে দিলে দান
সুখে ভরা কা'র তরে হইয়া আকুল,
কি ফুল সে বল যা'র নাহি হয় মূল—
পারুল পারুল!

এক রকম হলো মন্দ নয়, যা'ই হোক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যা এল তা'ই লেখা গেল, যাই এখন বেরোন যাগ। ও শান্ত গোটা দুই পান দিয়ে যাওতো আমায়। একদিনেই মন কি হয়ে গেল!

কতবার মনে করছি আর যাবনা দেখ্‌বনা, হীরুকে দিয়ে কবিতাটা পাঠিয়ে দেব, না গিয়েও থাকতে পাচ্ছিনা। আহা কি সেই মুখখানি!

(পান লইয়া তরুবালার প্রবেশ)

তরু। কা'র গা?

অখিল। অ্যাঁ তুমি! তুমি কেন এখানে?

তরু। এতো আমার ভাসুরের ঘর নয় এলুমই বা, এই নাও পান নাও।

অখিল। কেন শান্ত আসতে পারলে না? ঝী কোথায় গেছে?

তরু। কেন আমার হাতে খেতে কি দোষ আছে? আমি ঝীর চেয়েও অজাত?

অখিল। তা না তা না;—আমি সেই বকার পরতো ক'দিন এসনি।

তরু। ক'দিন আসিনি বলে কি চিরদিনই আসবো না।

অখিল। না না তা হ'বেনা হ'বেনা; তুমি তো জান, তোমায় তো সব বলেছি, আমি সবাইকে বলেছি তোমার আমায় প্রণয় হ'বেনা, তোমায় আমায় স্ত্রীপুরুষ ভাব হওয়া অসম্ভব।

তরু। সে আমার কপাল! তা এখন পান নাও খাও, এতে আর দোষ কি? প্রণয় না হলে যে হাতে পান খেতে নাই এমন তো কিছু কথা নয়; এই যে ঝী পান এনে দেয় তা'র সঙ্গে তো আর প্রণয় নয়, স্ত্রীপুরুষ ভাবও নয়।

অখিল। আচ্ছা ঐখানে রাখ, রেখে যাও।

তরু। কেন একটু রইলুমই বা, দুটো কথা কইলুমই বা;

রাস্তার লোকের সঙ্গেও তো কথা কও তা'ই মনে করে কওনা; প্রণয় না হলে কি আর কথা কইতে নাই ?

অখিল। না আমায় এখন বেরুতে হ'বে।

তরু। না হয় দু'দণ্ড বসেই বেরুলে, একটা ভদ্রলোক যদি দেখা করতে আসতো বসতে না ?

অখিল। যাও যাও এখনই মা এখানে আসবেন।

তরু। মা সবে এই পূজোয় বসেছেন।

অখিল। তুমি যাও যাও, তোমার আজ কি হয়েছে ?

তরু। তোমার সঙ্গে দু'টো কথা কইবার সাধ হয়েছে।

অখিল। খামোকা খামোকা কি কথা কইবো ?

তরু। যা ইচ্ছে, নিদেন দু'টো বকো কি গালাগাল দাও।

অখিল। আমি কি তোমায় গালাগাল দিই ?

তরু। তবে দু'টো মিষ্টি কথা বল; কা'র মুখখানি ভাবছিলে বলনা ?

অখিল। কা'র কা'র কা'র—আবার মুখখানি কা'র—ও একটা বসে বসে মনে পড়লো তা'ই একটা কবিতা লিখছিলেম।

তরু। কি লিখলে পড়না শুনি।

অখিল। ও তুমি কি বুঝবে ?

তরু। তুমি আমায় এতটা মূর্খ ঠাওরাও কেন ?

অখিল। তুমি যদি কবিতা বুঝতে তা'হলে আর ভাবনা কি !

তরু। না বুঝতে পারি বুঝিয়ে দাও, তুমি না শেখালে আমায় কে শেখাবে ?

অখিল। মাষ্টারি করে প্রণয় করা আমার কাজ নয়; তুমি যাও—যাও।

তরু। থাকিনা একটু ; ভয় নাই প্রণয় হ'বেনা।

অখিল। বিশুদ্ধ প্রণয় হ'বেনা তা জানি, কিন্তু সর্ব্বদা কাছে থাকলে কথাবার্ত্তা কইলে একটা মিছিমিছি প্রণয় জন্মে যেতে পারে, তোমাদের বাঙ্গালীর প্রণয়।

তরু। সাহেব! তোমার এ প্রণয়টা কি আমায় বুঝিয়ে দিতে পার?

অখিল। সে তুমি বুঝতে পারবে না, বাঙ্গালায় তা'র ঠিক কথা নাই, ইংরাজিতে বলে "লভ্", তা'তে রোম্যান্স চাই ; তুমি যাও যাও আর জ্বালাতন করোনা আমি বেরুই।

তরু। বেরিও—আমার একটা কথা শুনে যাও! কেন তুমি জ্বালাতন হও বল দেখি? কি একটা মিছে মনে করে আমাকেও কষ্ট দাও আপনিও কষ্ট পাও ; তুমি আমার প্রতি ফিরে চাওনা বটে, কিন্তু আমি তোমার পানে চেয়েই বেঁচে থাকি, একতিলও তোমায় মনছাড়া করিনে ; আমি বেশ বুঝতে পারি তোমার মনে সদাই অসুখ, আমার জন্যই তুমি অসুখী! কেন বল দেখি এ অসুখ ভোগ কর? সুন্দরী না হই আমি একেবারে কুৎসিৎও নই, লেখাপড়া ভালবাস বলে আমি এর তা'র খোসামোদ করে তা'ও একটু আধটু শিখেছি ; মনের দুঃখ মনে মনেই সই তোমার নিন্দা কখনও কারো কাছে করিনা ; তবে কি অপরাধে তুমি আমায় পায়ে ঠেলে রেখেছ? তুমি কি চাও? আমায় কি হ'তে বল? কি করতে বল? তা'ই করছি। আমায় বুঝিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও, শাসিত কর, করে আপনি সুখী হও। তোমার চরিত্র আমি খুব ভাল বলে জানি, যদি তোমার অন্য দোষ থাকতো, যদি বাইরে কোথাও যেতে, তা'হলে হয় তো তোমায় আমি এত

কথা বলতেম না। আমি যথার্থ বলছি আমি নিজের জন্য বলছিনি, তুমি আপনি সুখী হও পায়ে ধরি আমায় মনের মত করে নাও।

অখিল। তুমি বোঝনা বোঝনা, প্রণয় তোমার হ'বার যো নাই, তোমার চেহারায় রোম্যান্স নাই।

তরু। সে কি?

অখিল। সে তুমি বুঝতে পারবে না; সে কি জান, রোম্যান্স—এই যা থেকে রোম্যাণ্টিক্ হয়; সে একটা ভাব আলাদা, অপূর্ব্ব-দৃষ্ট, স্বপ্নময়! প্রাণে ক্রমাগত প্রেম ভাবতে ভাবতে চেহারার এক রকম ভাব ফুটে পড়ে—ও ঠিক বোঝান যায় না, রোম্যান্সের বাঙ্গালা নাই।

নেপথ্যে প্রসন্ন। বৌমা।

অখিল। মা আসছেন মা আসছেন; তুমি সর্ব্বনাশ করলে, তিনি হয় তো মনে করবেন তোমার সঙ্গে আমার প্রণয় হয়েছে, যাও যাও শিগ্গির যাও, এখনও দাঁড়িয়ে রইলে? তবে আমি গোল করি—এই এ সব কি এ? আমার ঘরে যে সে আসবে? আমার বাড়ীতে কি টেঁকতে দেবে না? যা মানা করবো—

তরু। আমি যাচ্ছি চেঁচিওনা তোমার পায়ে পড়ি।

[প্রস্থান।

অখিল। কি গেরো। ভাগ্যে আমার মনে বিশেষ দৃঢ়তা আছে নইলে তো সর্ব্বনাশ হতো! এমনি নরম নরম কথাতেই তো বাঙ্গালীর স্ত্রীরা তা'দের পতির মাথা খায়! আমি জাঁক ক'রে বলতে পারি, আমি তা'ই সামলে গেছি, অন্য পুরুষ হলে আজ নিশ্চয়ই মায়ায় ভুলে যেত। আমায় দেখছি বিশেষ সাবধান

হ'তে হ'বে ; কি জানি মন না মতিভ্রম, পাঁচ দিন ঐ রকম কথা শুনতে শুনতে যদি একটা অপবিত্র মিথ্যা প্রণয় জন্মে যায়।

(প্রসন্নের প্রবেশ)

প্রসন্ন। বৌমা বুঝি ঘরে এসেছিল তুমি বকেছ, তা'ই কাঁদতে কাঁদতে গেল ?

অখিল। আমি কাঁদবার কথা কা'কেও কিছু বলিনি, আমার ঘরে আসতে বরাবরই মানা করে থাকি আজও তা'ই করেছি।

প্রসন্ন। কেন বল দেখি ছুঁড়ীকে অমন হেনস্থা কর ? আর নিতান্ত ছেলেমানুষটী তো নাই, জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, আর কি অমন ধারাটী ভাল দেখায় ?

অখিল। আমি আদরও করতে চাইনা হেনস্থাও করতে চাইনা, আমি কোন সম্পর্কই রাখতে চাইনা।

প্রসন্ন। তোমার সম্পর্ক থাকবে না তবে কি ছুঁড়ী ভেসে যা'বে ?

অখিল। তা আমি কি জানি।

প্রসন্ন। ছি বাবা ও সব বুদ্ধি ছাড়, তুমি এই রকমটা কর পাঁচজনে আমাকেই দোষে, লোকে মনে করে মাগীই বুঝি ব্যাটাকে আট্‌কে রাখে।

অখিল। লোকের সে মূর্খামি ; তুমি কি আমার মনে জোর করে প্রণয় জন্মে দিতে পার, না যথার্থ প্রণয় জন্মালে তা'র বেগ আট্‌কে রাখতে পার !

প্রসন্ন। ঐ এক কি কথা ধরেছ বাছা আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনী।

অখিল। তা পারবে না; সেকালে প্রণয় ছিলনা তা বুঝবে কেমন করে?

প্রসন্ন। সে যা'হোক বাবা, বরণ করে ঘরে তুলেছি ফেলবার তো নয়, ভবিতব্যি যা ছিল হয়েছে, ঐ নিয়েই ঘর করতে হ'বে।

অখিল। ইম্পসিবল্! অসম্ভব!

প্রসন্ন। দেখ আমার কথা ঠেলতে নাই।

অখিল। সে অন্য বিষয়ে, প্রণয় সম্বন্ধে মা বাপের হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নাই।

প্রসন্ন। দেখ আমি আর কদ্দিন, এইবেলা থেকে তোমা-দের সংসার তোমরা বুঝে নাও, নইলে আমি ম'লে কি হ'বে!

অখিল। য়া হ'বার হ'বে তা আমার কি! আমার আবার সংসার কিসের? কা'র জন্য সংসার? আমি তো গিয়েছি, আমার যে সিভিল্ ডেথ্, (Civil death) দেওয়ানি মৃত্যু হইয়াছে; তোমরা আমার হৃদয়ে আগুণ জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছ; এ পৃথিবী তো আমার পক্ষে এখন অরণ্য! যে দিন আমার প্রণয় মূলে কুঠারাঘাত করেছ, এই পৈশাচিক বিবাহ দিয়েছ, সেই দিনেই তো আমার হৃদয়ের সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছ! সংসার উচ্ছন্ন যা'ক জ্বলে যা'ক ভেসে যা'ক!

প্রসন্ন। এমন কথা কখনও শুনিনি বাপু! চিরকালই তো বাপমায়ে দেখে শুনে ছেলের বে দেয় বৌ আনে, ছেলে বৌয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে; এ আবার কি! হ্যাঁ কালো কুৎসিৎ হতো, খাঁদা বোঁচা হতো, কি দুষ্টু হেঁজোলদাগা হতো, তা'হলেও বা বুঝতেম। প্রথম প্রথম মনে করতেম যা'ক ছেলেমানুষি

করছে করুক, বয়েস হলে বুদ্ধি পাক্‌লে সব শুধরে যা'বে। ছুঁড়ী নাকি বড় লক্ষ্মী, মুখে কথাটী নাই তা'ই সব মানিয়ে যাচ্ছে, অন্য মেয়ে হলে এতদিন একটা ঢলাঢলি হতো।

অখিল। কর বসে গজর্ গজর্, আমি চল্লেম; আমার প্রণয়ের মাথায় বজ্রাঘাত করেছেন, সর্ব্বনাশ করেছেন, আরও আমায় বক্‌বেন। বাড়ীতে তো আমার শান্তি নাই! দেখি অন্য কোথাও পাই কি না।

[প্রস্থান।

প্রসন্ন। দূর হো'কগে,—পেটের ছেলে পর হলো!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাটী।

মৃত্যুঞ্জয় ও বেণী।

মৃত্যু। পরামর্শ মন্দ নয় পরামর্শ মন্দ নয়; হাজার খাবার পরবার সংস্থান থাক, যে বয়েসে যা, তা করা উচিত। যুবা বয়েসে পরিশ্রম না করলে, একটা কাজকর্ম্ম নিয়ে না থাকলে মনের ঠিক থাকেনা, আর চরিত্র দোষ ঘটবারও সম্ভাবনা—তা তুমি এ চিকিৎসা করতে এর মধ্যে কবে শিখলে?

বেণী। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ওপরে আমার বরাবরই সখ, একটু আধটু পড়া ছিল; তার পর আপাততঃ বইগুলো এক বার ভাল করে দেখে শুনে নিচ্ছি; আর এই ডিস্পেন্‌সরিটে খুল্লেই বেশী করে কতকগুলো বই আনাব। এর একবারে

সব মুখস্থ করে রাখতে হয় না, বই দেখে দেখে চিকিৎসা চলতে পারে।

মৃত্যু। দেখো ভায়া খুব সাবধান, চিকিৎসা বড় শক্ত কাজ জীবন মৃত্যু নিয়ে কথা।

বেণী। আজ্ঞে তা কি আমার ভয় নাই।

মৃত্যু। তা দেখো খুব বুঝে সুঝে হুঁশিয়ার হয়ে চলো, অখিলকে সর্ব্বদা কাছে রেখো, হাতে নাতে সব করতে দিও, কাজ কর্ম্ম করতে করতে ছেলেমানষি বুদ্ধিগুলো সব সেরে যেতে পারে; তা'হলেই সংসারের দিকে টান হ'বে। নিজের সন্তানাদি হলোনা ওরাই আমার সব; শান্তর উপায় নাই, তবু অখিল যদি ঘরবাসী হয় ওর ছেলে পিলে হয় দেখে যেতে পারি।

বেণী। দাদাম'শয় শান্তর যে উপায় নাই, সে কেবল আমাদের নিজের দোষে বই তো নয়; এই বালিকাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করান কি মানুষের কাজ?

মৃত্যু। যা বলছো মিছে নয়; শান্তকে দেখলে আমারও এক একবার মনে হয় বটে যে বালিকার চির-বৈধব্য কিছু নয়; তবে শাস্ত্রকারেরা আমাদের চেয়ে অনেক জ্ঞানী ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই একটা কিছু ভাল ভেবে এই নিয়ম করে গেছেন, কাজেই আমাদের তা মানতে হচ্ছে।

বেণী। কেন শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধি আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাতো প্রমাণ করে দিয়েছেন।

মৃত্যু। কি জান ভায়া—নানা মুনির নানা মত; কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তর্ক করবার সাধ্য আমাদের নাই, তবে যে মতে বরাবর দেশাচার চলে আসছে সেই অনুযায়ী চলা ভাল।

আরও এক কথা কি জান, ছোট ছোট মেয়েগুলোর কপাল ভাঙ্গলে দেখে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই ঘোর কলিতে সবলেই ভোগ বিলাস স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, মুনি ঋষি নাই, ব্রহ্মচারী নাই, দেবতা নিদ্রাগত; সংসারে ব্রহ্মচারী এখন আমাদের বিধবারাই আছে, এদের মুখপানে চাইলে বোঝা যায় যে হিন্দুধর্ম্ম এখনও লোপ পায় নাই; হিন্দুর ঘরে বিধবাই জাগ্রত দেবতা!

(জনৈক ভিখারীর প্রবেশ)

ভিখারী। জয় হোক কর্ত্তাবাবু! একাদশীর দিন ব্রাহ্মণকে একটা পয়সা হুকুম হোক।

বেণী। তোমার এমন জোয়ান শরীর ভিক্ষা করতে লজ্জা করে না?

ভিখারী। কি করবো বাবা, উপায় থাকলে কি আর কারুর দ্বারস্থ হই।

বেণী। খেটে রোজগার করতে হয়, একটা কাজকর্ম্ম করতে পারনা?

ভিখারী। পাড়াগাঁয়ে ঘর, ছেলেবেলায় বাপ মরে গিয়েছিল, লেখাপড়া শেখা হয়নি, জজ্‌মানপত্রও তেমন নাই, বুড়ো মা আছেন, ভিক্ষা না করলে আর চলে কৈ?

মৃত্যু। যা'ক যা'ক, কিছু পিত্তেশ করে এসেছে—

বেণী। না না আপনি বুঝছেন না, এসব লোককে ভিক্ষা দিলে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এতে পাপ হয়।

মৃত্যু। শুনছো ঠাকুর—বেণী ভায়া ঠিক বলছে; এখনকার মতই এই, ভিক্ষা দিলে পাপ হয়; তবে কি করি নিষ্পাপ দেহ নয়, সংসারে এসে অনেক মহাপাতক করেছি, না হয় আরও

একটা করি। দেখি তোমার বরাতে কি আছে—কৈ ঠাকুর পয়সা চাইলে তাতো সঙ্গে নাই, কে আর এখন বাক্স আনায়, এই সিকিটেই নাও, যা তোমার বরাতে ছিল।

ভিখারী। রাজ-রাজেশ্বর হ'ন—মনের আনন্দে থাকুন!

মৃত্যু। এই ঠাকুর গোল আরম্ভ করলে, ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করতে হয় মনে মনে কর; এস এখন গোলমাল করোনা; প্রণাম।

ভিখারী। বাবু সবাই এমন হলে কি আজ ব্রাহ্মণের এমন দুর্দ্দশা হয়।

[প্রস্থান।

বেণী। দাদাম'শয়ের হাত বড় দরাজ; শাদা মানুষ, বোঝেন না তো ও সব ভিখিরী সেজে আসে।

মৃত্যু। অ এলেই বা, ভিখারী সেজেছে বইতো নয়, হাত তুলে দেবে তবে পাবে; জমীদার সেজে সেলামী লুটতেও আসে না, জামাই সেজে দুধের বাটী মারতেও আসে না; ভিখারীর চেয়ে আর অমানী কে? তা'ও স্বীকার পেয়ে যদি তোমার কাছে হাত পাতে—যথাসাধ্য দিলেই বা।

বেণী। আপনারা ও আলাদা ভাবে দেখেন; তা আমি এখন আসি।

মৃত্যু। চল্লে,—তবে খাতাপত্রগুলো কি রকম রাখতে হয় আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেও—আমি খুব সহজ উপায় বলে দিব।

বেণী। যে আজ্ঞা; ইস্! দাদাম'শয়ের চুল যে ক্রমে ধপ্‌-ধপে শাদা হয়ে উঠলো!

মৃত্যু। তোমার কনেদিদির হুকুম, আর কলপ দেওয়া হয়

নাই, বলেন—কেন এ দেখতে মন্দ কি? ভগবানের ওপরে কারিকুরি করা ভাল দেখায় না;—ভাল, তাঁ'র ভাল লাগলেই ভাল।

বেণী। তা বটেই তো; তবে আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

মৃত্যু। যাই ভাড়ার চিঠি ক'খানা মোহর করে দিয়ে একটু নিদ্রা দিইগে—কালী কৈবল্যদায়িনী!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পারুলের বাটী।

পারুল, অখিল ও হীরালাল।

পারুল। "নীরস আমার প্রাণ, অমৃত কে দিল দান
সুখে ভরা কা'র তরে হইয়া আকুল,
কি ফুল সে বল যা'র নাহি হয় মূল—
পারুল পারুল!"

মেয়েমানুষ পেয়ে বেশ ঠাট্টা করেছেন যা'হোক।

অখিল। আপনার ঠাট্টা বোধ হচ্ছে কিসে?

পারুল। কবিতা অতি সুন্দর হয়েছে; তা বলে কি আপনি মনে করেন যা লিখেছেন সত্যি বলে আমি মনে করবো? চাঁদ আমায় দেখতে চায়, আমি গোলাপের চেয়েও সুন্দর!

অখিল। আমি পরের চখে দেখিনে।

পারুল। ভাগীরথী আমার নাম গায়।

অখিল। কাল সন্ধ্যার সময় যখন গঙ্গাতীরে একলা বসে ভাবছিলেম তখন যেন আমার তা'ই বোধ হচ্ছিল।

পারুল। আমি কা'র নীরস প্রাণে অমৃত দান করেছি?

অখিল। তা আবার জিজ্ঞাসা করছেন! আমায় বিশ্বাস করুন, আমার অন্য দোষ যা থাক আমি ভণ্ড নই; রচনা-প্রণালী, কল্পনা-শক্তি দেখাবার জন্য আমি লিখিনি, লেখবার সময় কাগজ কলমের দিকে আমার মন ছিলনা, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আপনি বেরিয়ে গেছে!

পারুল। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পাগল মনে করেছেন।

হীরা। আমি মাঝে থেকে একটা কথা বলি; আর কেন? "আপনি" "মশাই" গুলো ছেড়ে দিন; যেন গুরুর বাড়ী আসা গেছে আসা গেছে বলে বোধ হয়।

পারুল। ছি হীরুদা'! অখিল বাবুর মতন বিদ্বান্ লোককে আমার কি "তুমি" বলা ভাল দেখায়?

অখিল। যদি আপনার বলে ভাবেন তা'হলে বলতে পারেন।

পারুল। আপনি আমায় "আপনি" বলছেন, তবে কি আপনি আমাকে আপনার ভাবেন না?

অখিল। আচ্ছা আমি বলছি, পারুল, তুমি আমায় তুমি বলো।

পারুল। আপনি কি—না—না, তুমি কি মনে কর আমি যথার্থই বিশ্বাস করবো যে একবার দেখে আমার উপর তোমার ভালবাসা হয়েছে?

অখিল। আপনি তো—

পারুল। আবার?

অখিল। অভ্যাস; তুমি তো এত পড়াশুনো করেছ, তোমায় কি বলে দিতে হ'বে যে প্রকৃত প্রণয় প্রথম দর্শনেই হয়;—জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে সেই মন্দিরে চকিত মাত্র দেখেছিল, জুলিয়েট্‌কে রোমিওর হ'বার দেখবার অপেক্ষা করতে হয়নি।

হীরা। আমিও কান্তকে সেই নিমতলারঘাটে মাথা পুঁছতে দেখেই পেছু নিয়েছিলেম, তা'র পর একাদিক্রমে চার বৎসর,—ও যখন হ'বার হয় তখন একবার দেখাতেই হয়।

অখিল। তবে পারুল আমার জন্য তোমার মনে কি কিছু হয় নাই?

পারুল। স্ত্রীলোককে কেন লজ্জা দেন—দাও।

অখিল। বল বল আমার প্রাণ রাখ বল।

পারুল। মূর্খ স্ত্রীলোক প্রণয়ের কি জানি বল? আর বেশ্যার হৃদয়ে কি প্রণয় হয়?

অখিল। তুমি মূর্খ? তুমি প্রণয়ের কিছু জাননা! তুমি বেশ্যা? না পারুল আমি তোমায় বেশ্যা বলে দেখিনা! আমি কখনও বেশ্যালয়ে যাইনা, আমি যথার্থ বলছি আমার মনে কুভাব নাই; আমি তোমার মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দেখছি, ঐ নয়ন-যুগল পবিত্র প্রণয়-সলিলে চলচল দেখছি, ঐ নিবিড় কেশরাশিতে প্রেমের হিল্লোল! আমার চক্ষে তুমি নারী নও দেবী! আমার বিলাস লালসা নাই, আমি তোমার পূজা করতে চাই, হৃদয়ের হৃদয়ের ভিতর রেখে আরাধনা করতে চাই! সংসার য়া হ'বার হোক, প্রকৃতি যে সাজে সাজে সাজুক, আমার কিছুতেই কাজ নাই! বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হোক, অন্তরের অন্তরে

তোমার প্রণয়ে নিমগ্ন থাকি! বল পারুল বল, আমায় তুমি ভালবাসতে পার কি না বল?

হীরা। আর কেন দিদি, তোমার সেই ছড়াটা দেখিয়ে ফেলনা;—"কোকিল কুহু কুহু অখিল উহু উহু।"

পারুল। যাও—তুমি বুঝি বলে দেছ? তোমায় আর কিছু বলবো না।

অখিল। তবে পারুল তুমি আমায় ভালবাস; নগেন্দ্র, হেমচন্দ্র, ললিত, বিজয়, আইভ্যান্‌হো, রোমিও, আমার কাছে আজ তোমরা সকলেই পরাজিত! কোন্ নায়ক আজ আমা অপেক্ষা সুখী?

পারুল। তোমার গলার বোতামটা খুলে গেছে এস আমি দিয়ে দিই।

অখিল। পারুল—পারুল! কি কোমল হাত! কি সৌরভ! আমার শরীর কেমন করছে!

হীরা। অখিলবাবু, সৈরব টৈরব কি দেখছো, একবার দিদির গানটা শোনো; দিদি একটা গাও তো।

পারুল। আমি কি গেয়ে অখিল বাবুকে খুসি করতে পারব?

অখিল। না না গাও গাও, সঙ্গীত প্রণয়ের অলঙ্কার।

পারুল।— (গীত)

এখনো এখনো কেন তা'রে মনে হয়।
দেখি বা না দেখি চখে প্রাণে আঁকা রয়॥
নাম যদি শুনে কাণ, চমকে শিহরে প্রাণ,
বিষাদ ছরিষে মিশি বিহ্বল হৃদয়॥

পশি প্রাণে ধীরে ধীরে, ভাসায়ে সোহাগ নীরে,
কখনও মনের সনে কত কথা কয়॥

নেপথ্যে বামা। ও পারুল—পারুল, একবার ওপরে এসে দুধটুকু খেয়ে যা'না মা।

পারুল। আঃ, ভাল জ্বালাতন! একটু তোমার কাছে এসে বসলেম, না অমনি ডাকাডাকি করতে আরম্ভ করেছে; আমার ক্ষিদে নাই আমি এখন খাবনা।

(বামার প্রবেশ)

বামা। এস মা—খেয়ে যাও না; আবার জুড়িয়ে যাবে; বেশী নাই, আড়াই সের চড়িয়েছিলেম সব মরে গিয়ে আধ সের আছে।

পারুল। (শিশুর ভাবে) আমি বুঝি দুধ খেতে পারি, আমার গা কেমন কেমন করে না?

বামা। পারবে এখন, তুমি যেমন ভালবাস—সরটর ছেঁকে রেখেছি।

অখিল। আহা বালিকার কি সরলতা!

হীরা। যাওনা ঢুক করে এক চুমুক দিয়ে এস না, দুধ না খেলে গায়ে গত্তি লাগবে কেন।

বামা। না এলে সেদিনকার মত কোলে করে তুলে নে যা'ব।

পারুল। কই নেযাও দেখি, এই আমি বাবুকে ধরে বসে রইলেম।

বামা। বাবা তুমি বল তো বাবা, তুমি বল্লে খাবে এখন।

অখিল। তা যাওনা একটু খেয়ে এস না।

পারুল। তোমার পায়ে পড়ি আমি এখন পারবো না, এই বিকেলবেলা একরাশ পেস্তা বাদাম খাইয়েছে; তা'র উপর জোর করে আবার দু'খানা ক্ষীরের কচুরি দিলে।

বামা। তা বাবা তুমি তো সব বোঝ, বল দেখি বাঁচবে কেমন করে? ভাতে হাত দেবে না, পাতে মাছ দিলে একটু ডিম ভেঙ্গে খাবে আর সব বেরালকে দেবে।

অখিল। যাও আমার অনুরোধে একটু খেয়ে এস।

পারুল। তুমিও বুঝি মা'র দিকে হলে, আমি কিন্তু সব খাব না।

বামা। এস মা এস, যা পার খেয়ে যাও; দেখ বাবা খায়না খায়না; মাখন জ্বাল দিয়ে ঘি করে লুচি ভেজে দিই, তা রাত্তিরে দু'খানি—বড় জোর তিনখানি, তাও সেই কবে তুমি এসেছিলে? পরশু বুঝি? সে দিন থেকে তাও ছোঁয় না; তা যদি একটু দুধ কি মেওয়া-টেওয়া না খাবে তো শরীর থাকবে কিসে?

[বামা ও পারুলের প্রস্থান।

অখিল। হীরেলাল! এ কথা তো তুমি আমায় বলনি; পরশু দিন থেকে রাত্তিরে খায়না!

হীরা। দোহাই ধর্ম্ম আমি এটা বাবু জানতেম না।

অখিল। আমিও যে পরশু থেকে খাইনি, দিনে একবার লোক দেখান বসি মাত্র।

হীরা। তা হয়, মাসের মধ্যে আট দিন স্যাস্তরও খাওয়া হ'ত না, আমারও খাওয়া হ'ত না; পিরীত করলেই কষ্ট পেতে হয়, সব সময় তো আর সচ্ছল থাকেনা।

অখিল। পারুলের মাও তো বেশ ভদ্রলোক দেখলেম।

হীরা। সব ভাল তবে একটু পয়সার দিকে নজর।

অখিল। তা কি করবে সে তো মেয়ের জন্যই করে, ওর নিজের তো দেখলেম বেশ গেরস্তর মতন চাল।

(পারুলের পুনঃ প্রবেশ)

পারুল। এই জ্বালালে আবার হীরুদা' খুড়ো ব্যাটা দেখছি আবার কোথেকে মদ খেয়ে এসেছে।

অখিল। কে! কে! এখানে আসবে নাকি? আমি তবে একটু লুকিয়ে থাকি কোথায় যা'ব, ওঘরে যা'ব নাকি?

পারুল। কেন অখিলবাবু আমার ঘরে এসেছ কেউ দেখলে তোমার অপমান হ'বে নাকি?

অখিল। না না তা নয়, আমার তো কুভাব নাই, তবে কি জান আমি কখনও কোথাও যাইনা; ঐ যে জুতোর শব্দ হচ্ছে ওপরেই আসছে, আমি ওঘরে যাই, চেনা লোক না হয় তো বেরিয়ে আসবো এখন।

(গৃহান্তরে প্রবেশ)

হীরা। খুড়ো ব্যাটা শাদা লোক কোন ভয় নাই।

(বিহারীর প্রবেশ)

বিহারী। কি পারুল আমায় দেখে পালিয়ে এলে কেন? এই যে হীরু খুড়ো আর কে?

হীরা। আর কেউ নাই বসো।

বিহারী। তবে এ দু' যোড়া জুতো কা'র? কে আছ বাবা বেরিয়ে এসনা; কে পারুল, বল তো বাবা কে? কোন পুরণো লোক না নূতন আমদানী? আমার জন্য লজ্জা কি বাবা আমি মাতাল, ঢুলি নয় তো বাবা যে ট্যাট্‌রা দেব।

হীরা। বসো বসো চুপ করে বসো ঠাণ্ডা হও।

বিহারী। ঠাণ্ডা হই কিসে? তুমি তো দেখছি তালেবর হ'য়ে বসে আছ; মা লক্ষ্মী কিছু আছে?

পারুল। না, কোথায় কি পা'ব।

বিহারী। তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ঝাড়লে ঝুড়লে একটু বেরুবেই; দেখি ওঘরে বোতোলগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে একটু খোঁয়ারির মত হ'বেনা কি?

হীরা। না না ওঘরে যেওনা।

বিহারী। কেন যা'বনা? আমার মেয়ের বাড়ী আমায় কে মানা করে।

(গৃহান্তরে প্রবেশ)

হীরা। মুস্কিল হলো, আমার বোধ হয় দেখলেই চিনতে পারবে; বিহারী খুড়ো বোধ হচ্ছে যেন অখিলবাবুর সঙ্গে এক-সঙ্গে এন্‌ট্রেন্স দেয়।

(অখিল ও বিহারীর পুনঃ প্রবেশ)

বিহারী। আরে অখিলবাবু! এদ্দিনের পর দেখা—তুমি এসা তরিবৎ পেয়েছ, আমার পারুলের সঙ্গে জুটেছ? বিশ্বনিন্দুক শালারা বলে অখিল মুখচোরা বইএর পোকা; এস এস লজ্জা কি! অ্যাদ্দিন ক্লাস ফ্রেণ্ড (Class friend) ভাই ছিলে আজ জামাই হলে।

অখিল। বিহারীবাবু তা মনে কোরোনা, আমার মনে কুভাব নাই।

বিহারী। তাকি জানিনা, স্কুল থেকেই জানি তোমার

পবিত্র প্রণয়—তা এখানে কদ্দিন? পবিত্র প্রণয় আউটে নেছ না সবে বলক্ উঠছে?

পারুল। খুড়ো বসো বসো, বাবুর হাত ছেড়ে দাও; এস অখিলবাবু তুমি এই সোফায় বসো।

বিহারী। তা অখিলবাবু স্থধু প্রণয় না একটু ঢুক্ ঢুক্‌ও হয়?

হীরা। ছি বিহারী খুড়ো! তুমি বড় গোলমাল আরম্ভ করলে; অখিলবাবু এখানে কি করতে এসেছেন তুমি জাননা।

বিহারী। কেন জানবো না? মনসা পূজো দিতে। মেয়েমানুষের বাড়ী লোকে কি আর পিতৃশ্রাদ্ধ করতে আসে?

অখিল। বিহারীবাবু তুমি বুঝতে পাচ্ছনা, আমার কোন কুভাব নাই; পারুলকে আমি পবিত্র ভাবে ভগ্নী ভাবে দেখি।

বিহারী। তা তো দেখবেই, সভ্য হলেই আজ কাল তা দেখে; "ভগ্নী শব্দে দুই অর্থ অভিধানে দেখ ধনী;" তা যা হোক এখন একটু খাওয়াবে টাওয়াবে?

হীরা। (জনান্তিকে) অখিলবাবু গোটা দুই টাকা দিন আমি একে মদের লোভ দেখিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাই।

অখিল। তা'ই যাও টাকা নাও।

হীরা। গোটা কুড়িক টাকা এখানে ঝেড়ে বাবেন, মা বেটী খুব খুসী থাকবে। এস বিহারী খুড়ো এই টাকা আছে চল একবার নোড়তলার দিকে যাওয়া যা'ক।

বিহারী। অল্ রাইট্! অখিল খুড়ো থ্রি চিয়ার্স ফর্ ইয়োর পবিত্র প্রণয়! মা লক্ষ্মী আমার কাছ থেকে দূরে থেকো, জামাই বাবুকে আদরে রেখো।

[বিহারী ও হীরালালের প্রস্থান।

অখিল। কি হাঙ্গাম—আমায় বড় ভয় করছে!

পারুল। তা'ই তো বুক দুড়্ দুড়্ করছে যে! মাথায় একটু ল্যাভেণ্ডার দিই।

অখিল। আমি এখন যাই।

পারুল। সেকি!

অখিল। না প্রণয় স্রোতে আজ এই বাধা, এ ক্লেশ আমায় ভোগ করতে হ'বেই হ'বে।

পারুল। সত্যই যা'বে?

অখিল। কিছু মনে কোরোনা আজ বিদায় দাও—এই কাগজটুকু তোমার মা'কে দিও।

পারুল। কাল কখন আসবে?

অখিল। কাল আসতে হ'বে?

পারুল। তুমি আসবে না! তবে ছুরি এনে দিই আমার বুকে বসিয়ে দাও! তুমি আমার কি করেছ বুঝতে পাচ্ছনা?

অখিল। পারুল! পারুল! আমি কি শুনছি! সত্য তুমি আমায় ভালবাস?

পারুল। নাথ!

অখিল। প্রণয়িনি—প্রিয়তমে!

পারুল। কাল দুপুর বেলা যদি একলা না এস তা'হলে জানবে যে পারুল মরেছে।

অখিল। ছিছি ছিছি! আমি ঠিক আসবো; প্রাণ এইখানে রইলো। [প্রস্থান।

পারুল। না এই বয়েসের মধ্যে কত রকমই দেখলেম; আবার এই এক রকম, দিন কতক এই রঙ্গই করি।

(বামার প্রবেশ)

বামা। হ্যাঁলা নক্‌ড়ি কি রকম বুঝলি? খালি ফক্কুড়ি না শাঁসে কিছু আছে?

পারুল। কেন গোকুলদত্তকে কি তুমি চিনতে না? বেশ রেখে গেছে; আবার হীরুদাদার মুখে শুনেছি বোনটা বিধবা হ'য়ে শ্বশুরের বিষয়ের বখ্‌রা নিয়ে বাপের বাড়ী এসেই রয়েছে, ওদেরই হাতে সব।

বামা। ভাল হলেই ভাল বাছা।

পারুল। এই নাও একখানা কুড়িটাকার নোট দিয়ে গেল। ওর ধরণ আলাদা আমি বুঝিছি, গোড়ায় বড় টাকার চাপাচাপি কোরোনা, আমি ওর জন্য কাঁদি টাঁদি এই কথা শুনিও, তারপর আমার ভার আমার ওপর।

বামা। তা বাছা জানি, তুমি এতদিন দেখলে শুনলে, সেয়ানা হয়েছ, যে সে ছুঁড়ীর মত ভালবেসে ব'য়ে যা'বার নও।

পারুল। তা'কি আর বুঝতে পারিনি মা, তের বচ্ছর বয়েস থেকেই তোমার ভিক্ষেয় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

বামা। হ্যাঁলা নক্‌ড়ি, হীরে ব্যাটা কি বলছিল? ওকে কিছু দিতে হ'বে নাকি?

পারুল। কিছু হ'বে, কথা দিয়েছি, পাঁচটা দেখে শুনে আনে বেইমানি করা ভাল নয়; শীতের সময় একজোড়া শাল দেব বলেছি, টাকা পঁচিশেক হলেই হ'বে।

বামা। পঁচিশ পঁচিশ টাকা! ছ' গণ্ডা এক টাকা!

পারুল। তা আর কি করবো বল মা; তা সে যাগ্‌গে বড় ক্ষিদে পেয়েছে সেই কখন দু'টী পান্তা খেয়েছি।

বামা। ও পোড়া দশা! তোর মঙ্গলা মাসী ক'টা বেগুনি দিয়ে গিয়েছিল, এই আঁচলে বাঁধা আছে ভুলে গিয়েছি—খা খা।

পারুল। বাঃ বাঃ বেশ মচ্ মচ্ করছে! পরশুকার বাসি দাল চচ্চড়ি আছে একটু দিবি চ' তা'ই দিয়ে খাইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সহচরীর বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা।

ভিখারী।

(গীত)

(তোর) যদি মাতাল হ'তে হয় বাসনা।
(মনরে) তারা-নাম-সুরা প্রাণপূরে পান করনা॥
ভোলার চোলাই করা মাল গলায় ঢেলে পাগল হ'না।
এমন মজা মেশা খাসা নেশা হুইস্কিতে তোর হ'বেনা॥
আবগারি ত্রিপুরারি লাইসেনি তা'র নাইকো মানা।
কালী-নাম পান করিলে স্যাম্পেন সেরিতে মন সরেনা॥
ভক্তিতে খাঁক্তি হলে নামের চাট্ তো আর পা'বনা।
আশার ভাসান হ'বে নেশায় ভুলে যা'বি সব কামনা॥

(হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। ভাল আপদ! এ ব্যাটা কি আজ এখান থেকে নড়বেনা! দ্ব'শো দাতাকর্ণ প্রায় এখানে ঘুরছে! ভিক্ষা করবার

আর জায়গা পেলেনা। বেড়ে নিরিবিলি আছে দেখে এলেম, কোত্থেকে এক শত্রু জুটলো দেখনা—বলি ও ঠাকুর!

ভিখারী। (গীত) "তোর যদি মাতাল হ'তে হয় বাসনা"।

হারাণ। বলি একটু থামনা, যে বাজখাঁই আওয়াজ বা'র করেছ প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে আর কি!

ভিখারী। ভিখিরী মানুষ বাবা আমরা এর চেয়ে ভাল গান কোথায় পা'ব?

হারাণ। তা চৌমাথায় যাওনা, এখানে তোমাকে আর কে ভিক্ষে দেবার জন্য বসে আছে।

ভিখারী। এই যে বাবা তুমি আছ।

হারাণ। আমি আছি বুঝি এইটে তুমি ঠাওরালে? আমি থেকেও নাই।

ভিখারী। সে কি বাবা তুমি রাজা লোক।

হারাণ। এইবার ঠিক ঠাউরেছ, দেখছো না সঙ্গে চোপ্‌দার, বরকন্দাজ, আশাশোঁটা, ঐরাবতে চড়ে বসে আছি——

ভিখারী। আমাদের গরিবের পক্ষে তোমরাই রাজা বাবা।

হারাণ। তুমি ভারি ভুল বুঝেছ আমায় চিনতে পারনি, আমারও তোমারই হাল, তবে তোমায় পাঁচ দোর সাধতে হয়, আমার নয় বোনায়ের বাড়ী আট্‌কে বাঁধা।

ভিখারী। দাওনা বাবা, একাদশীর দিন ব্রাহ্মণকে কিছু খেতে দাওনা বাবা।

হারাণ। একাদশীর দিন ব্রাহ্মণকে খেতে দিয়ে তা'র ধর্ম্মনষ্ট করবো! এমন মহাপাতক আমা হ'তে হ'বেনা; এক কর্ম্ম কর, ঐ গলির মোড়ে মল্লিকদের বাড়ী যাও, কর্ত্তা খুব কালীভক্ত,

এখন বাইরে বসে আছেন, ছুটো কালী নাম শোনাওগে কিছু পাবে এখন।

ভিখারী। সত্যি বলছো বাবা ?

হারাণ। তুমি তো আমার পাওনাদার নও যে তোমার সঙ্গে মিছে কথা কইতেই হ'বে।

ভিখারী। আচ্ছা বাবা আচ্ছা বাবা, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

[প্রস্থান।

হারাণ। আচ্ছা ঠাকুর হালফিল একটা মনোবাঞ্ছা আছে, দেখছি তোমার আশীর্ব্বাদের জোর। দিই দোরে ধাক্কা, ডেকে তো ফেলা যাক, মুখ চাপতে গেলে যে বুক যায়, কপাল ঠুকে বলে ফেলা যা'ক, কুলের কুলবধূ তো আর নয়—গয়লা বৌ—গয়লা বৌ, ও সহচরি !

নেপথ্যে সহচরী। কে ডাকে গা ?

হারাণ। আ—আ—আ—আমি।

নেপথ্যে সহচরী। আমি কে ?

হারাণ। দোর খোলনা চিনতে পারবে এখন।

নেপথ্যে সহচরী। কে বল নইলে আমি দোর খুলবো না।

হারাণ। আমি একজন খদ্দের।

নেপথ্যে সহচরী। কোথাকার খদ্দের ? যাও এখন দোর খোলবার যো নাই।

হারাণ। আরে পায়ে পড়ি শিগ্‌গির খোলো, এখনই কোত্থেকে কে এসে পড়বে ; ও সহচরি !

নেপথ্যে সহচরী। তোমার নাম কি ?

হারাণ। আমার নাম—আমার নাম—সহচর।

নেপথ্যে সহচরী। আমার সঙ্গে ন্যাকরা করতে এসেছ দাঁড়া তো।

(সহচরীর প্রবেশ)

কেরে মুখপোড়া মিন্‌ষে ?

হারাণ। গয়—গয়—গয়লা বৌ,—সহচরি,—আমি—আমি হারাণ।

সহ। হারাণ বাবু! কেনগা তুমি আমার সঙ্গে লাগতে এসেছ ? যাই দেখি মল্লিক মশ'য়ের কাছে ; বড় মানুষের শালা আছ তুমিই আছ, তা বলে আমার সঙ্গে লাগবে কেন ?

হারাণ। রাগ করছো কেন ? আমি তো তোমার সঙ্গে লাগিনি।

সহ। আপনি তো ডাক পাড়াপাড়ি করছো কেন ?

হারাণ। কি জান সহচরি আর কিছু না—এই—এই—আমার বড় বাতিক বৃদ্ধি হয়েছে, তা'ই একটু চো—চো—চোনা চাইতে এসেছি।

সহ। আমায় ন্যাকা পেলে নাকি ? সহচরী গয়লানী তোমার মতন সাতটা বাবুকে হাটে বেচে আসতে পারে। দেড় প্রহর রাত্তিরে ওঁর চোনার দরকার হয়েছে! আমি কিছু বুঝতে পারিনে বটে ?

হারাণ। কি বুঝতে পেরেছ ?

সহ। আমি যা বুঝতে পেরে থাকি—যাও, আমায় সেই চরিত্রের লোক পেলে কি না!

হারাণ। প্রাণ যায় সহচরি প্রাণ যায়! তুমি আমায় মেরে ফেল নইলে আমি মাথা খুঁড়বো!

সহ। আবার আমার জন্য প্রাণ গেল কেন? মুখুয্যেদের ঝী বিধি গেল কোথা?

হারাণ। আরে রাম রাম সে বেটীর নাম করোনা! কাল-পেঁচি বেটী, শুঁট্‌কি—বয়েসের গাছ পাথর নাই!

সহ। দিন কতক যে তা'র জন্য খুব খেপেছিলে?

হারাণ। গেরোর ফের গেরোর ফের! একটা ফাঁড়া ছিল কেটে গেছে।

সহ। তা আর ফাঁড়ায় কাজ নাই এখন বাড়ী যাও।

হারাণ। তোমার পায়ে পড়ি সহচরি আমার প্রতি নির্দ্দয় হয়োনা, তোমাদের গয়লাবংশ দাতাবংশ আমাকে দয়া কর, তুমি বই আমার আর তিন কুলে কেউ নাই!

সহ। যাবে তো যাও নইলে মাথায় গোবোর-গোলা ঢেলে দেব।

হারাণ। তা দাও তা দাও আমায় শুদ্ধ করে নাও, আমার প্রাশ্চিত্তির হ'য়ে যা'ক।

সহ। আজ এখন যাও এর পরে যা হয় দেখা যা'বে।

[প্রস্থান।

হারাণ। দোর দিলে কেন? ও সহচরি ও সহচরি! আমি ম'লে তোমার কিন্তু পাপ হ'বে! এই কি তোমার গয়লার ধর্ম্ম? ও সহচরি! আর একবার দরজা খুলে একটী কথা ক'য়ে যাও, নিদেন দুটো গাল দিয়ে যাও, তবু ভরসা পাই সহচরি!

(বেণীর প্রবেশ)

বেণী। কেও হারাণবাবু না? এখানে কি হচ্ছে?

হারাণ। কে?

বেণী। আমায় চিনতে পাচ্চনা?

হারাণ। কে বেণীবাবু—আপনি কোত্থেকে?

বেণী। আমি রুগী দেখে আসছি; তুমি কি করছিলে এখানে?

হারাণ। তা'ই তো ভুলে যাচ্ছি, কি করছিলেম বলুন দেখি?

বেণী। এ সহচরী গোয়ালিনীর ঘর না? ওর কপাটে ঘা দিচ্ছিলে কেন?

হারাণ। সহচরীর ঘর! আমি মনে করছিলেম ভট্টচায্যির টোল, কাল দোয়াদশী কতক্ষণ থাকবে তা'ই জিজ্ঞেস করবো মনে করে এসেছিলেম।

বেণী। বটে! নাম ধরে সহচরী বলে ডাকছিলে।

হারাণ। বেণীবাবু শুনে ফেলেছ, একথা কা'রেও বোলো না দাদা!

বেণী। কি, আবার সহচরীর জন্য খেপেছ না কি?

হারাণ। ভয়ঙ্কর!

বেণী। মতি নাপতিনী গিয়েছে নাকি?

হারাণ। সে অনেক দিন; তা'র পর পাঁচি ধোপানী দিন-কতক পাগল কল্লে, সে বেটী গেল তো বিধি ঝী; এখন সহচরীর পালা, বেটী আমল দিচ্ছে না!

বেণী। তোমার যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মন বদলায় দেখছি।

হারাণ। কে জানে বেণীবাবু ঐটে আমার রোগ; সহচরী বেটী তো-আপনাকে খুব মানে, যদি একটু ইসেরা ইঙ্গিতে বলে দেন।

বেণী। আরে দূর খ্যাপা, বেটীর ঐ চেহারা!

হারাণ। তা ঠিক, বেটীর পানে আমি ফিরেও চাইতেম না; পরশু দুপুর বেলা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে উঠলো, সেই অবধি আর স্থির হ'তে পাচ্ছিনা।

বেণী। এখন রাত হলো আজ তো বাড়ী যাও, আর ও ভেবনা, তা'হলেই মন ঠিক হ'য়ে যা'বে।

হারাণ। উঁহু তা হ'বে না; দেখ বেণীবাবু আমার একটু সাহায্য কর, আমার ঐ দাসীটে বাঁদীটে দাদা, আমার উঁচু নজর নাই।

বেণী। আচ্ছা আজতো এখন যাও।

হারাণ। যাচ্ছি—কিন্তু রেতে আর ঘুম হ'বে না, তোমার ভরসায় রইলেম দাদা।

বেণী। আচ্ছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পাহারাওয়ালা ও বিহারীর প্রবেশ)

বিহারী। ছেড়ে দাওনা বাবা, কাহে বদিয়াতি করতা হায়?

পাহা। আরে চল্ চুপ্ চাপ্।

বিহারী। আচ্ছা বাবা, আমি করা হায় কা? সিঁদ্ পড়া? চেঁচাচেঁচি কিয়া? আস্তে আস্তে চলা যাতাথা, তবে খামোকা পাকড়কে তোমাদের লাভ কেয়া?

পাহা। আস্তে আস্তে চলা জানেকা বি হুকুম নেই।

বিহারী। তবে হুকুম কি ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে যেতে হ'বে? যথেষ্ট রসিকতা হয়েছে এখন বাবা ছেড়ে দাও, দু' একটা চোর টোর ধরবার চেষ্টা দেখ, নেহাত না পার ঐ গয়লাদের গো'ল থেকে একটা গোরু খুলে নিয়েগে কাজীহাউসে দাও।

পাহা। কেয়া তোম্ পুলিসকা সাৎ ঠাট্টা কর্‌তা হ্যায় ?

বিহারী। কি করি বল, অমন রসের সাগর প্রাণের ইয়ার আর কোথায় পা'ব!

পাহা। হ্যায় তেরা কুছ্ পকেটমে ?

বিহারী। দিব্যি কলের একহারা বথেয়া শেলাই আছে। দেখ পাহারাওয়ালা সাহেব হামারা সাৎ আবি কুছ্ হায় নেই, তোম্ হাম্‌কো ছোড় দেও, হাম্ তোম্‌রা ভালা করেগা।

পাহা। আরে ভালা-কর্‌ণেওয়ালা চলো, নেই তো দাণ্ডা খাওগে।

বিহারী। দেখো তোম্ হাম্‌কো জান্‌তা নেই, মেদিনীপুরকা রাজা হামারা বন্ধু হায়, টাঃরাকা নবাব হামারা ইয়ার হায়, বাঁশবেড়েকা নবাব হাম্‌কো খুড়ো খুড়ো বোল্‌তা হায়, এদের একজনকে না একজনকে বোল্‌কে তোমারা একটা ছিল্লে লাগায় দেগাই দেগা।

পাহা। কেয়া তোম্ হল্লা করোগে! শালা হামকো জানতা নেই ?

বিহারী। না! কই তা তো জানতেম না; এত নিকট সম্পর্ক! তবে আর বদিয়াতি কর কেন ?

পাহা। চল্‌বে শালা চল্।

বিহারী। নেহাত ছাড়বে না।

পাহা। নেহি।

বিহারী। আমার জরিমানা হলে তোমার লাভ কি ?

পাহা। সরকার কো থয়ের খাঁই।

বিহারী। সরকারের খাঁই তা বুঝেছি, একদফা মদ বেচে লাভ আবার মাতালের জরিমানায় লাভ।

পাহা। চলগে না বকগে ?

বিহারী। তবে জরিমানা করাবে ?

পাহা। হাঁ।

বিহারী। ছাড়চো না ?

পাহা। নেহি।

বিহারী। তবে দস্তুর মত কাজ হোক, হেঁটে তো যাচ্ছিনি ঝোলা নিয়ে এস।

পাহা। কেয়া ?

বিহারী। আর কেয়া কি এই জমী নিলেম, আর দু' একজন জুড়িদার বোলাও কাঁধে করে নিয়ে চল, জরিমানাই দেব তো পায়ে হাঁটবো কেন বাবা।

পাহা। বদ্‌মায়েসি সুরু কিয়া ?

বিহারী। ঝোলা লেয়াও, আইন মাফিক কাজ কর।

পাহা। উঠবে উঠ্।

বিহারী। কান্ধা কর কান্ধা কর।

পাহা। দাঙ্গা থাওগে ?

বিহারী। তা তো থাবই, তোমরা কোন্ জন্মে কা'কে আর রসগোল্লা থাইয়ে থাক।

পাহা। শালা বদমায়েস মাতোয়ালা হ্যায় ; আচ্ছা শালা চল থানামে ; এ জুড়িদার হো—

নেপথ্যে। হৈ—

পাহা। এক শালা মাতোয়ালা গির্ পড়া, জেরা আ'কে খাড়া হো, হাম ঝোলা লেয়াতা।

নেপথ্যে। হৈ—হৈ—হৈ—

বিহারী। পাহারাওয়ালার পো ছুয়ো।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

পাহা। আরে শালা ভাগা ভাগা! মোড় পর কোন্ হ্যায় হো মাতোয়ালা ভাগা পাকড়ো পাকড়ো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ডাক্তারখানার ঘর।

বেণী ও সহচরী।

বেণী। অম্বলের ব্যায়রাম তো অমনি আরাম করে দেবই তোমার একপয়সা খরচ হ'বেনা, তা ছাড়া তোমায় নগদ একশো টাকা দেব যদি কোন মতে এ কাজ করতে পার।

সহ। বড় শক্ত ডাক্তারবাবু বড় শক্ত, শান্তদিদির একেবারে ওসব ভাবই নাই, আমি এদিক ওদিক কত পিরীতের গল্প করে দেখেছি কাণও দেয় না, উল্টে বলে গয়লাদিদি ছুটো রামায়ণ মহাভারতের কথা কই আয়।

বেণী। ও কিছু নয় ও কিছু নয়, আপনার অবস্থা আপনি বুঝতে পারে না তা'ই অমন করে, উপোস করে শরীরের তেজ গিয়েছে মনের জড়তা হ'য়েছে, নইলে কি সম্ভব, বছর সতর বয়েস অমন রূপ, সে একবারে সব লালসা ত্যাগ করতে পারে?

সহ। ডাক্তারবাবু এটা তুমি মন থেকে ছেড়ে দাও, আর কারুকে বল তো আমি করে দিতে পারি।

বেণী। সহচরি, তুই কি মনে করিস আমি বদমায়েস ঐ সব চেষ্টা করি, তা নয়, আমি শান্তকে বড় ভালবাসি, সহজে ওর ধর্ম্ম নষ্ট করতে চেষ্টা করিনে, বড় ভালবাসি, আমার জাত যা'ক তা'ও স্বীকার তবু ওকে আমি বিবাহ করবো মনে করে-ছিলেম, বিধবা-বিবাহের কথা ওর কাছে ঢের পেড়েছি ঢের বুঝিয়েছি, তা কোন মতে বুঝলে না; কিন্তু আমার প্রাণ যায়, শান্তকে না পেলে আমার প্রাণ যায়!

সহ। তা'ই তো কি করি, মাথার ওপর অমন ভাই রয়েছে।

বেণী। ভাইয়ের ভয় করোনা, সে পারুলের হোথায় হাবুডুবু খাচ্ছে, বাড়ীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখবার আর তা'র অবসর নাই; সেও আমি করেছি, শান্তকে পাবার সুবিধা হ'বে বলেই করেছি, আমিই লোক লাগিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে অখিলকে বেশ্যার জালে ফেলেছি, এত করেও যদি শান্তকে না পাই তা'হলে আমি মারা যাব। আমার ভাগ্যে কখনও স্ত্রীসুখ হয়নি, তোমার সাক্ষাতে প্রকাশ করে বলি, ঘরে জ্বালাতন, আমি অনেক সহ্য করে যাই তা'ই বাইরের লোকে টের পায় না, কিন্তু স্ত্রীর কাছে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ ঝগড়া বই আর কাজ নাই; দামিনীর সেই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখলে শান্তকে পা'বার জন্য আমার মন আরও ব্যাকুল হয়, শান্ত আমার স্ত্রী হলে আমি আর এক মানুষ হতেম।

সহ। আচ্ছা যদি এতই, তবে প্রথমে শান্তকে বে

করনি কেন? তোমরা একজাত, ওদের বাড়ীর সঙ্গে এত ভাব, তোমায় এত ভালবাসে, সে সময় বল্লেই তো বে হ'তে পারতো,

বেণী। আমার তখন বয়স অল্প ছিল লজ্জায় বলতে পারিনি, দাদা বলে ডাকতো কেমন বাধো বাধো ঠেক্‌তো; বিশেষ আমি জানতেম বল্লেও হতো না; গোকুলকাকা অত খরচ করে আমার মতন তিনকুলে-কেউ-নাই গরিবের সঙ্গে কি মেয়ের বে দিতেন? তিনি বরাবরই বড়মানুষ কুটুম্ব খুঁজছিলেন তা'তেই অমন জমীদারের ঘর জুটলো। তুমি চেষ্টা কর চেষ্টা কর, তেমন উঠে পড়ে লাগলে মানুষের মন ক'দিন ঠিক থাকে? মেয়ে-মানুষই কি পুরুষমানুষই কি; এই যে অখিল অত ভাল ছিল, বেশ্যার নাম কাণে শুনতো না এখন সেই বেশ্যার পায়ের তলায় পড়ে আছে।

সহ। অখিলবাবুর কথা আলাদা; শান্তদিদির যে শরীরের সুখের দিকে একটু দৃষ্টি নাই। তের বছরের মেয়ে বিধবা হলো, গিন্নি হাতের বালা রাখবার জন্য কত বুঝিয়ে ছিলেন, তা বল্লে 'না মা আর কেন', কখনও একখানা ভাল শাদা ধুতি পরলে না, নিরিমিষ তরকারি টরকারি খেতে তো দোষ নাই, তা ঐ হবিষ্যি, দশমীর দিন বই একটু দুধ খায় না, শ্বশুরের অত টাকা হাতে পেলে, তা একটু বাবুয়ানা আছে? দাসীদের সঙ্গে মিলে কাজ করে।

বেণী। ওতেই তো ওর জন্য মন আমার আরও খারাপ হ'য়েছে, ও যদি বাবু, ছেনাল হোত তা'হলে হয় তো আমার মনে এত ইচ্ছে হ'ত না; সুন্দর মুখের চেয়ে মিষ্টি স্বভাবই বেশী বশ করেছে, শান্তকে বুকে রাখতে পারলে প্রাণের সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়!

সহ। একটা ওষুধ পত্তর করে দেখবো? এক রকম শেকড় আছে তা খাইয়ে দিলে যা'র হাত দে খাওয়ান যায় তা'র ওপর খুব মন পড়ে, আমি দিতে পারি তুমি যদি খাওয়াতে পার।

বেণী। সত্যি হয়?

সহ। খাইয়ে দেখ না।

বেণী। না সহচরি তা'তে কাজ নাই, শেকড় ফেকড়ে আমার বিশ্বাস নাই, ওতে বরং খারাপ দাঁড়ায়; দেখ আমি ওকে সত্যি ভালবাসি. ওর অনিষ্ট আমি হ'তে দেব না; যদি মারা যায়! ও বাপরে বাপরে শান্ত মারা গেলে আমি বাঁচবো না! আমি ওকে ওষুধ খাইয়ে বশ করতে চাইনি, ভালবেসে পেতে চাই; বিধবা বের কথা বুঝিয়েছি, বাড়ীতে কখন নিজের কথা বলবার সুবিধে হয় না, যদি ওকে আলাদা একবার কোথাও পেতেম, আমি ওর জন্য কি ব্যাকুল যদি একবার বোঝাতে পারতেম, তা'হলে কি হতো বলতে পারিনি, যদি পায়ে পড়ে বলতে পারতেম যে তোমার জন্য আমার প্রাণ যায়, তা'হলে ওর যে মমতার শরীর, বোধ হয় দয়া হলেও হ'তে পারে।

সহ। দেখ একটা কথা মনে পড়লো, কিন্তু সে বড় শক্ত কাজ, সাহস হয় না।

বেণী। কি কি কি?

সহ। না, সে কাজ নেই।

বেণী। কি বল না বল না, যদি ওর শরীরের কোন অনিষ্ট না হয় তা'হলে পারবো, যা বলবে পারবো।

সহ। তুমি আলাদা দেখা হ'বার কথা বলছিলে নাকি তা'ই সে কথাটা বলছিলেম।

বেণী। আলাদা দেখা হ'বার সুবিধা হ'তে পারে? কোথায় কোথায় বল?

সহ। সেই যে ওর মামাতো ভাইয়ের ভেদবমির ব্যামো হয় কিনা, ওই সেখানে গিয়ে ক'দিন রাত জেগে সেবা সুস্থ করে, তা'ইতে মেনেছিল যে আরাম হলে নিজে গিয়ে ওলাউঠো ঠাকরুণের তলায় পূজো দিয়ে আসবে।

বেণী। কবে যাবে? কবে যাবে?

সহ। এখনও ঠিক হয়নি, মোদ্দা এই মাসেই একটা মঙ্গলবার দেখে যাবে, আমাকেও বলেছে যে গয়লাদিদি যাস তো আমাদের সঙ্গে যাস।

বেণী। মা সঙ্গে যাবেন না?

সহ। তা যাবে, তবে তুমি যদি কাছাকাছি একটা বাগানে থাকতে পার তা'হলে বোধ হয় আমি ফিকির যুকির করে বাগান দেখবার নাম করে একবার নিয়ে যেতে পারি, ওর মনে তো পাপ নাই, তা বোধ হয় যেতে পারে।

বেণী। তা আমার কাছাকাছি বাগান জানা আছে, নিয়ে যেতে পারবে?

সহ। কিন্তু নিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত, তোমায় এমন ফিকির করতে হ'বে যে আমি কিছুর ভেতর আছি না প্রকাশ হয়।

বেণী। তা আমি একটা মতলব ভেবে ঠিক করবো, তুমি একবার আলাদা দেখা করিয়ে দাও, আমি দুটো পা জড়িয়ে ধরবো, আমার প্রাণের ভেতর কি পাঁজার আগুণ জ্বলছে দেখাব, তা'র দয়া হ'বেই হ'বে।

সহ। তবে আমি এখন চল্লেম।

বেণী। আচ্ছা যাও আমি মতলব টতলব সব ঠিক করে রাখবো, যে দিন যাবে তা'র দু'দিন আগে আমাকে জানিও।

সহ। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

বেণী। বোঝাতে পারবো না? তা'র মন নরম করতে পারবো না? আমার আজন্মের সাধ পূরবে না? একবার শান্তকে পেলে ডিস্পেন্সরি টিস্পেন্সরি সব ছেড়ে দেব, অখিলের টাকা যত পারি সব তুলে দেব, আর কখন কোন বদ মতলব করবো না! তখন আর আমার আবশুক কি? কি অভাব? অমূল্য রত্ন শান্ত! তার ওপর অত বিষয়—হীরালাল!

নেপথ্যে হীরালাল। আজ্ঞে।

(হীরালালের প্রবেশ)

বেণী। অখিলকে সে একশ' টাকা দিয়ে এসেছ?

হীরা। কাল পরশুর ভেতর আর আড়াইশ' চেয়েছেন, ফুল চিরুণীর জন্য সোণা কেনা হ'বে।

বেণী। মা'র ঠেঁয়ে টাকা আর না চাইলে ত চলবে না, বলবো অখিল জোর করে ক্যাশের টাকা নিয়ে যায় আমি কি করবো?

হীরা। হাঁ বাবু একটা কথা শুনছিলেম, ডিস্পেন্সরি নাকি তুলে দেবেন?

বেণী। অখিল দেখে শোনেনা খালি খরচ করে, মা তা'ই তুলে দিতে চেয়েছিলেন বটে, তা অখিল রাজি হয়নি। তুমি

একটু বাইরে থাক আমি একবার সিংহিদের বাড়ীর কেশ্‌টা দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অখিলের শয়ন-কক্ষ।

অখিল ও তরুবালা।

অখিল। যাও যাও।

তরু। না আমি যাবনা, তুমি তাড়িয়ে দিলেও যাবনা, আমার কথা শোন বাড়ী থেকে বেরিও না।

অখিল। বাড়ী থেকে বেরুবো না, ঘরে জুজু হ'য়ে থাকতে হ'বে?

তরু। আমি সে বেরুনোর কথা বলছিনা, আগে কি কখন মানা করেছি?

অখিল। তবে আবার কি বেরুনো? আমি কোথায় যাই?

তরু। কোথায় যাও তুমি কি তা জাননা? কোথায় যাও আমি কি তা বুঝতে পারিনা? যে দিন প্রথম গিয়েছ সেই দিনই আমি বুঝতে পেরেছি, আমার মনকে কে যেন বলে দিয়েছে। তোমায় কি ক'রে বোঝাব বল যে স্ত্রীলোকে এ কথা বুঝতে পারে, স্বামীর প্রাণের কথা স্ত্রী আগে টের পায়; তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণের ভেতর আছ! তোমার প্রাণে কখন কি ভাব হয়

আমি কি বুঝতে পারিনা? যে দিন আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে সেই দিনই আমি জেনেছি, তোমার চখে, মুখের ভাবে, ওঠায় বসায়, চলায় ফেরায়, সেই দিন থেকেই অন্যভাব দেখেছি।

অখিল। যাও যাও, বোকোনা বোকোনা, আপনার কাজে যাও আপনার কাজে যাও।

তরু। এর চেয়ে আমার আবার আপনার কাজ কি? তোমায় রক্ষা করার চেয়ে আমার আর কি বড় কাজ আছে?

অখিল। যাওনা, সংসারের কাজকর্ম্ম নাই?

তরু। সংসার! কিসের সংসার? কা'র সংসার? সংসার তো তোমার, তোমার জন্যই তো সব, তুমিই যখন ভেসে যাচ্চ তবে আর কার জন্য সংসার করা! আমাদের পোড়া পেটের জন্য?

অখিল। ভারি জ্যাঠামো আরম্ভ করলে! যাওনা।

তরু। তোমার পায়ে পড়ি বেরিওনা, পায়ে পড়ি ওসব ছেড়ে দাও, বেরিওনা।

অখিল। যা'তে ভাল হয় মন্দ হয় আমি সব বুঝি, আমায় কারু বোঝাতে হ'বেনা।

তরু। তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান অন্য সব বোঝ কিন্তু এইখানে বুঝতে পারনি, আপনার সুখের বেলা বুঝতে পারনি।

অখিল। বেশ পেরেছি।

তরু। না না পারনি, তুমি কিসে সুখী থাক আমি তা বেশী বুঝি, যে দিন এ বাড়ীতে এসেছি সেই দিন থেকেই আমার ঐ ভাবনা, গুরুর কাছে এখনও ইষ্টদেবতা চিনিনি তুমিই আমার ইষ্টদেবতা, তোমার সুখই আমার ধ্যান জ্ঞান; কখনও

মনে করো না আমার অন্য কোন ভাবনা আছে। দেখ দেখি তুমি কি হ'য়ে গেছ, তোমার সে শ্রী এর মধ্যে কোথায় গেল! খাওয়া একেবারে গিয়েছে, তোমার টাকা তুমি খরচ করবে আমি বলবার কে, কিন্তু তোমার শরীর যে একেবারে যায়! তোমার প্রাণ যে আমার প্রাণের সঙ্গে বাঁধা; হেনস্থা কর, পায়ে ঠেল, কাছে আসতে না দাও, কিন্তু তবু সে পরমেশ্বরের বাঁধন ছেঁড়বার যো নাই! মাথা খাও দুটী পায়ে পড়ি আমার বালা দুগাছি পরতে দাও।

অখিল। দেখ এসব কথা তোমার কাছে বলা উচিত নয়, বলবোনা মনে করেছিলেম কিন্তু আমার দোষ নাই তুমিই ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে শুনলে; তুমি জান তোমার সঙ্গে বে হ'য়ে আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমার প্রাণ মরুভূমি হ'য়ে গিয়েছে! আমি রাশি রাশি পুস্তক পড়ে প্রাণে যত প্রণয়ের আশা করেছিলেম তোমার জন্য আমার সে সমস্ত বিসর্জ্জন হ'য়েছে! আমি প্রণয়ে উন্মাদ হয়ে বেড়াচ্ছিলেম, তা'র পর যদি এমন কারুকে পাই যে আমায় সুখী করিতে পারে, যা'র কাছে থাকলে আমি প্রাণে শান্তি পাই, তা'হলে আমি কেন তা'কে ত্যাগ করবো?

তরু। যথার্থ বল দেখি সুখী কি হও? সে শান্তি কি পেয়েছ?

অখিল। সম্পূর্ণ না হোক সময়ে সময়ে পাই, আর কিছু দিন গেলে কতকগুলো হাঙ্গাম চুকিয়ে দিতে পারলে সম্পূর্ণ রকম পা'ব।

তরু। আমি জানি তুমি কিছুই পাওনি, কখনও পাবে না।

অখিল। কে বল্লে পাইনি, কে বল্লে পাবনা?

তরু। সবাই।

অখিল। কে সবাই?

তরু। তোমার চোখ মুখ, তোমার থেকে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা, সদা অন্যমনস্ক থাকা, খাওয়ায় অরুচি, সব বিষয়ে বিরক্তি; বই অত ভালবাসতে তা'র সঙ্গে তোমার আর দেখা নাই; আমায় ভালবাসনা বটে, আমায় কাছে আসতে দিতেনা বটে কিন্তু তবু যে চোখে দেখেছ এখন আর সে চোখে দেখনা; তবু তুমি মুখে বলবে সুখে আছ? শান্তি পেয়েছ? আমার কথা শোন, আমি মেয়েমানুষ, পুরুষ কিসে সুখী হয় মেয়েমানুষ বেশী বুঝতে পারে, যা খুঁজছো যেখানে যাও সেখানে তা কখনও পাবেনা, কেউ কখনও পায়নি; যা'র গোড়ায় দোষ তাহতে কখনও সুখ হয়? মেয়েমানুষের ক'টা প্রাণ? ক'জনকে দেবে? তবে আর বিধবার বে হয়না কেন? প্রাণ একবার বই দেওয়া যায়না, ঠাকুরঝি মরা পতির পূজা করে; যে রূপ বাজারে বসিয়েছে, দেহ ভাড়ায় খাটায়, সে কি প্রাণ দিতে পারে? প্রাণ দিয়ে যে প্রাণ খোঁজে তা'কে কি সে সুখী করতে পারে? সময়ে সময়ে যে শান্তির কথা বলছো সে নেশার ঝোঁক আর কিছু নয়, মাতাল যেমন মদের নেশায় রাজা হয়, দাতা হয়, বন্ধুর জন্য প্রাণ দেয়, কুহকিনীরাও তেমনি এমনি চোখের নেশা করাতে পারে যে পুরুষ সেই নেশার ঝোঁকে মনে করে যে আমি বড় সুখে আছি।

অখিল। তুমি বোঝনা, বাজারে বেশ্যাদের কথা শুনেছ তা'ই ওরকম বলছো; পা—আমি যার কথা বলছি তা'কে তুমি জাননা, দুর্ভাগ্য বশতঃ সে বেশ্যার ঘরে জন্মেছে নইলে তা'র প্রাণ প্রণয়ে পূর্ণ! সে আমার বলেছে যে তা'র মা'র তাড়নাতেই অপর

লোক ঘরে আসতে দিয়েছিল, কখনও কা'কে ভালবাসেনি এক আমাকেই ভালবেসেছে, মা না থাকলে আমার কাছে টাকা পর্য্যন্ত নিত না।

তরু। লেখাপড়া তোমার সব কোথায় গেল! এটা বুঝতে পারনা যে প্রাণ তা'র ব্যবসার জিনিষ, ওসব না বল্লে কেউ নেবে কেন? ময়রা বলেনা যে "বাবু এ ভাল সন্দেশ আপনার জন্য আলাদা তৈয়ার করেছি?" সকল খদ্দেরকে ঐ এক কথা বলে।

অখিল। তুমি বুঝতে পাচ্ছোনা, এ যে ভাল লেখাপড়া শিখেছে, লেখাপড়ায় মন কত উন্নত হয়।

তরু। তা আর বুঝিনি, নইলে তুমি ভুলতে! তোমার অমন বিদ্যা, অমন চরিত্র, তোমায় আর কেউ মায়ায় ভুলাতে পারতো! আমার সর্ব্বনাশের জন্যই সর্ব্বনাশী লেখাপড়া শিখেছিল—তোমায় বশ করবার অস্ত্র ধরেছিল!

অখিল। আচ্ছা সে যখন বোঝবার আমি বুঝবো, এখন দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি যাই।

তরু। যেওনা; আচ্ছা আমার আর একটী কথা রাখ, আমায় ভালবাসতে পারনা পায়ে ঠেলে রাখবে রাখ, তুমি আবার বে কর যেমন তোমার ইচ্ছে, লেখাপড়া জানা পরমা সুন্দরী বে কর, আপনি দেখে শুনে স্ত্রী ঘরে আন। মা যখন প্রথম প্রথম বের কথা বলেছিলেন তুমি মা'কে বুঝিয়েছিলে যে আমায় দেখতে পারনা বলে যন্ত্রণা দিতে চাওনা, সতীনের জ্বালা দিতে চাওনা; আমি বলছি, অনুরোধ করছি, পায়ে ধরছি, তুমি আবার বে কর, পিশাচী-সঙ্গ ত্যাগ কর, ঘরবাসী হও, সুখী হও, শরীর রাখ প্রাণ রাখ, আমার মাথা খাও এ কাজ কর; তোমার দাসী আছি

তা'কেও বোনের মত যত্ন করবো, তুমি বল দাসী হ'য়ে সতীনের সেবা করবো, তুমি সুখী হও আমার শ্বশুরের সংসার রাখ।

অখিল। আজ দেখছি তুমি বাড়াবাড়ি করলে, ওসব আমি ঢের বুঝি, এখন সর আমি যাই।

তরু। যেওনা।

অখিল। আহা হা কেন ত্যক্ত কর?

তরু। আচ্ছা আমার জন্য না হ'ক মা কাঁদেন, ঠাকুরঝী কাঁদেন, ও বাড়ীর ঠাকুরদা ঠানদি দুঃখ করেন, তাঁদের মনে ক'রে তুমি বেরিও না, আমায় কখন ছোঁওনি আমি আজ তোমার হাতে ধরছি বাড়ীতে থাক।

অখিল। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।

তরু। আচ্ছা আজকের দিনটী থাক, একদিন থাক।

অখিল। ছাড় না।

তরু। এই তোমার দু'টী পায়ে জড়িয়ে ধরছি থাক।

অখিল। ছাড়বে না?

তরু। না আমি ছাড়বো না। কিসে সে তোমায় সুখী করে বল আমি তা'ই করবো, কি কথা কয় আমি তা'ই কইব, কি কাপড় পরে আমি তা'ই পরবো, কি করে চুল বাঁধে বল আমি তা'ই বাঁধবো, কি খাবে বল আমি তা'ই নিজে রেঁধে দেব, আমি ঘুমুবোনা সমস্ত রাত তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেব, পা টিপ্‌বো, তুমি বাড়ীতে থাক;—যেওনা।

অখিল। ভাল গেরো ছাড়না।

তরু। আমার মুখপানে চাও, ভাল করে চাও, দেখ বুঝতে পারবে আমার প্রাণ কি করছে! দেখনা দেখনা আমি তত

কুৎসিৎ নই; আর যদিই হই তোমার দাসী, দাসীকে কি পায়ে ঠেলতে আছে!

অখিল। ছাড়বে না?

তরু। না।

অখিল। দেবেনা পা ছেড়ে?

তরু। আমি পায়ে পড়ে থাকবো।

অখিল। ছাড়বে না সহজে? তা'হলে আমার দোষ নাই।

তরু। কি দোষ?

অখিল। এখনও ভাল কথায় বলছি ছাড়।

তরু। তা'র অনেক আছে, আমার তো আর কেউ নাই আমায় কা'র কাছে ফেলে তুমি যা'বে?

অখিল। কি! তা'র অনেক আছে? বড় যে লম্বা লম্বা কথা—তবে এই দূর হও। (পদাঘাত)

তরু। (স্থির হইয়া) আমায় লাথি মারলে? আচ্ছা বেশ করেছ! আমি তোমার স্ত্রী, দাসী, আমায় তুমি সব করতে পার; বেশ যেতে পা্লে্না আমি আবার পায়ে ধরলেম, তোমার আমাকে লাথি মারবার ক্ষমতা আছে স্বীকার করেছ, তবে আমি তোমার স্ত্রী, অন্য স্ত্রীলোক হলে তো তুমি তা'কে লাথি মারতে পারতে না; স্ত্রী বলে স্বীকার করেছ, লাথি মেরেছ, এখন বুকে নাও; পতি স্ত্রীকে হেনস্থাও করে আদরও করে, ঢের হেনস্থা করেছ, একবার আদর কর, আদর না কর শুধু মুখের কথাটী রাখ আমাকে তোমার সেবা করতে দাও।

অখিল। আমি এ সব ঢের শুনিছি, ঢের ভণ্ডামো দেখেছি, যে শিখিয়ে দিয়েছে তা'র কাছে যাও; ভাল কথায় কেউ নও।

মনে করেছিলেম যা'ক ভালবাসি নাবাসি দুর্ব্যবহার করবো না, আজ তা করালে; ক্রমে দেখছি একটা রীতিমত কেলেঙ্কার করাবে; ছেড়ে দাও আমায়, যাও মরগে। (পদাঘাত)

[প্রস্থান।

তরু। পরমেশ্বর! পরমেশ্বর! রাজরাজেশ্বর! আমায় দয়া কর! আমার মতি স্থির ক'রে দাও! আমার মরতে ইচ্ছে করছে আত্মহত্যা হ'তে ইচ্ছা করছে! ভগবান! এ মহাপাতক থেকে তুমি আমায় না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে? আমি কোথায় যা'ব? আমার স্বামী বুঝতে না পেরে বিপদে পড়েছেন, তাঁ'কে না রক্ষা করে আমি কোথায় যা'ব? আমি মলে কে তাঁ'র জন্য এত ভাববে? প্রাণ দিয়ে কে তাঁ'র প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করবে?

(শান্তর প্রবেশ)

শান্ত। হ্যাঁ বৌ রাখতে পারলিনি, দাদা বেরুলো।

তরু। ঠাকুরঝি আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! কোন্ সর্ব্বনাশী আমার দেখবার সাধেও ছাই দিয়েছে!

শান্ত। আজ অমন করছো কেন? দাদা কি কিছু রূঢ় কথা বলেছে?

তরু। কিছু না কিছু না;—ঠাকুরঝি ওঁর কি হ'বে আমি তা'ই ভাবছি।

শান্ত। আর কি হ'বে ভাই! আয় এখন আয়, আবার মা কাঁদছে ঠাণ্ডা করবি আয়।

তরু। মা আবার কাঁদছেন? মাগী আমাদের জন্যই গেল! চল ভাই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেণীর বাটী।

বেণী ও দামিনী।

বেণী। স্থিরো ভবঃ স্থিরো ভবঃ; একদিন জ্বালাতন ক্ষান্ত দাও—একদিন ঠাণ্ডায় যেতে দাও।

দামিনী। আমি খুব ঠাণ্ডাই আছি, তোমার মত লোকের কাছে মানুষ এর চেয়ে ঠাণ্ডায় থাকতে পারে না।

বেণী। তোমার এই যদি ঠাণ্ডা, তা'হলে গরমটা কেমন আমি তো আঁচ করতে পারলেম না।

দামিনী। আঁচ করাতে পারি, অন্য মেয়ে হলে করাতো, আমি আপনার মান আপনি রেখে চলি তা'ই তুমি আমায় হাড়ে নাড়ে জ্বালালে।

বেণী। আচ্ছা, কেন বল দেখি তোমায় সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়? টাকা কড়ির ঝঞ্ঝট এক রকম মিটলো, যাহোক কোন মতে স্বচ্ছন্দে চলে আসছে, আবার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঝগড়া তোল কেন?

দামিনী। টাকায় তো আমায় নেল করে দিয়েছেন! তোমারই স্বচ্ছন্দে চলছে, আমার কি? আমায় দশভরি সোণা দিয়েছ না আমার নামে একখানা কাগজ করে দিয়েছ? ডাক্তারখানা করে এক ইয়ারকি জটলার আড্ডা হয়েছে।

বেণী। ইয়ারকির আড্ডা, ইয়ারকির আড্ডা—তুমি দেখতে গেছলে?

দামিনী। দেখতে যাই আর না যাই ঘরে বসে আমি সব টের পাই; সহচরী গেছলো সেখানে কি করতে?

বেণী। কি করতে আবার? অম্বলের ব্যামো হয়েছে তা'ই ওষুধ আনতে গেছলো; সহচরী কেন আরও কত মেয়েছেলে যায়।

দামিনী। ওষুধ আনতে গেছলো তবে আধঘণ্টা ধরে আড়ালে তা'র সঙ্গে কি ফিসির ফিসির হচ্ছিল?

বেণী। আড়ালে ফিসির ফিসির! বেয়ারা ব্যাটা এসে লাগিয়েছে বুঝি?

দামিনী। লাগালাগি কিসের? বেয়ারার দোষ কি, আমার কি লোক নাই, তুমি কোথায় কি কর আমি কি সন্ধান পাইনা?

বেণী। এর আর সন্ধান পাওয়া-পায়ি কি? রুগীর সঙ্গে ডাক্তার আলাদা কথা কয় না? সব রোগের কথা কি সবারই সামনে বলা যায়?

দামিনী। সহচরীর রোগের কথা না নিজের রোগের কথা? শান্তর নাম হচ্ছিল কেন?

বেণী। কি কি, শান্তর কথা—তা'র নামে কে কি বলে? বেয়ারা ব্যাটা তো ভারি পাজী।

দামিনী। সে পাজী বইকি, তা'র ভারি অপরাধ! গরিব মানুষ মনিবের রকম সকম দেখে ভয় পেয়েছে তা'ই বলেছে, বলে "মা বাবু বলছিল বাঁচবোনা, শান্তদিদির কথা হচ্ছিল আর তা'রপর হীরুবাবুর সঙ্গে ডাক্তারখানা উঠে যাবার কথা"।

বেণী। হাঁ হাঁ অখিল টাকা নষ্ট করে বলে মা ডাক্তারখানা তুলে দিতে বলেছিলেন।

দামিনী। সে কথা তো আগে মিটে গেছে, তা'র ভেতর শান্তই বা আসবে কেন? আর ডাক্তারখানা থাকা না থাকার সঙ্গে সহচরীরই বা সম্বন্ধ কি? ও মিনষে যেন বোকা বুঝতে পারেনা, আমি তো আর ন্যাকা নই; ও গয়লানী হারামজাদী আদত নষ্ট, ওর সঙ্গে মিশে শান্তর মাথা খাবার চেষ্টায় আছ? তা'ই শান্তর জন্য অত ভাবনা, তা'ই আবার ওর বে দেবার কথা হয়, কথায় কথায় শান্তর রূপের কথা, বয়েসের কথা হয়; ওর রূপ বয়েস নিজের নজরে লেগেছে কি না!

বেণী। আরে ভালরে ভাল! আমি বলি রাত দিন ঝগড়াঝাটী কর আমায় বুঝি তুমি ভালবাসনা; আজ আমার একটা ভুল ঘুচে গেল, এই যে আমায় তুমি খুব ভালবাস, খামোকা খামোকা একটা গা'র জ্বালা করে বসে আছ; প্রেমময়ী প্রিয়তমে! শুধু মুখেই ঝগড়া কর—প্রাণে প্রাণে অধীনকে ভালবাস?

দামিনী। ঢের ছাঁদের কথা জান, ছেঁদো কথায় আমাকে ভুলাতে পারবে না। আমি গিন্নীকে বলে পাঠাচ্ছি, না হয় দু'পুর-বেলা একদিন পাল্কি করে যাচ্ছি, তোমার চরিত্তের কথা সব প্রকাশ করে দিয়ে আসব, যা'তে আর তোমায় ওবাড়ীর ত্রিসিমেয় না যেতে দেয় তা'ই করে আসছি, ডাক্তারখানা ফাক্তারখানা সব ঘোচাব, দেখি একবার, শান্তর জন্য প্রাণ যায় কি অন্নের জন্য প্রাণ যায়।

বেণী। ওবাড়ীর সম্পর্ক ঘোচালে—ডাক্তারখানা ঘোচালে খাবে কি?

দামিনী। আমার তো আর একলার পেট কাঁদবে না, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও তো উপোস করবে, বেশ—না হয় দু'জনেই উপোস করে মরবো।

বেণী। দামিনি তুমি যথার্থ সতী, স্বামীকে উপোস করিয়ে মেরে সহমরণে যা'বে!

দামিনী। আমি সতী কি না ভগবান জানেন! দেখ একবার আচরণটা! আমি মরি এত করে ওর জন্য, কি করে গুছিয়ে সুছিয়ে সংসারটী চলবে রাতদিন তা'রই ভাবনা ভাবছি, এত কষ্ট সচ্ছি, আর উনি কিনা টিপে টিপে আমার মাথা খা'বার জোগাড় করছেন!

বেণী। কি মাথা খা'বার চেষ্টা করছি, কেন মিছে কোঁদল গ'ড়ে ঝগড়া কচ্ছো?

দামিনী। শাস্তি পোড়ারমুখীরই বা কি আক্কেল! তুই না দাদা বলিস, এদিকে মুখে কথাটী নাই পেটে পেটে এত! যা'র অমনি বাইরে ভিতভিতে, তা'রই ভেতরে হারামের ছুরী—পোড়াকপালি ছাই চাপা আগুন।

বেণী। আঁর কি কাজকর্ম্ম নাই, কেন বসে বসে তারে গাল পাড়ছো—সে করেছে কি?

দামিনী। তাইতো গা! গায়ে একেবারে ফোস্কা পড়ে উঠলো যে! ভারি দরদ দেখতে পাই! আমার খুসি আমি গালাগাল দেব; গতোরখাকি আমার সর্ব্বনাশ করবে আর আমি কিছু বলবো না, রাঁড় হয়ে ষাঁড় হয়েছেন!

বেণী। আচ্ছা বাপু তা'ই গাল দাও, গাল দিয়ে খুসি থাক তা'ই দাও, আমি দু'দণ্ড কোথাও ঘুরে আসি।

দামিনী। খুসি দেব—যা মুখে আসে তা'ই দেব—হারামজাদী নচ্ছারণী হাড়হাবাতী হতচ্ছাড়ী—

বেণী। হাঁড়িখাগী হুড়কো—

দামিনী। ভাতারখাগী ডাইনী আট্‌কপালী—

বেণী। রাক্ষুসী গস্তানী পেত্নী—

দামিনী। কি—আমায় গাল পাড়ছো, শাস্তির হ'য়ে আমায় গাল দিতে এসেছ ?

বেণী। রামচন্দ্র ! তোমায় গালাগাল দেব ? কি গালাগাল পা'ব ! তোমার দম বন্ধ হয়ে আসছে একতোড়ে বুলি যোগাচ্ছে না, তা'ই যুগিয়ে দিচ্ছি।

দামিনী। আমায় আর তোমার গালাগাল শেখাতে হবেনা।

বেণী। বেয়াদপি মাপ হয়, কত মহিমা সব কি বুঝতে পারি !

দামিনী। নষ্টামির আর যায়গা পায়নি ! সর্ব্বনাশী ভাতার-খাগী আমার ভাতার কেড়ে নিতে এসেছেন—ডুকুলী—

বেণী। উনুনমুখী বেড়ালখাগী পাড়াকুঁদুলি—না না না আমার ভুল হয়েছে,—বলে যাও বলে যাও।

নেপথ্যে দ্বারবান। বাবু !

বেণী। একটু চুপ কর একটু চুপ কর—কেও ?

নেপথ্যে দ্বারবান। একদফে জল্‌দি আইয়ে, হেমবাবুকা বাড়ীসে বোলানে আয়া, লেড়কাকো খুঁখি যাস্তি হুয়া আদ্‌মী খাড়া হ্যায়।

বেণী। দুর্গা আছেন দুর্গা আছেন ! মা মুখতুলে চাইলেন নইলে আজ আর নিষ্কৃতি ছিল না।

নেপথ্যে দ্বারবান। কেয়া বোলে ?

বেণী। তোম চল চল হাম আতা হ্যায়। মধুরভাষিণি ! হাতা, বেড়ী, হাঁড়িকুঁড়ি, দরজা জানলা, স্থাবর অস্থাবর সব রইলো

এদের নিয়ে মিষ্টালাপ কর, গালাগাল-কলক্রম ঝাড়; অধম বেণীর প্রতি মা আপাততঃ মুখ তুলে চেয়েছেন।

[প্রস্থান।

দামিনী। চোখখাকী এত লোক থাকতে আমার ভাতারের ওপর চোখ দিয়েছেন! আমার বুকে ভাতের হাঁড়ী চড়াবেন! নেকি বেটীর আবার ন্যাকামো দেখ, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেন! ধর্ম্মতলায় বেটীর গোর হ'বে! এইবার আর কোন কথা কাণে এলে হয়, আমিই ধর্ম্মের ঢাক বাজিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পারুলের বাটী।

পারুল, অখিল, হেনা, কিস্‌মিস্ ও বিহারী।

কিস্‌মিস্ ও হেনা। (গীত)

সুধাফল ফলবে ব'লে প্রেমের তরু পুঁতি হায়।
আদর ঘিরে রাখি বেড়ে বিচ্ছেদ গোরু পাছে যায়॥
যতন নিড়েনে খুলে, আঁখি জল ঢেলে মূলে,
সারের সার প্রাণ আমার সার দিলাম গো তা'য়॥
হেনকালে বুনো লতা, রাতারাতি এলো সেথা,
সাধের গাছে বেড়ে পেঁচে লতা আমার মাথা খায়॥

বিহারী। কেয়া তোফা কেয়া তোফা! খুব গেয়েছ, রাগিণী

বাগতাড়ানি বুঝি? কিস্‌মিস্ বিবির গলা যেমনি মিষ্টি, হেনা বিবির গলার খোসবোও তেমনি।

হেনা। যাও আবার আমাদের সঙ্গে লাগতে এলে কেন?

বিহারী। তারিপ করছি, লাগা হলো বুঝি? নাও এখন একটু একটু খেয়ে নাও গলা শুকিয়ে যা'বে।

হেনা। দেখ্‌না ভাই ল্যাভেণ্ডার, বেহারী খুড়ো আবার আমাদের নিয়ে পড়লো।

বিহারী। বাবা জাল জালিয়াত না হলে কি থাকতে পার না? আমিও বসে তোমরাও বসে, এর মধ্যে পড়লেম কোথা বাবা? গো অন্, এক এক চুমুক খেয়ে ফেল, কাম্ কিস্‌মিস্।

কিস্‌মিস্। চল হেনা বাড়ী যাই।

বিহারী। একটু বিহাইভ খেয়ে কিস্‌মিস্।

পারুল। ওদের খা'বার ইচ্ছা নাই কেন জেদ করছো? আপনি খাচ্ছো খাওনা। তোরা বোস ভাই!

হেনা। না অনেকক্ষণ এয়েছি আর বসবো না।

বিহারী। না হেনা, না হেনা, না হেনা, অখিলবাবু একবার ছন্দবন্দের অনুপ্রাসের ঘটাটা দেখ, তোমার সঙ্গদোষে আমিও কবি হ'য়ে পড়লেম ক্রমে।

হেনা। আসি ভাই তবে ল্যাভেণ্ডার।

পারুল। একটু বো'স বো'স, কিসি বো'স ভাই।

হেনা। না তখন কাল আসবো, ঘর ফেলে এসেছি।

পারুল। তবে ভাই আর একটী গেয়ে যা'।

হেনা। না ভাই আজ গলাটা খারাপ হ'য়ে আছে।

অখিল। না না বেশ মিষ্টি আছে বেশ মিষ্টি আছে।

পারুল। মাথা খাস আর একটী, মাথা খাস আর একটী, বাবু তো'দের গান শুনতে ভারি ভালবাসে।

হেনা। তোমার বাড়ী এলেম তুমি একটী গাও।

পারুল। বেশ যাহ'ক, আমি না গাইলে গাবিনে? আচ্ছা গাচ্ছি।

(গীত)

ছি ছি তা'রে না বুঝে দিয়ে মন।
সইলো এখন হ'লেম জ্বালাতন॥
এসে নয়ন জলে ভেসে, বল্লে আমায় ভালবাসে,
প্রাণ বাঁধিয়ে প্রেম ফাঁশে করিছে দহন।
চাতুরি যে ছিল মনে, বুঝিনে সই সেইক্ষণে,
এখন তা'রি অদর্শনে খালি আঁখি বরিষণ॥

এইবার ভাই তো'রা গা?

কিস্‌মিস্‌। তবে নে হেনা শিগ্‌গির শিগ্‌গির একটা গেয়ে নে।

হেনা। কি গাই?

অখিল। ঐ রকম প্রণয় বিষয় একটী।

বিহারী। ভাগ্যিস বলে দিলে অখিলবাবু, নইলে আর একটু হলে ওরা ব্রহ্ম-সঙ্গীত গেয়ে বসেছিল আর কি!

কিস্‌মিস্‌। তোমায় খুড়ো বলি তুমি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা কর কি সম্পর্কে?

বিহারী। ভাইঝী সম্পর্কে, তুমি যে আমার ডিয়ার মিস্ কিস্‌মিস্‌!

হেনা। চুপ কর ওর সঙ্গে পারবিনে, এখন গা'স তো একটা গেয়ে যাই চ'।

অখিল। হ্যাঁ হ্যাঁ গাও; বেহারীখুড়ো একটু থাম।

কিস্‌মিস্‌ ও হেনা।— (গীত)

আজ প্রেমের খেলা খেলবো দু'জনে।
কেউ জানবেনা শুনবেনা অতি গোপনে॥
বসে ভাই নিরিবিলি,
প্রাণের কথা ক'ব খালি,
দেখবো দোঁহে প্রেমের মোহে বিভোর নয়নে॥

বিহারী। আহা এমন মিষ্টি গলা, বলছিলে ধরে রয়েছে, মধ্যে মধ্যে রোদ্দুরে দিও নইলে পিপড়ে ধরবে।

অখিল। ও মিউজিক্, মিউজিক্! মিউজিক্ ইজ্ দি ফুড্ অফ্ লভ্। (O Music, Music ! Music is the food of love !)

বিহারী। ওর বাঙ্গলা হলো কি—'গাওনা পিরীতের খোরাক'; তা খাওয়া হলো এখন একটু পান কর।

অখিল। আবার আমার সঙ্গে? অমন কর তো আর কখনও আনিয়ে দেবনা।

বিহারী। চটছো কেন? ব্রাণ্ডী হলো পিরীতের গরম মসলা, একটু আধটু না খেলে কি পিরীত মজে? ব্রাণ্ডী খাও চা'র দিকে পবিত্র প্রণয়ের খোসবো ছুটবে।

পারুল। বাবুকে ত্যক্ত কর তো বোতল কেড়ে নেব।

বিহারী। মরি মরি কত দরদ গো! সাবধান পারুল, বাবুর চরিত্তির না খারাপ হয়।

হেনা। এইবার তবে আসি ভাই ল্যাভেণ্ডার।

পারুল। বসনা একটু।

হেনা। না ভাই মা বক্‌বে।

পারুল। তবে আর কি বলবো বল;—কিসিও চল্লি?

কিস্‌মিস্। হ্যাঁ আজ যাই।

বিহারী। কিস্‌মিসের বক্‌বে কে—মনক্কা মাসী?

কিস্‌মিস্। রঙ্গ দেখ!—হেনা চ'; আসি বাবু।

[কিস্‌মিস্ ও হেনার প্রস্থান।

অখিল। এরাও বেশ সভ্য, বেশ মিষ্টি গাইলে, গান শুনে মনটা অনেকটা ভাল হলো, নইলে বাড়ী থেকে এসে অবধি আজ মনটা বড়ই খারাপ ছিল।

পারুল। কেন বাবু কি হয়েছে? কিসের জন্য মন খারাপ হয়েছিল? আমার কাছে এলে কি তোমার মন ভাল হয় না?

অখিল। তা নয়, তোমার কাছে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণই আমি ভাল থাকি; তবে আজ একটা বড় অন্যায় কাজ হ'য়ে গেছে, যা কখনও করিনি তা আজ করেছি।

পারুল। কি কি আমায় বলবে না?

অখিল। আজ আসবার সময় যা'কে আমার স্ত্রী বলে তা'কে লাথি মেরে এসেছি; আমি ভালবাসিনে বটে, কাছে আসতে দিইনে বটে, কিন্তু কখনও কোন দুর্ব্যবহার করিনি, বিশেষ স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলাই অন্যায়।

বিহারী। তা এ আর কি, শাস্ত্র বাঁচিয়ে কাজ করেছ, হাত তোলনি পা তুলেছ।

অখিল। ঠাট্টা নয় বাস্তবিকই মনটা খারাপ হয়েছে।

পারুল। তবে বাবু তুমি তা'কে ভালবাস, নইলে কি মেরে অত প্রাণ খারাপ হয়!

অখিল। না পারুল, আমায় অবিশ্বাস কোরোনা, তোমা-ছাড়া এ জগতে আর কাউকে ভালবাসিনে; তবে মারাটা ভাল হয়নি।

বিহারী। এ বীরত্বটা ফলান হলো কেন?

অখিল। আরে এদানি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, রাত দিনই ভ্যান্ ভ্যান্ করতে কাছে আসে; আজ বেরুচ্ছি, এমন সময় এসে ন্থাকাম আরম্ভ করলে, দু'শোবার সঙ্গে যেতে বল্লেম তবু শুনলে না, উল্টে পা দু'টো ধরে টানতে আরম্ভ কল্লে; আমার তখন পারুলকে দেখবার জন্য প্রাণ ছটফট করছে, বড়ই অধৈর্য্য হয়েছিলেম, তা'র ওপর আস্পর্দ্ধা—বল্লে কিনা পারুলের অনেক আছে—কাজেই রাগ বরদাস্ত হলোনা।

পারুল। মাগগুলোই আমাদের শত্রু, তোমার যদি বে না হ'ত!

অখিল। তা'র চেয়ে তোমার সঙ্গে যদি আমার বে হ'ত!

বিহারী। তোমার বাপমা'র অদৃষ্ট, এমন কুলীন-কুমারী ঘরে নেযেতে পারলেন না!

অখিল। ঐ এক কুলীন-কুমারীই শিখেছ! পবিত্র প্রণয়ের মর্ম্ম তো বুঝলে না! পারুলই আমার যথার্থ স্ত্রী, সে যে বিবাহ হয়েছে তা একটা কুসংস্কারের সঙ্ঘটন বইতো নয়।

বিহারী। তা'র আর সন্দেহ কি, বিবাহ একটা ঘোর কুসংস্কার! আচ্ছা, ঘরের সেই কুসংস্কারটী যদি পবিত্র প্রণয় করে একটী যথার্থ পতি করেন তা'হলে কেমন সুসংস্কার হয়?

অখিল। সে যদি পবিত্র প্রণয় জানবে তবে আমি তা'কে ত্যাগ কোরবো কেন? তা'র ভালবাসার আইডিয়াই নাই; পা টিপতে আসে, সেবা করতে চায়, রেঁধে খাওয়াতে চায়, মনে করে এই করলেই বুঝি প্রণয় হয়।

বিহারী। আবার পড়ে পড়ে লাথিও খায়; ঢাল খাঁড়া ধরবে, পাঁয়তাড়া কসবে, জল গেলাসটী এগিয়ে দিতে এলিয়ে পড়বে, কা'কেও বঞ্চিত করবে না, তবেতো পবিত্র প্রণয় হ'বে।

পারুল। মদ খাচ্চ খাও অত বকছো কেন? তুমিতো খুব মাগের সোহাগ জান সেই ভাল।

বিহারী। কি কোরবো বল? বাবা একটী মৌরসী দাসী দিয়ে গেছেন, কাজেই তা'র সঙ্গে একটু অপবিত্র প্রণয় করতে হয়; পবিত্র প্রণয়ে বিস্তর খরচা, বিস্তর জথ্‌মি।

অখিল। আচ্ছা পারুল! তুমি আমায় কত ভালবাস?

পারুল। কত ভালবাসি তা কি বলা যায়! যে প্রণয়ের পরিমাণ আছে তা অতি তুচ্ছ!

অখিল। শোন বেহারী শোন!

বিহারী। তুমি শোন,—আমি সেই নফ্‌রা কামারের আমল থেকে শুনে আসছি।

অখিল। আচ্ছা পারুল, আমার যদি টাকা দেবার ক্ষমতা না থাকতো তা'হলেও কি তুমি আমায় এমনই ভালবাসতে?

পারুল। ঐতো জানি, তোমরা আমাদের বিশ্বাস করবে না; অদৃষ্টের ফেরে বেশ্যার ঘরে জন্মেছি, তোমরা না দিলে উপায় নাই, তা'ই টাকা নিতে হয়। গহনা টহনা আমার দরকার নাই, তবে মা বোঝেনা কি করবো বল? আমার সদাই ভয় করে তুমি ত্যাগ করে যাবে; তোমরা পুরুষ মানুষ কখনই এক যায়গায় থাকনা তোমাদের মন চিরকাল ঠিক থাকেনা।

অখিল। ছি পারুল! তুমি কি আমায় লম্পট ভাব যে অন্য স্ত্রীর প্রতি আমার মন পড়বে! প্রণয়ের জন্য আমি পাগল হ'য়ে ছিলেম, তোমার কাছে এসে আমি তা পেয়েছি, তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাব!

পারুল। অন্য কোথাও না যাও তোমার স্ত্রী তো রয়েছে, সত্যি সত্যি চিরকালই কি স্ত্রী ত্যাগ করে থাকবে, বিশেষ তোমারই মুখে শুনতে পাই, সে যে রকম বেহায়া তুমি তাড়িয়ে দিলেও ধরে টানাটানি করে।

অখিল। পারুল, আমার চখে সে স্ত্রী আমার পরস্ত্রী, আমি আবার বলছি, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি আমি লম্পট নই, ব্যভিচারী নই, তোমায় ত্যাগ করে যদি সে স্ত্রীরও সংসর্গে যাই সেও আমার ব্যভিচার করা হ'বে।

বিহারী। বাবাজী আমি বিস্তর দেখেছি তোমার মত ধর্ম্ম জ্ঞান কারু দেখলেম না! স্ত্রীসংসর্গের মত ব্যভিচার আর নাই—যা বল্লে! সকালে বাড়ী গিয়েই সে ছুঁড়ীর একটা ঘর ভাড়া করে দিও, পরস্ত্রী বাড়ীতে রাখতে আছে! পারুলকে ঘরে নিয়ে যাও তোমার মা'র হবিষ্যি রেঁধে দেবে।

অখিল। পারুল রাঁধবে?

বিহারী। ভুল হয়েছে ভুল হয়েছে, হেঁসেলে গেলে প্রণয় ভঙ্গ হয়, প্রণয় কাঁচের জিনিষ, আগুণ তাতে চিড়্ খায়।

(বামার প্রবেশ)

বামা। হ্যাঁ বাবা একটা কথা বলতে এলেম, যদি কিছু মনে না করতো বলি।

অখিল। কি বলনা মা বলনা?

বামা। বলছিনি বাবা, তুমি মনে করবে মা মাগী বড় হ্যাংলা দিবেরাত্তির দাও দাও করে।

অখিল। না না তুমি বল।

বামা। তবে বলি বাছা কিছু মনে করোনা, বলছিলেম অতগুলো টাকা খরচ করে ফুল চিরুণী গড়িয়ে দিলে কিন্তু পারুল তা পরতে পাচ্ছে না।

পারুল। আমি না মা তোমায় বারণ করেছি বাবুকে ও কথা বলতে, তুমি সেই কাণের কথা বলতে এসেছ? আমি রোজ রোজ অত খরচ করান ভালবাসিনি; যাও আমি কাণও পরবো না ফুল চিরুণীও পরবো না।

বামা। ঐ দেখ বাবা তোমার কাছে আমি কিছু চাইলেই পারুল রাগ করে; কাণ না হলে কি ফুল চিরুণী মানায়?

পারুল। আমি কি নাচতে যাই যে ফুল চিরুণী পরতে হ'বে?

বামা। নাই গেলে নাচতে, তুমি দু'খানা গহনা পরলে বাবুরই মান বাড়ে, অত বড় লোকের কাছে আছ, দু'খানা সোণা দানা না হলে লোকে বলবে কি?

বিহারী। গায়ে থু থু দেবে! গিন্নি গায়ে থু থু দেবে।

এই ভাড়াটে বাড়ীতে আছ বলে কত লোকে কত বলে, আমি তো আর মুখ দেখাতে পারিনা।

বামা। তা পারুলের অদৃষ্টে নিজ-বাড়ীতে বাস করা থাকে তো বাবু হ'তেই হ'বে; ওতো আর বাবু বই জানেনা। মল্লিকদের মেজবাবু তিনশো টাকা মাইনে আর একখানা বাড়ী দেবে বলে লোক পাঠিয়েছিল, তা ও তা'কে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে, একবারে কেঁদে কেটে আকুল—পাগল! শুনেছ বাবু, ও বলে তোমার সঙ্গে ছাড়া হলে ও গলায় দড়ি দেবে।

বিহারী। না না মা লক্ষী অমন কাজ কোরোনা, তা'হলে অমন সোণার অঙ্গ হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিরবে ফাড়বে!

অখিল। সর্ব্বনাশ!

বিহারী। বামচাঁদ! তোমার সন্ধানে শুনছিলেম না এক যোড়া বেশ সস্তায় ঘুঘু আছে? অখিল বাবাজীকে দাওনা পুষবে, ভদ্রাসনখানা খাঁ খাঁ কচ্ছে!

পারুল। খুড়ো বাড়ী যাও তোমার নেশা হয়েছে।

বিহারী। যাচ্ছি বাবা এই অল্পই আছে, লবঙ্গ দিয়ে আর চলছে না, ঘরে ফুলুরিটে আস্‌টা আছে?

বামা। ফুলুরি কোথা পা'ব!

পারুল। (বালিকার ন্যায়) ফুলুরি কি মা?

বামা। ও বাছা সে দাল দিয়ে এক রকম করে, ছোট লোকেরা খায়।

পারুল। ছি বেহারী খুড়ো! মদ খাচ্ছ খাও ঐ সব জিনিষ তুমি আমার বাড়ীতে আনতে চাও! তা হ'বে না; পেস্তাভাজা হয়নি মা তা'ই না হয় দুটো এনে দাওনা।

বিহারী। লক্ষ্মী! অত দমূকা খরচ করোনা, ফেল্ হ'য়ে যা'বে!

অখিল। যাক যাক থাম বেহারী, আচ্ছা মা কাণ না হলে কি ফুল চিরুণী মানায় না?

বামা। না বাছা; সুবিধে মত ছিল তা'ই বলছিলেম, বাপি লাগবে না, কামিনীর ভাড়াটে বিলেস তা'র কাণ বেচতে চাচ্ছে, চোদ্দ ভরি আছে, গিনী সোণা তা'ই বলছিলেম।

অখিল। তা মা তুমি আনিয়ে রেখ আমি দেখবো।

বামা। তা'ইতো! আমি বলি বড়লোক দরাজ হাত! তা বাছা খাবার বাড়বো কি?

পারুল। বাড়গে বাবুর দিনে কিছু খাওয়া হয়নি।

বিহারী। কোত্থেকে হ'বে, সেখানে মা, বোন, পরিবার, যত আপদ জুটেছে, কেউতো যত্ন করবার লোক নাই।

বামা। যাই আমি খাবার বাড়ি গে।

[প্রস্থান।

পারুল। না বাবু তুমি এখন কাণ কিনোনা, কেন মিছি মিছি তিনশো সাড়ে তিনশো টাকা খরচ করতে যা'বে?

বিহারী। বাবাজী, মেয়েমানুষের কথাটা রাখ—ও কিনোনা।

অখিল। না না মা'কে কথা দিয়েছি।

বিহারী। কি নরকের ভয়!

নেপথ্যে বামা। পারুল, বাবুকে নিয়ে এস।

পারুল। চল বাবু খাবে চল।

বিহারী। আমায়ও খান দুই লুচি টুচি দিও, রাত্তির-বাস ছাড়া আর সবেতেই রাজী আছি।

অখিল। চল।

বিহারী। আহা! অখিল বাবাজী, তুমি চিরকাল এই পবিত্র প্রণয় কর, ঘরের পরস্ত্রীকে বাজারে পাঠিয়ে দাও; আমার রাত্তিরের লুচি কালিয়াটা চলুক, বাড়ীর সেই রুটী আর পুঁইশাক বড়ই বালাই হয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মৃত্যুঞ্জয়ের দরদালান।

আমোদিনী ও তরুবালা।

আমো। এস এস দিদি এস, তুমি যে বোন এ বাড়ী আবার আসবে তা মনে ছিল না! এখন তো আর কোন অসুথ নাই?

তরু। না কনেদিদি আর কিছু নাই, তবে মাথাটা কেমন কেমন করে আর থেকে থেকে বুকের ভেতরটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, ওষুধ তো এখনও থাচ্ছি কিন্তু ঐ কসুরটুকু যাচ্ছে না।

আমো। দিদি ঐ হলো আসল রোগ! অত বাড়াবাড়ি যে হয়েছিল সে ঐটুকু থেকেই; ও ডাক্তারের ওষুধে যাবার নয়, ওর চিকিৎসা মনের জোরে করতে পার হয়, আর তা নইলে সবার চেয়ে যা ভাল নাতি মনে করলেই সেরে যায়।

তরু। হ্যাঁ কনেদিদি গুণটুন কি সত্যি? ওকেতো কেউ কিছু করেনি? আমি মরি তা'তেও ওর ইচ্ছে নাই, তা'হলে অত

করে ডাক্তার দেখাবে কেন? রাত্তিরেও একবার করে সেখান থেকে এসে দেখে যেত; তবে কেন আমায় ঘরে নেয়না?

আমো। আমি বলিনি তোকে—ওটা ওর পাগলামি; বইএ সাহেব বিবিদের কথা পড়ে পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমি একটা মতলব আঁটছি দেখি ওরে তোর পায়ের গোলাম করে দিতে পারি কি না, একবার কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করি তিনি কি বলেন শুনি।

তরু। কি কনেদিদি কি কনেদিদি ওষুধ টষুধ? তা যদি হয় তো আমি পারবো না, কোথেকে কি হ'বে, অমনি তো শরীর একবারে গেছে।

আমো। না লো না, সে খাওয়াবার দাওয়াবার ওষুধ নয়, সে আর এক ওষুধ; আমি ওর রোগ বুঝিছি, সে যেমন রোগ তেমনি ওষুধ।

তরু। কিছু করে কাজ নাই কনেদিদি, আমি মা'কে বলেছি তুমি চেষ্টা করে দাদাম'শায়কে বলেকয়ে ওর আর একটী ভাল দেখে বে দাও, তা'হলেই সব গোল চুকে যা'বে, সব দিক বজায় থাকবে, আমিই হয়েছি বালাই!

আমো। বে দেব বইকি! আমার তরুর চেয়ে ভাল বৌ আর কোথায় পা'ব? তরুকে যে দেখতে পারলে না তা'র কপালে আবার ভাল জুটবে! তোমার আমি সতীন করে দেব! দেখনা, আমি কি তেমনি—তরু?

তরু। না কনেদিদি তুমি বুঝছো না, বে দিলেই সব ভাল হ'য়ে যা'বে, ওকি বলে আমি তা জানিনি, ইংরিজী মিংরিজি পড়তে শিখিনি তা'ই আমাকে দেখতে পারে না, এখনকার তো

অনেক মেয়ে ইংরিজী পড়েছে, বিবি হয়েছে, তা'ই দেখে একটা বে দাও তা'হলেই ঘরবাসী হ'বে।

আমো। তোর একটা ঐ বাই হয়েছে বুঝি? বিকারের ঝোঁকেও ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে শাশুড়ীর পায়ে ধরতে যেতিস আর বলতিস 'বে দাও মা বে দাও মা'।

তরু। না কনেদিদি রাগ করে বলিনি, আমি মনের সঙ্গে বলি, যেমন করে হোক সর্ব্বনাশীর কাছ থেকে ওকে নিয়ে এস, ঘরবাসী কর, শরীর ভাল থাক, সুখে থাকুক তা'ই আমি দেখি! আমার কি? আমি আমার শাশুড়ীর বৌ, হাজার সতীন আসুক তা থেকেতো আমায় কেউ পর করতে পারবে না।

আমো। হ্যাঁ তা'ই হ'বে তা'ই হ'বে, আমি যা ভাল বুঝবো তা'ই করবো, যা বলবো তা'ই শুনিস। এখন আয় তিনটে বোধ হয় বেজে গেছে, তোর ওষুধ খাবার সময় হয়েছে খেগে যা।

তরু। হ্যাঁ যাই।

আমো। শান্তও কি তোর শাশুড়ীর সঙ্গে ঠাকরুণের তলায় গেছে?

তরু। হ্যাঁ, ঠাকুরঝির যে দেওরের জন্য মানত ছিল।

আমো। ভ্যালা মেয়ে যাহোক! কপাল পুড়ে যেন বুড়িয়ে গেছে; তোর এত উপোস তিরেস ঠাকুর দেবতা কেন! আর কে গেছে?

তরু। বুড়ো ঝী গেছে আর গয়লা-দিদিকে নিয়ে গেছেন; তবে আমি এখন চল্লেম।

আমো। আচ্ছা আয়, ওরা ফিরে এলে সন্ধ্যার পর একবার আসিস, একটা খোঁচের ডাল হাতে করে আনিস,

কাল মশারিতে একটা ছারপোকা দেখেছিলেম রেখে দেব একটা ঘরে।

তরু। আনবো।

[প্রস্থান।

আমো। আজ কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করবো, দেখছি অখিলের বই পড়া প্রণয় করা, দেখি উনি মেয়েমানুষের বুদ্ধির কাছে কোথায় লাগেন! ভূত দে ভূত ঝাড়াব, ওর পাগলামি আমি ঘোচাব; তরু রাজী হ'বেনা? রাজী না হলে আমি ওর সঙ্গে কথা কইব না।

(হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। নতুনদিদি বড় ক্ষিদে পেয়েছে কি খা'ব? কিছু দাওনা।

আমো। কি খা'বে? লুচি তো এখন ভাজা হয়নি, কাল গজা তৈয়েরি হয়েছিল এনে দেব?

হারাণ। না, তা'তে আমার বড় অম্বল হয়, আমার দুধটুকু বরঞ্চ এখন দাও রাত্তিরে খা'বনা।

আমো। তা দিচ্ছি এনে।

[প্রস্থান।

হারাণ। নতুনদিদি মনে করেছে সত্যিই আমার ক্ষিদে পেয়েছে, এ যে সহচরীর ক্ষিদে তা কে বুঝবে বল! বেটী আমায় ন্যাজে খেলাচ্ছে, সব বুঝছি বাবা বুঝে সুঝেও বোকারাম!

(আমোদিনীর পুনঃ প্রবেশ)

আমো। এই নাও—জল চাই?

হারাণ। আমি কি দুধ খেয়ে জল খাই?

আমো। তবে ঝীকে ডেকে বাটিটে ধু'তে দিও, আমি লুচি ক'খানা বেলে দিইগে।

[প্রস্থান।

হারাণ। এতেই যা হয়! সহচরীর দুধ! তা'র গায়ের বাঁটের! মারি এক চুমুক, আহা হা! যেন বসুস্তি ক্ষীর! আর এক চুমুক, রাবড়ী রাবড়ী! নিজে দুয়েছে, আহা হা! সেই মোটা মোটা হাত দু'খানি দিয়ে দোয়—চ্যা চোঁ গাবুর গুবুর—আর এক চুমুক, কি মিষ্টি কি মিষ্টি! সহচরি, তোর গায়ের বাঁটে আখের ক্ষেত! হাতে মিস্‌রির বুকনি!—ঢক্ ঢক্ মেরে দিই! তবু সহচরীর হাতের দুধটা খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা হোল, আতল পাতল করছিলেম! মল্লিক মশাই আবার র্‌যাপার কিনে দিতে চান, আমার যে পিরীতের গরমে ঘাম ছুটছে তা বোঝেন না। জোর করবো না কি? ভাল কথা মনে, আজ না শালী বন-ভোজনে গিয়েছে? যা থাকে কপালে—শ্যামবাজারের পোলের কাছে গিয়ে দাঁড়াই, সন্ধ্যা বেলায় তো ফিরবে, দেব পেছন থেকে আঁচল ধরে টান—সহচরী গোপী গোয়ালিনী!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেলগেছের বাগান।

বেণী, সহচরী ও শান্ত।

সহ। ঐ দেখ ঐ বসে আছেন এখনও ধ্যানে আছেন।

শান্ত। না ভাই চ', বৌকে বলিনি কনেদিদিকে বলিনি,

ওষুধ পালায় কাজ নাই, ওদের বলে তখন নয় আর একদিন আসবো; মাছ দেখাতে এনেছিলি দেখলেম, এখন চল মা আবার ব্যস্ত হ'বেন।

সহ। কতক্ষণ আর হ'বে, মা'কে তো আমি বলে এসেছি যে দিদিমণিকে খোট্টাদের বাগান দেখিয়ে আনি, এলি যখন সাধুকে প্রণামটা করে যাবিনে?

শান্ত। তা চ' ভাই প্রণাম করে আসি।

সহ। আয়; বাবা প্রণাম হচ্চি মুখ তুলে চাও, আমাদের দু'জনকে আশীর্ব্বাদ কর।

বেণী। শিব শঙ্কর! শিব শঙ্কর! হর হর বিশ্বেশ্বর! কোন্ হ্যায়রে বেটী?

সহ। বাবা আমরা তোমার দাসী, শুনেছি বাবা তুমি তো কিছু নাওনা, তা যদি কৃপা করে আমার এই বোনটীকে একটু ওষুধ দাও; ওরা খাওয়াবে না—কোন ফোঁটা টোটা দাও ওর ভায়ের কপালে টিপ করে দেবে;—একেবারে ঘরবাসী নয়, বৌকে দেখতে পারে না।

বেণী। ইন্‌হিকো ভাই? আরে এস্‌কা তো লচ্ছন দেখতা হ্যায়, দেখে ছোকরি তেরা হাত।

শান্ত। না পয়লাদিদি আমি হাত দেখাব না—আমার আবার কি!

বেণী। আরে ভগওয়ান যো তেরা লিলাট্‌মে বড়া ভাগ্‌মান সন্তান লিখা হ্যায়, ও সন্তান জনমকে দুনিয়াকো ভালা করেগা, জগৎমে ধরম শিখায়েগা।

সহ। শোন দিদিঠাকরুণ শোন।

শান্ত। কি শুনবো! হ্যাঁ ঠাকুর আপনি কি বলছেন? আমি তের বৎসর বয়েসে বিধবা হয়েছি আমার আবার সন্তান কোথেকে হ'বে!

বেণী। তেরা লিলাট্ মে লিখা দেখতা হাম কেয়া করে? সন্তান হোনাই চাহিয়ে।

শান্ত। চল গয়লাদিদি আমরা যাই।

বেণী। আরে বৈঠো বৈঠো; তেরা জনম নচ্ছত্তর মিলায়কে সাধি হুয়া নেই, উসি ওয়াস্তে তু বিধবা হুয়া, তেরা যো স্বামী লিখাথা ও আবি জীতা হায়, উসিসে তেরি সন্তান হোগা; তেরা ওয়াস্তে ও আবি পাগল হোকে ঘুমতা হায়, তোম ওসকো সাধি না করগে তো বেচারাকো মরণ লিখা হায়, মরণমে তেরাই পাতক লাগেগা।

শান্ত। এ সব কি কথা! চল গয়লাদিদি চল।

বেণী। শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা, ধরমকে ব্যাখ্যা হোতা হায়, তোম বেজার হোতি কাহে?

শান্ত। বিধবাকে বে করতে বলছেন এই বুঝি আপনার শাস্ত্রের কথা?

বেণী। শাস্ত্রকা কথা নেহি? লিখা হায়; সাধি কর কুচ অধরম নেহি হাম উপদেশ দেতা; তেরি এই ছোকরি উমের, ইয়া সুন্দর সুরত, আত্মাকো ক্লেশ দেনা নেহি চাহিয়ে।

শান্ত। যা'র জন্য এলি তা'র কিছুই হোলনা, এসব কথা কেন এল গয়লাদিদি?

সহ। গোঁসাই ওর ভায়ের ওষুধ দিন, শান্তদিদি নিজের কথা শুনতে চায়না।

বেণী। ঠাণ্ডা হো ঠাণ্ডা হো, উন্‌হিকো বাত্‌ আবি পূরা ধ্যানমে আগিয়া।

সহ। ঐ শোন, আমি কি করবো দিদি? তোমার কথাই এখন গোঁসায়ের পূরো ধ্যানে এসেছে, ধ্যানে যা আসবে তা'ই তো বলবেন, ধ্যান ছাড়া তো আর বলবার যো নাই; দেবতা ওঁকে যা বলাচ্ছেন তা'ই বলছেন, কথার মত কাজ কর আর না কর যা বলেন চুপ করে শুনে যাও, অশ্রদ্ধা করে মন্নি কুড়িও না। মাথাটা বড় জ্বলছে আমি দোড়ে ঘাট থেকে গামছাখানা ভিজিয়ে আনি:

শান্ত। না না—তুই থাক তুই থাক।

সহ। এই যে যা'ব আর আসবো দু'পা বই তো নয়, সন্ন্যাসী মানুষ ওঁর কাছে ভয় কি?

বেণী। ব্যোম ব্যোম! বোল দে বাবা বোল দে! কেয়া নাম বোলা—শান্ত? বড়া মিঠা নাম শান্ত! শান্তকা অদৃষ্ট হামকো দেখায় দে, কেয়া বোলা বাবা—বড়া ধরমশীল সন্তান হোগা? উন্‌কা জনমসে পৃথিবী পবিত্র হোগা? সন্তান কো বাপ কেয়সা হোগা? বড়া আচ্ছা আদমি, শান্তকো বহুৎ পেয়ার করেগা, উন্‌কা এক সাধি হ্যায়, সো আউয়াৎ বেচারাকো বহুৎ তক্‌লিপ্‌ দেতা হ্যায়, শান্তকো সাৎ মিলন হোনেসে ও স্ত্রীকা মু'বি নেই দেখেগা, শান্তকা ওয়াস্তে ও আবি পাগল হোকে ঘুমতা হ্যায়।

শান্ত। ঠাকুর আপনার পায়ে পড়ি ওসব কথা আমাকে শোনাবেন না, আমার বড় কষ্ট হয়! রাগ করবেন না, শাপ দেবেন না, অন্য কথা বলুন আর কিছু ধ্যান করুন!

বেণী। পাগল হুয়া হ্যায় পাগল হুয়া হ্যায়! রো রোকে

ঘুমতা হ্যায়! শান্তকা সাৎ সাধি না হোনেসে ও মর যাগা মর যাগা—যথার্থই প্রাণে মরে যা'বে, প্রাণ যায় যায় হয়েছে, শান্ত না দয়া করলে মরে যা'বে, উন্মাদ হয়েছে উন্মাদ হয়েছে! ভালবেসে উন্মাদ হয়েছে!

শান্ত। এ কি—কি এ! আপনি কে?

বেণী। দয়া কর শান্ত দয়া কর, তোমার জন্য মরি!

শান্ত। কি সর্ব্বনাশ! সহচরী কি আমায় কোন ফাঁদে এনে ফেল্লে! গলা যেন চেন চেন করছি, সহচরি সহচরি! কে তুমি?

বেণী। (জটা শ্মশ্রু ত্যাগ করিয়া) তোমার দাস, তোমার প্রেমের চিরভিখারী দেখ তোমার পায়ে পোড়ে!

শান্ত। অ্যাঁ বেণীদাদা! তুমি—তুমি—বেণীদাদা!

বেণী। দয়া কর শান্ত দয়া কর!

শান্ত। বেণীদাদা তোমারই এই কাজ! আমি যে তোমার ছোট বোন, আমার মা যে শুধু তোমায় পেটে ধরেনি!

বেণী। প্রাণের দায়ে করেছি শান্ত! অনেক দিন চেপে থেকেছি আর থাকতে পারিনি!

শান্ত। সরে যাও, সরে যাও, পা ছুঁয়োনা—ছি ছি ছি!

বেণী। ভয় নাই ভয় নাই, আমি তোমার প্রতি কুব্যবহার কোরবোনা, ততদূর কু-অভিপ্রায় আমার নাই, আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার ভালবাসা পেতে চাই, তোমায় বিবাহ করতে চাই, আমার প্রাণের কথা তোমায় কখন বাড়ীতে খুলে বলতে পারিনে তা'ই আজ এই কৌশল করেছি; তোমায় আমি কতদূর ভালবাসি, তোমায় পা'বার জন্য আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল, তোমায় আমি কি চক্ষে দেখি, তোমায় পেলে

আমি কি স্বর্গ পাই তা'ই বলবার জন্য আমি আজ সন্ন্যাসী সেজেছিলেম!

শান্ত। তোমার একটু লজ্জা হচ্চে না! আমার মুখপানে চেয়ে ও সব কথা কি করে বলছো? তুমি যে আমায় কোলে করে মানুষ করেছ!

বেণী। সত্যই তোমায় ভালবাসি, ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি, সেই ভগ্নী-স্নেহ ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়েছে। তোমরা মনে করতে আমি স্ত্রী নিয়ে বেশ সুখে আছি, কিন্তু না—আমি একদিনের জন্যও ভালবাসার সুখ পাইনে; দামিনী চিরকাল আমায় বাক্য-যন্ত্রণায় জ্বালাতন করেছে, তা'র উগ্রমূর্ত্তির পরে যখন তোমার ঐ স্থির কোমল মুখখানি মনে পড়ে তখনই তোমায় পা'বার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠে!

শান্ত। ধিক্ তোমায় ধিক্! তুমি আর মুখ দেখাবে কেমন করে? (গমনোদ্যত)

বেণী। যেওনা যেওনা, আমার সব কথা বলা হয়নি একটা কথা শুনে যাও।

শান্ত। পথ ছেড়ে দাও পথ ছেড়ে দাও, নইলে আমি চেঁচামেচি করবো।

বেণী। শোন শান্ত শোন ভয় নাই! তুমি না বল্লে আমি গায়ে হাতও দেবনা; সে ভাব আমার নাই, সে রকমে তোমায় পেতে চাইনে, তোমায় আমি বিবাহ করবো। কেন তুমি আমার স্ত্রী হ'তে অমত করছো? আমি কখনও সুখী হইনে আমায় সুখী কর, আপনিও কখনও সুখী হওনি—সুখী হও!

শান্ত। হয় তুমি অতি পাষণ্ড নয় পাগল!

বেণী। পাগল পাগল! তুমিই পাগল করেছ, আমায়ও পাগল করেছ আপনিও পাগল হয়েছ! পাগল না হলে স্বেচ্ছায় সুখে জলাঞ্জলি দেবে কেন! আমার আর একটী কথা শোন শান্ত, তা'রপর তোমার যা ভাল বোধ হয় করো; যথার্থ বলছি তোমায় না পেলে বাঁচবোনা, তবে দিন দিন একটু একটু মরা কেন? যদি তুমি আমার হ'তে স্বীকার না কর তবে তোমার সামনে এখনি মরবো—বল আমার হ'বে; না হয় এই দেখ ছুরি, এখনই তোমার সামনে বুকে বসিয়ে দিই।

শান্ত। তা' যদি পার তা'হলে ভগ্নীকে কুকথা বলবার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয় বটে।

বেণী। বল—আমি মরি।

শান্ত। বুঝতে পেরেছ—যা করেছ তা'তে তোমার মরাই ভাল? কিন্তু তুমি তা পারবে না। যে শরীরের সুখের জন্য এত লালায়িত সে কি প্রাণ অন্যে দিতে পারে? আমি হিন্দুর ঘরের বিধবা, এ দেহখানা যে কি তুচ্ছ তা আমি বেশ বুঝতে পারি; সহমরণ প্রথা নাই নইলে যে দিন পতি মলো সেইদিন হাসতে হাসতে চিতায় গে উঠতে পারতুম; এখনও প্রাণ সেই পতির পায়, শূন্য দেহখানা ল'য়ে আছি, এর কোন সুখের চিন্তা নাই; আর তুমি এই দেহের জন্য নরকে যেতে রাজী, তোমার সাধ্য কি যে তুমি মর!

বেণী। শান্ত শান্ত তুমি আমায় বিশ্বাস করছো না?

শান্ত। তোমায় বিশ্বাস! বরং কেউটে সাপের মুখে হাত দেব; বিশ্বাসের কথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি আজ একটা আশ্রমের উপর অশ্রদ্ধা করিয়ে দিলে! আমরা

কুলের কুলবধূ, শ্বশুর ভাশুরের সামনে বেরুতে আমাদের মানা; কিন্তু দেবতার স্থানে, সাধু সন্ন্যাসীর সামনে যেতে বাধা নাই; সন্ন্যাসী বলে আমি তোমার কাছে বিশ্বাস করে এসেছিলেম কিন্তু এখন থেকে যথার্থ মহাপুরুষ হলেও তা'কে প্রণাম করতে যেতে আমার মনে অবিশ্বাস হ'বে। ভাই বলতেম, তোমার কাছে মাথার কাপড় খুলে বেরুতেম; এই ব্যবহার দেখে এ জন্মে আমি আর কারুর সঙ্গে ভাই সম্পর্কও পাতাতে পারবো না! জন্মের মতন আমার মনে অবিশ্বাস জন্মে দিলে, আবার বিশ্বাসের কথা মুখে আনছো?

বেণী। শান্ত শান্ত আমায় মাপ কর, আমি বুঝতে পারিনে তোমার সঙ্গে কৌশল করেছি মাপ কর; কিন্তু প্রাণ খুলে বলছি তোমায় আমি বড় ভালবাসি!

শান্ত। এখনও ঐ কথা, কি আশ্চর্য্য! তুমি আমায় ছেলে-বেলা থেকে জেনেও বুঝতে পারলে না? আমাকে তো অনেক দিন বিধবা বিবাহের কথা বুঝিয়েছ, কি উত্তর পেয়েছ মনে নাই? প্রথম—স্বামী-স্ত্রীর ইহ জন্মের সুবাদ নয়, আমি মহাভারতে পড়েছি পরকালেও সেই সুবাদ থাকে। দু'দিন বাদে তো মরবো তখন ক'টা স্বামীর সেবা করবো? তা'রপর আমি এক সংসার থেকে আর এক সংসারে এসেছি, এক গোত্র থেকে আর এক গোত্রে এসেছি, সাহেবদের মতন আমাদের মাগটী ভাতারটী নয়, শ্বশুর শাশুড়ী ভাশুর দেওর জা ননদ, আমিও তা'দের মাঝে একজন বৌ; বে দিয়ে এনে হাতের ভাত খেয়ে জাতে নিয়েছে সে ঘর ক'বার বদলাব? তোমায় বলি শোন, যে ব্যবহার আজ করেছ কি শাস্তি দিলে যে তার

শোধ হয় বলতে পারিনা, কিন্তু তবু আমি তোমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতে চাইনা, ছেলে বেলা থেকে অনেক স্নেহ যত্ন করেছ, লেখাপড়া শিখিয়েছ, ভাই বলে মানতুম, গুরু বলে জানতুম; আজকের একাণ্ডে অন্য মেয়ে হলে ভয় পেতো কাঁদতো চেঁচাচেঁচি করতো, কিন্তু আমি এখনও তোমার সঙ্গে স্থির হ'য়ে কথা কচ্ছি; আমি আমাকে চিনি, জানি; জোর কর প্রলোভন দেখাও আমার কিছু করতে পারবে না, দেবতা আমার প্রাণে বল দিয়েছেন, তাঁর নাম করা ভিন্ন শরীরের সঙ্গে আমার মনের কোন সম্পর্ক নাই; তুমি আমায় কখনও বোঝাতে লওয়াতে পারবে না লাভের মধ্যে ভাই সম্পর্ক ছিল তা'ও ঘোচালে।

বেণী। শান্ত শান্ত তোমার মত সতী আমি দেখিনে! আমি কিছু লেখাপড়া শিখিছি, লম্পট নয়, এবার আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি সত্য বলছি তোমার মতন স্ত্রী হলে আমি আর এক মানুষ হ'তেম, সংসারের একটা আদর্শ হ'তেম। যা হয়েছে ভুলে যাও আমায় ভাই বলে মন থেকে পরিত্যাগ করোনা। আমি তোমার সরলতায়, রূপের মোহে পাগল হয়েছিলেম; বুঝলেম তুমি এ পৃথিবীর নয়; সব কথা ভুলে গিয়ে আমি যে বেণীদাদা ছিলেম তা'ই বলে এক একবার মনে করো, আমি যে অসুখ ভোগ করতে জন্মেছি তা'ই করবো!

শান্ত। কেন তা করবে? পতিসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে আমিও যে এক রকম সুখে কাটাচ্ছি, আর তুমি সংসারী হ'য়ে সুখী হ'তে পারবে না? সুখ দুঃখ আপনার হাতে; বৌ যদি মনের মত না হয় তা'কে গিয়ে সব খুলে বল, বুঝিয়ে দাও যে সে ঝগড়া

করে বলে তুমি সুখী হ'তে পার না ; গহনা দিতে না পার তা'কে আদরে ভরিয়ে দাও, দেখাও যে তা'কে সুখী করবার জন্যই তুমি পরিশ্রম কর, তা'রপর দেখ সে তোমার দুঃখে দুঃখী হয় কি না। দুঃখের দুঃখী পাওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে আর সুখ নাই, ভগবান দুঃখীর দুঃখে দুঃখী তা'ই স্বর্গে অত সুখ!

বেণী। শান্ত, দিদি, বোন! এ উপদেশ আমায় কেউ দেয়নি! যা বল্লে আমি তা'ই করবো কিন্তু আজকের কথা তুমি প্রকাশ ক'রনা, তোমায় দেখলেই আমার এই লজ্জার কথা মনে আসবে ; আট দিন বই কলিকাতায় থাকবো না, ডাক্তারখানা বেচে মা'কে যা পারি টাকা বুঝিয়ে দিয়ে পরিবার নিয়ে কাশী যা'ব ; চিকিৎসা করতে কতক শিখেছি যেমন করে হোক এক রকম সেখানে চলে যা'বে। একটী কথা বল শান্ত সব ভুলে যা'বে? আমায় সেই বেণীদাদা বলে ভাববে?

শান্ত। বেণীদাদা যদি তুমি যথার্থই অনুতপ্ত হ'য়ে থাক তা'হলে আজকার ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলবো, তুমি আমার সেই দাদাই থাকবে। যে মোহে মোহিত হ'য়ে আ'জ তুমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলে আমি জানি সে মোহে বড়ই প্রলোভন, সহসা তা দূর করা যায় না ; কিন্তু যথার্থ যদি তোমার হৃদয়ে অনুতাপ হ'য়ে থাকে তা'হলে তোমায় ঘৃণা করা দূরে থাক আমি তোমায় সাধু বলে পূজা করবো, তোমার মূর্ত্তি আবার সেই বেণী দাদা বলে হৃদয়ে রাখবো। কিন্তু তুমি যা বল্লে, দূরদেশে যাওয়াই তোমার কর্ত্তব্য ; চক্ষু বড় শত্রু, মনুষ্য হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল! আমি চল্লেম।

বেণী। একা যেতে পারবে?

শান্ত। মা এই সামনের বাগানে বন-ভোজনের আয়োজন করছেন আমি ঠিক যা'ব।

[প্রস্থান।

বেণী। আমি কি ভুল বুঝেছিলেম কি ভুল বুঝেছিলেম! সাক্ষাত স্বর্গের প্রতিমাকে রক্ত মাংস জড়িত মানুষ ভেবেছিলেম! ভয়ে চীৎকার করলে না, ক্রোধে কর্কশ বল্লে না, অমানুষিক হৃদয় বলে, সতীত্ব সম্পদের অতুল ঐশ্বর্য্যে, প্রাণের জোরে, শান্তগুণে শান্ত আমার জীবন-প্রবাহ আজ পরিবর্ত্তন করে গেল! যা বলেছি তা'ই করবো কাশী যা'ব, দেখি আবার নূতন মানুষ হ'তে পারি কিনা।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পারুলের কক্ষ।

বামা ও পারুল।

বামা। খোল দেখি তোর আনলার বাক্স কেমন টাকা নাই দেখি।

পারুল। যদিই থাকে তা'তে আর কি? তোমার খরচ পত্রতো সমানই দিচ্ছি।

বামা। সমানই দিচ্চিস কি? হ্যাঁলা ও নোকড়ি সমান মানে কিলা? একলা তোর প্রতি কত খরচ পড়ে বল দেখি?

পারুল। আমার আবার খরচ কি? ওঃ না জানি তবু ভাল করে খাওয়ালে কি না বলতে! এক তরকারি ভাত আর খান দুই পোড়া রুটী।

বামা। খান দুই পোড়া রুটী কিলা? জব্‌জবে করে ঘি মেখে কোলে যে গোছা ধরে দিই; হ্যালা বেটী তুই এমনি নেমকহারাম? এই যে গেল রাত্তিরে খেয়েছিস; আবার তা ছাড়া একবার বাবুর সঙ্গে বসে খাওয়া আছে।

পারুল। বাবুর সঙ্গে বসে আর আমি কি খাই, দু'খানা লুচির্ ফোসকা ছিঁড়ি বইতো নয়।

বামা। 'আর বাবুকে যে আদর করে গিলিয়ে গিলিয়ে খাওয়াও—ভারি আমার বাবু! একশোটী টাকা দেন তো পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাসে ওর পেটেই যায়! তা'র আবার দু'মাসের টাকা পাওনা হয়েছে; টাকা আদায়ের কচ্ছিস কি? না লুকিয়ে নিয়ে বসে আছিস?

পারুল। হ্যাঁ আমি লুকিয়ে নিয়ে তালুক কিনেছি।

বামা। তালুক কিনেছিস কি মুলুক কিনেছিস তা আমি কি জানি, তা'ইতো বল্লুম খোলনা তোর আন্‌লার বাক্স?

পারুল। আন্‌লার বাক্সোয় আমার যা'থাক তোমার তা'তে কি? আ মর বেটী, আমি গতর খাটিয়ে রোজকার করবো আর ওর হেঁপোরুগী মাসীকে বেদানা খাওয়াবেন! আর আমার জল-খাবার বেলা ফুলুরি—বলে "যে নিয়ে এল চষে সে যা'ক ভেসে"।

বামা। নোকড়ি মুখ সামলে কথা কোস—আ মর!

(হীরালালের প্রবেশ)

হীরা। পারুলদিদি পারুলদিদি, এই যে মা আছ।

বামা। কিরে হীরে?

হীরা। মা,—পারুলদিদি এক কাজ করবে? এখনই কিছু পাওয়া যায়।

বামা। কি বলনা?

হীরা। এখন তো অখিলবাবু নাই, দুটো গান শুনিয়ে দাওনা, গোটা কুড়িক টাকা আসবে।

পারুল। যাও যাও হীরুদা', মিছি মিছি ন্যাকাপনা করোনা; তুমি জাননা—আমি সেই রকমের মানুষ কি? ধাপ্পা দিতে এসেছ বুঝি!

হীরা। আরে না দিদি, বিশ্বাস না কর ছাদে এসে দেখ, ঐ গাড়ীতে বসে খোট্টাবাবু, পশ্চিম থেকে এসেছে, আমি তোমার কথা গল্প করেছিলেম, শুধু দুটো গান শুনতে চায়।

পারুল। না ওসব আর কাজ নাই, এ যেমন আছি সেই ভাল।

বামা। হাঁালা নোকড়ি হ'লি কি! একেবারে বয়ে গেলি! কুড়ি কুড়িটে টাকা খামোকা ছাড়বো!

পারুল। না না, ভদ্রলোকের ছেলে দিচ্ছে থুচ্ছে মনে করবে কি?

বামা। রেখে দে তোর দিচ্ছে থুচ্ছে, দু'মাসের টাকা পাওনা।

হীরা। দিদি আমিই এনেছিলেম আমিই বলি, ওখানে আর বড় কিছু পাচ্ছনা, বেণীবাবু কাশী গেছেন, ডিস্পেন্সরি

গুড়িয়েছে, আর এদিকে একজিকিউটার মল্লিক ম'শাই বিষয় খবিবরে দেবার দরখাস্ত করেছেন।

বামা। হীরে আমি বলছি তুই নিয়ে আয়, সঙ্গে করে খোট্টাবাবুকে গাড়ী থেকে নিয়ে আয়।

পারুল। অখিলবাবু যদি এসে পড়ে ?

হীরা। হ্যাঁ পারুলদিদি, আমি কি তা' না বুঝে এনেছি ? তা'র পিসীর বাড়ী আজ জগদ্ধাত্রী পূজো, ভোরে তোমার এখান থেকে সেখানে গেছে, যদি আসে তো সেই শেষ রাত।

বামা। যা যা হীরে তুই ডেকে নিয়ে আয়, ভদ্রলোক কতক্ষণ গাড়ীতে বসে আছে।

হীরা। এইতো কথা, আমার কিন্তু চার টাকা।

বামা। আ মর ছোঁড়া, সেদিন অমন এক যোড়া শাল দিলেম—দুটো টাকা পাবি যা।

হীরা। তা' মা—তা' মা—তুমি যা দেবে—যা দেবে।

[প্রস্থান।

বামা। নোকড়ি আমি নীচে যাচ্ছি, দেখিস বেশ আদর যত্ন করিস; গানটান শুনতে চায়—শোনাস, পারিস তো কিছু বেশী করে আদায় করিস, ওরা চোবে—মথুরার রাজা, ঢের টাকা!

[প্রস্থান।

পারুল। আজ নয় কাল,—আর একজন তো দেখতে হ'বেই, অখিলের মুড়ো মরে এসেছে। ভাল চোবে চোবেই সই।

(শোভনলাল ও হীরালালের প্রবেশ)

হীরা। আইয়ে আইয়ে ঠাকুরজী—দেখিয়ে দেখিয়ে!

শোভন। বন্দেগি বিবি সাহেব!

পারুল। বন্দিকি।

হীরা। বৈঠো ঠাকুরজী, ঠাকুরজী ঘরকন্না কর্‌লেও, এ তোমার আপ্‌কো বাড়ীই হ্যায়।

শোভন। হাঁ দাদা হাঁ দাদা তুমি বসো; কেমন বিবি সাহেব মেজাজ তো আচ্ছা? আছে ভালো?

পারুল। এই আপনি যেমন রেখেছেন।

শোভন। হামি আর কোথা রাখ্‌লে? হামারা এসা অদেষ্ট কোথা! আপ্‌কা শুনি বড়া পেয়ারা বাবু আছে।

হীরা। বাজে কথা ছেড়ে দাও, ঠাকুরজী গান শুনকে লেও; পারুলদিদি একটা গাও।

শোভন। কেয়া নাম আছে বিবিজীর—ফুরুল্? ভাল বিবিজী একঠো গানতো শুনাও।

পারুল। হয়তো অখিলবাবু এখনি এসে পড়বে।

হীরা। আরে আমি বলছি আসবে না।

পারুল। হ্যাঁ হীরুদাদা আমাকে কি যে সে বাজারে পেয়েছ? (জনান্তিকে) হীরুদা' কই কি দেবে দিকনা।

হীরা। ঠাকুরজী কুচ্ রূপেয়া দেও, আগাম দে দেও তবে তো খাতির হোগা।

শোভন। আরে টাকার কি ভাবনা আছে; হাঁ বিবিজী কেতো লেবে এই লেও; দেখো পড়তে পার ইংরাজী? কুড়ি রূপেয়া লোট আছে।

পারুল। বন্দিকি; হীরুদা' একবার অইখান থেকে দেখনা মা কি করছে।

হীরা। (চীৎকার) মা—মা—ওমা! কোথা গেলে গো! কই মা'র উত্তর পাইনে তো, তবে বুঝি দোকানে টোকানে গেছে।

পারুল। (জনান্তিকে) চুপ।

শোভন। ক্যা বিবিজী একটী গান তো শুনাও।

পারুল। কি—গান—শোনাব?

শোভন। যা তোমারা মনে লেয়।

হীরা। গেয়ে ফেল গেয়ে ফেল, ওঁর আবার জজমান বাড়ী যেতে হ'বে।

পারুল।— (গীত)

ভেঙ্গনারে আমার সুখের স্বপন।
হেরনি তাহারে নিয়ে আমার নয়ন॥
অন্য যদি থাকে ভাল, যা'র ভাল তা'র ভাল,
আমারও হৃদয় আলো সে চাঁদ-বদন।
সেরূপ জলধিজলে, ঝাঁপ দিয়ে কুতূহলে,
জুড়াব সকল জ্বালা হয়ে নিমগন॥

(বিহারীর প্রবেশ)

বিহারী। কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ! মালক্ষ্মী যে দুপুর বেলাই তান ধরেছ!

হীরা। কেও বেহারীখুড়ো! বেহারীখুড়ো বসো, গোল করোনা।

বিহারী। কে বাবা তুমি সারেঙ্গিওয়ালার মত বসে আছ?

শোভন। বাবুজী কুচ মজায় আছেন—বোসেন বোসেন।

বিহারী।‌ বসবোই তো বাবা ভেড়ীওয়ালা, আমার পারুলের বাড়ী তুমি আবার আমায় খাতির করবে কি! মালক্ষ্মী, অখিলকে বরতরফ করেছ নাকি? ভাল ভাল আমার সব সমান।

পারুল। বসো বেহারীখুড়ো বসো।

বিহারী। বসছি বাবা,—কিন্তু এ মেড়ুয়াবাদি কোথায় পেলে? কি বাবা তুমি কোথেকে জুটলে? বহুৎ খুব বহুৎ খুব! “রাম নাম সত্য হ্যায়, রাম নাম সত্য হ্যায়।”

শোভন। ঠাণ্ডা হোয়ে বোসেন বাবু, দুটা গান শুনেন।

বিহারী। কি বাবা তুমি গাইবে?

শোভন। বিবিজীর গান শুনেন।

বিহারী। বিবিজীর গান বাবা আজীবন শুনে আসছি, তুমি একটা গাওনা কিছু সেঁইয়া বেঁইয়া করে।

হীরা। বেহারীখুড়ো বলেছ ভাল; পারুলদিদি তা জাননা বুঝি, শোভনলাল ঠাকুরজী গাওনায় ভারি মজবুত।

পারুল। বলকি। তবে একটী শোনাতে বলনা।

শোভন। হামারা গান কি শুনবে? কে বুঝবে? কাশীজীকো রাজাকা হুঁয়া একবার গাওনা হয়েছিল—বাজপাই আছলো, যোধসিং আছলো, বাপুলি নাম কোরে এক বাঙ্গালি আছলো ও কুছু কুছু বুঝলো।

বিহারী। কিষ্কিন্দ্যার ছাঁচলো, তুমি কিছু গাওলো, এখন মোরা শুনলো।

শোভন। তানপূরা তো আছে না।

বিহারী। ভ্যান্ ভ্যান্ আর করেনা গাওতো গাও, নেশা ছুটে যাচ্ছে।

শোভন। (সুরে) হুঁউঁ—এঁ্যা—এঁ্যা—এঁম।

বিহারী। কেয়াবাৎ! তান ছাড়—কথা ধর।

শোভন। (সুরে) ই—ই—ই—ই—এ জীইই—

(গীত)

পেখরা বরতো করোতো সেঁইয়া।
ঢুঁড়ত আঙ্গিনা তু কাঁহা গেঁইয়া,
এ তু কাঁহা গেঁইয়া।
তু কাঁহা গেঁইয়া এ তু কাঁহা গেঁইয়া,
এ গেঁইয়া তু কাঁহা গেঁইয়া,
ও গেঁইয়া সে গেঁইয়া তু কাঁহা গেঁইয়া,
আ জী তু কাঁহা গেঁইয়া॥

বিহারী। (শোভনের মুখ চাপিয়া) কাশীমিত্তিরের ঘাটে গেঁইয়া! আঁটকুড়ীর ব্যাটা তা'রপর কি আছে বলনা; খালি গেঁইয়া গেঁইয়া কাঁহা গেঁইয়া, যমের বাড়ী গেঁইয়া!

(অখিলের প্রবেশ)

অখিল। পারুল আমি পালিয়ে এসেছি, তোমায় না দেখে থাকতে পাল্লেম না। ও কেও! হীরু খোট্টাটী কে বসে?

বিহারী। উনিও তোমায় না দেখে থাকতে না পেরে মিয়া সাহেবটীকে আনিয়েছেন।

অখিল। সে কি!—পারুল?

বিহারী। না পারুলের পিসী।

অখিল। পারুল একি এ!

পারুল। উনি আমাদের চৌবেঠাকুর আশীর্ব্বাদ করতে এসেছেন।

অখিল। আমি যে সিঁড়িতে গান শুনতে পাচ্ছিলেম ; পারুল তোমায় আমি অন্য রকম জানতুম আজ একি দেখলেম !

বিহারী। অদ্ভুত—অদ্ভুত বাবাজী ! এমন আর কেউ কখন দেখেনি।

শোভন। কি বাবু বোসেন, বিবিজীর বাড়ী আসা গেছে দু' একটা গান শুনেন না।

অখিল। কে তুমি ? আমার প্রণয়ে তুমি কি ওসমান !

বিহারী। বাবাজী রাগ করছো কেন ? গেরস্তর ঘরে হাঁড়ী বাড়ন্ত রাখতে নাই ; তুমি ছিলেনা তা'ই মালক্ষী আমার একটী চৌবে কেড়ে ভাঁড়ার ভরপূর রেখেছেন।

অখিল। আহা হা ! আমার এত আশার স্বপ্ন ভঙ্গ হলো ! পারুল তোমায় যে আমি আমার হৃদয়ের ছবি জেনে পূজা কোরতেম ! ভেবেছিলেম আমার প্রণয়ের প্রতিমা মিলেছে ! তা' তুমিও কি সামান্য বারবনিতার ন্যায় ! আর না আর না, পারুল এই শেষ দেখা ! আমি চল্লেম আর এ বাড়ীতে প্রবেশ করবো না !

পারুল। কেন অখিলবাবু রাগ কচ্ছো ?—যেওনা যেওনা :

শোভন। তুমি এতো করছো কেন বিবি ? আমি যেতো দিন কল্‌কেতায় থাকবে তোমার কি ভাবনা আছে, আমরা চৌবে— মাথায় পা উঠাই পয়সা লি', আমাদের কি ভাবনা আছে ?

বিহারী। মিয়াসাহেব সুফল দাও সুফল দাও, গয়ায় পিণ্ডি দিলে চোদ্দপুরুষ বইতো উদ্ধার হয়না, এ গয়ায় পিণ্ডি দিলে বাহান্ন পুরুষ উদ্ধার হয়।

অখিল। তুমি কি সেই পারুল!

পারুল। না নতুন গড়ে এসেছি, বসতে হয় বসো যেতে হও যাও, আমি একটু শুইগে।

[প্রস্থান।

বিহারী। এই তো চাই, নিজমূর্ত্তি না ধরলে কি হয় মা-লক্ষ্মী! অখিলবাবাজী পবিত্র প্রণয় কেমন গড়াচ্ছে দেখছো?

অখিল। পারুল পারুল গেলে? তুমি সেই পারুল! তুমি না কবিতায় আমায় মোহিত করেছিলে! রোম্যান্সে মাতিয়ে তুলে ছিলে! তোমায় না আমি প্রণয়ের আদর্শ-প্রতিমা মনে করেছিলেম! আর তুমি এই সামান্য বারবনিতা! আমি প্রণয়-বিহার মনে করে এতদিন ব্যভিচার করেছি! ভালবাসি না বাসি বিবাহিতা স্ত্রী বটে, তোমার জন্য তা'কে আমি লাথি মেরেছি, আসন্ন জীবন হয়ে সে আমার একটা ভালবাসার কথা শুনতে চেয়েছে, তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হ'ব বলে তা'তেও তা'র সঙ্গে একটা আলাপ করিনে! তুমি সেই পারুল! তুমি কবিতাময়ী প্রেমময়ী কোমল প্রতিমা নও! প্রচ্ছন্নবেশে আমায় আচ্ছন্ন করেছিলে! আমার চিরদিনের সাধ, প্রণয় তবে কি পেলেম না! দূর হোক—দূর হোক! হা জগদীশ্বর! হা জগদীশ্বর!

বিহারী। বাবাজী ও পালা এই পর্য্যন্ত, মালক্ষ্মী আমার পবিত্র প্রণয়ের ছাঁচ বদলেছে, আর কোথাও পবিত্র প্রণয় করবে তো আমার সঙ্গে চল।

অখিল। আর না—আর না—প্রণয় নাই! জগতে প্রণয় নাই!

বিহারী। বাবাজী "খুঁজি খুঁজি নারি" করলে কি প্রণয় পাওয়া যায়! বাড়ী যাও—বৌমা'র সঙ্গে ভাব করে দেখদেখি প্রণয় পাও কি না! এইতো বাবা আমি এমন বয়াটে, সাত দোরে মদ মেরে বেড়াই, বিস্তর চুঁড়ে দেখেছি, প্রণয়ই বল আর তুমি ইংরেজী করে যা'ই বল, আসল কথাটা যা তা' বাবা ঘর ভিন্ন পা'বার যো নাই। আর এখানে চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হ'বে? আর এখানে তোমারও উপায় নাই আমারও উপায় নাই—চল।

অখিল। চল;—ছি ছি পারুল এই করলে!

বিহারী। বলি পারুল টারুলই অমনি করে, নইলে কি আর ঘরের মেগে করে!—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মৃত্যুঞ্জয়ের দরদালান।

মৃত্যুঞ্জয় ও আমোদিনী।

মৃত্যু। কি বুদ্ধি কি বুদ্ধি! কনেগিন্নি তোমার জন্ত আমার অমর হ'তে ইচ্ছা হয়! তোমায় পেয়ে আমার কোন সুখের অভাব নাই, যা একটু অসুখ অথলে শালা ঘরবাসী হলো না—এই। পুষ্যিপুত্র নিলেম না, আমি গেলে এসব কে দেখবে? কে ভোগ করবে? হাজার শেয়ানা হও তবু তুমি মেয়েমানুষ তো।

আমো। কোথা যাবে তুমি আমার! আবার ঐ কথা মুখে আনছো? তবে আজ থেকে আমি বামুনঠাক্‌রুণের কাছে শোব।

মৃত্যু। না না কথার কথা বলছিলেম রাগ করোনা আমোদ! তোমার জন্মএয়োৎ হোক;—মোদ্দা যা বল্লে তরু পারবে তো?

আমো। পারবে না—ও সব পারবে; ওকি কম ফচ্‌কে! বজ্জাতি করে আমার কথা না শোনে আমি ওর সঙ্গে কথা ক'ব না।

মৃত্যু। ঠাউরেছ ঠিক, ঐ ছোঁড়া-শালাদের দু'পাত ইংরেজী পড়ে মাথা ঘুরে গেছে; শালারা কাণে খায়; চোখে রূপ দেখেনা, মনে গুণ বোঝেনা, প্রাণে রস নাই, যত্ন আদরের কদর জানে না, যেখানে ভালবাসা সত্যি পায় সেখানে তাচ্ছল্য করে আর পাথরের তলায় গে মাথা খোঁড়ে।

আমো। তোমাদের জাতের দোষ—ছোঁড়াদের দোষ কেন? আমরা যত সাধি তোমরা তত বেঁক, আর আমরা বেঁকুলেই তোমরা সোজা হও; তরু গড়িয়ে পড়েই সব বিগড়েছে। তা' আমি এখন যাই সব ঠিক করিগে।

মৃত্যু। অখিল বাড়ী আসবে তো?

আমো। হ্যাঁ সন্ধ্যা বেলা একবার করে আসে। তোমার কি খাতাপত্র আছে সকাল সকাল সেরে নাও, খপরটা রেখো অখিল কখন আসে, ডাকিয়ে বোলো আমি খিড়কির বাগানে আছি আমার সঙ্গে বড় দরকার একবার দেখা করে।

মৃত্যু। শোন শোন একটা কথা বলি।

আমো। আবার কি?

মৃত্যু। যা বলেছিলে মনে আছে?

আমো। কি বলেছিলেম?

মৃত্যু। সেই আমার সামনে—অখিলকে ?

আমো। কে জানে আমার মনে পড়ছে না।

মৃত্যু। মনে পড়ছে না ? অখিলকে বলনি যে অখিলের সঙ্গে নাতবৌয়ের ভাব হ'লে তা'কে গান শোনাবে ?

আমো। ঠাট্টা দেখ !

মৃত্যু। না কনেগিন্নি—তা' গাইতে হ'বে।

আমো। হ্যাঁ হ্যাঁ তা' তখন হ'বে।

মৃত্যু। ও হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না, ছোঁড়াছুঁড়ীতে ভাব করে দিতে পার তো আমি তোমার গান শুনবোই শুনবো; আচ্ছা পালাও আমি অখিলের খবর নিচ্ছি।

[আমোদিনীর প্রস্থান।

মনোমত সহধর্ম্মিনী লাভ বড়ই ভাগ্যের কথা, কালীতারার আমার প্রতি বড়ই কৃপা নইলে আমোদিনীর মত গৃহিণী হয় ! অখিলের মঙ্গলের জন্য কনেগিন্নি আমারই মত ব্যাকুল ! অখ্‌লেটা ঘরবাসী হ'লে আর হারুর একটা স্থিতি করে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্দ হই, দেখি যা হয় তারা আছেন !

(হারাণের প্রবেশ)

হারাণ। মল্লিক ম'শাই !

মৃত্যু। কিরে অমন করছিস কেন ?

হারাণ। আমি গেছি—মলুম—আর বাঁচবো না !

মৃত্যু। ওরে শালা সহচরী বেটীকে ভোল্‌না; বে কর, দিব্বি এগার বছরের মেয়ে, কালও ঘটক এসেছিল।

হারাণ। আর বে করবো—আমি গেছি ! সহচরী বেটী ঐ বুড়ো ঐ চেহারা ছি ছি ছি ! জঘন্য বেটী, দূর কর দূর কর !

দেখো ভায়া পুষ্যিপুত্র নওয়ায় আমি বড় চটা, শেষ দশায় যেন সেটা করিওনা।

অখিল। তা' যাচ্ছি ঠাকুরদা'—মোদ্দাৎ আমি আর এখানে থাকব না।

মৃত্যু। আচ্ছা এখন এস কনেগিন্নি কি বলে শোন তা'র পর সব বুঝবো তখন। আর হারু তোর দিদি খিড়কিতে আছে আমায় একটু গঙ্গাজল টল দিবি আয়।

হারাণ। উহু হু! ভেটকি মাছ রে ভেটকি মাছ!

মৃত্যু। চোপ্‌ শালা! অগ্রহায়ণ মাসেই তোর বে দেব; আয়।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মৃত্যুঞ্জয়ের খিড়কির বাগান।

(আমোদিনী ও তরুবালা।)

আমো। দেখ দেখিন ফুল টুল পরে কেমন তোকে দেখাচ্ছে, বেশ মানিয়েছে।

তরু। মাইরি ঠান্‌দিদি আমার বড় লজ্জা করছে, মা যদি শোনেন—ঠাকুরঝি যদি দেখতে পায়!

আমো। তোর শাশুড়ী এখন মালা ফিরুচ্ছেন, আর শীতল না হয়ে গেলে কি শাস্ত ঠাকুরঘর থেকে নাব্‌বে।

তরু। না ঠান্‌দিদি আমি সব খুলে ফেলি।

আমো। দ্যাখ্‌ কিলিয়ে গাল ভেঙ্গে দেব, আ গেল যা! ছুঁড়ী—ব্যামো হ'লে ওষুধ খাবিনে?

তরু। ছি ছি একি তোমার পাগলামি!

আমো। তোমার পাগল করে পাগল ধরবার পাগলামি, বুঝলে সতী? এখন যা যা বলেছি সব মনে আছে তো? ছড়াটড়া কথাবার্ত্তা যেমন শিখিয়ে দিয়েছি ঠিক তেমনি বলবি, স্বামীর ভালর জন্ম স্ত্রীকে প্রাণ দিতে হয়, আর তোমার স্বামী আপনার সর্ব্বনাশ করতে বসেছে, তা'র মতি স্থির করবার জন্ম একটু পাগলামির খেলা খেলতে পার না?—ন্যাকা ছুঁড়ী!

তরু। ঠান্‌দিদি ওর যদি মতি ফেরে, আমার দিকে ফিরে চা'গ না চা'গ, যেমন ছিল ও আবার যদি তেমনি হয়, সর্ব্বনাশীর সঙ্গ যদি ছাড়ে, তা'হ'লে তুমি জান ঠান্‌দিদি আমি কি না করতে পারি, প্রাণ দেওয়া তো তুচ্ছ কথা!

আমো। হাঁা এই দেখ দেখিন, এই লক্ষ্মীটির মত কথা বলছিস। আমি কর্ত্তাকে বলে এসেছি অখিল কখন আসবে খবর রাখতে, এলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এইখানে পাঠিয়ে দেবেন, খবরদার লজ্জা করিসনে।

তরু। না ঠান্‌দিদি তুমি যা বলেছ আমি তা'ই করবো, ঠান্‌দিদি তোমার কাছে আমার কোন কথা লুকোন নাই লুকো-বার যোও নাই, তুমি মনের কথা টেনে বের কর। এ সংসারে এসে আমার কোন সুখের অভাব নাই, মা'র চেয়ে আদর করেন এমন শাশুড়ী কারুর হয়নি! শতদোষ করলে শাশুড়ী আমার ঢেকে নেন; ননদ নয় মা'র পেটের বোন, বোনের চেয়েও বেশী; ঠাকুরদা' আর তোমার কথা কি বেশী করে বলবো, যে ধার শোধ দেবার নয় সে ধারের কথা তুলতে নাই; এক অসুখ বড় সোহাগের বড় সাধের স্বামী আমায় কখনও আদর করলেন

না; দিদি পতিভক্তি করি এটা কিছু বড় কথা নয়, হিঁদুর মেয়ে জন্মে অবধি বিবাহের আগে যত ব্রত করেছি তা'তে পতি-সেবা, শ্বশুর শাশুড়ীর সেবাই শিখেছি, তা'ই দিদি আমার বড় মনের মত স্বামী হয়েছে! ওকে আমি বড় ভালবাসি, বোধ হয় একবার—খালি একটী বারের জন্ম মিষ্টি করে যদি আমায় তরু বলে ডাকে, যদি আমার হাতের এক গেলাস জল বা একটা পান খায়, ভুলেও যদি একবার পা টিপতে বাতাস করতে দেয়, তা'হ'লে বুঝি আমি আহ্লাদে গলে যাই! মনে করি আমার মত সুখী আর কেউ নাই! লোকে যে স্বর্গের কথা বলে সেই স্বর্গ বুঝি আমি হাতে পাই! কি পাপ করেছিলেম দিদি যে আমার এত সাধে বাদ হলো!

আমো। আমার কথায় বিশ্বাস কর তরু তোর দুঃখ ঘুচবে। স্বামী কিসে সুখী হয় এই আমার জীবনে ধ্যান জ্ঞান, সেই ধ্যানের ফলেই আমার বুড়ো স্বামীকে আমি মনের মতন করে নিয়েছি। নিজের সুখের পরই আমি তোর ভাবনা ভেবেছি, ভেবে ভেবে অখিলের মন কি ও কি চায় আমি বেশ বুঝেছি, খালি একটা মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে; ভক্তি সেবা যত্ন এখন বুঝতে পারে না বয়েস হলে বুঝবে, এখন বইয়ে এক সাহেবি প্রণয় পড়েছে তা'ইতে পাগল হয়েছে, প্রণয়ে পাগল স্ত্রী চায়, সেবা যত্ন বোঝেনা, তা'ই ভাই আমি তোকে পাগল হয়ে পাগল ধরতে বলেছি।

নেপথ্যে অখিল। ঠান্‌দিদি ঠান্‌দিদি তুমি কি বাগানে?

তরু। ঐ যে! ঐ যে! ঠান্‌দিদি আমার বুক গুর্‌গুর্ করছে আমি কি করবো?

আমো। স্থির হ' যত ভয় প্রথমটায়, একবার লজ্জা ভেঙ্গে গেলে দেখিস বুক গুর্‌গুর্‌ করবে না। সাবধান!—ও যেমন তোর সঙ্গে ব্যাভার করে তুইও তেমনি করবি, না ভুইলে কোনমতে ভুইবিনে, এখন আর একটু ঐ আড়ালে দাঁড়াইগে, এসে কি করে দেখি, সময় বুঝলেই তোকে ঠিক সামনে আসতে দেব।

তরু। না না ঠান্‌দিদি তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

আমো। আবার গোল করে, বলেছি না আমি একটু পরে বেরুব, এখন আর আয়। (উভয়ের অন্তরালে অবস্থান।)

(অখিলের প্রবেশ)

অখিল। ঠান্‌দিদি ঠান্‌দিদি আমায় ডেকেছ? কোথায় গেলে? আঃ! ঠাকুরদা' বাগানটী কি সুন্দর করেছেন! ঝির্‌ ঝির্‌ হাওয়া বচ্ছে, ফুলের সৌরভে চাঁদনীর আলোয় ভোর, তা' এ মধুরতা আমি কি ভোগ করবো! আমার প্রাণে যে ভীষণ আগুন জ্বলছে চিতার জল না পড়লে আর সে আগুন নিবুবে না! বৃথা জীবন এনেছিলেম কোথাও জুড়াতে পেলেম না! যেথানে যাই সেখানেই জ্বালা! উঃ পারুল পারুল! এমন ছলনা! আমি এক-দিনের জন্যও ওকে বারাঙ্গনা মনে করিনে! কি ভুল ভুলে-ছিলেম! কি মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলেম! অমন কবিতা—অমন মধুরতা—অমন প্রণয় আলাপ—ব্যভিচারিণীদের মোহিনী-মন্ত্র সকলন অসংখ্য! হা জগদীশ্বর! স্ত্রী যদি আমার কিছু প্রণয় জানতো তা'হ'লে কি আমি এ জ্বালা ভোগ করি! যাই, কই এখানেও তো ঠান্‌দিদি নাই; কোথায় যাব! ঘরে—আরও জ্বালা বাড়বে—এইখানেই একটু দাঁড়াই, যতক্ষণ যায় ততক্ষণই ভাল।

(তরুবালার প্রবেশ)

তরু। তোমায় সুধাই সুধাকর! কেমনে ভোলাই প্রাণেশ্বর,
কোন্ চোরে আমার তা'রে করলে বল পর ?
পেলে কি আদর আমার নাগর আসবে সোহাগ করে ?
বারেক পেলে সরম ফেলে কাঁদি গলা ধরে !
মুছে ফেলি প্রাণের কালি, ধরে দিই প্রেমের ডালি,
ফুটে ওঠে মলিন কলি, মুখে মুখে গলাগলি,
সযতনে সে রতনে রাখি বুকের 'পর।

(স্বগত) কি ভাবছে আমার কথা শুনতে পায়নি, আকাশপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমায় দেখতে পায়নি, আজ কিছু বেশী অন্যমনস্ক, বেশী ভাবিত দেখতে পাচ্ছি, আমি থাকতে পাচ্ছিনে পায়ে ধরে জিজ্ঞাসা করিগে তোমার কি অসুখ ? না কাজ নাই আবার ঠান্‌দিদি বক্‌বে যা শিখিয়ে দিয়েছে তা'ই করি।

(প্রকাশ্যে) ধন সাজবো কেন আজ, কিসে ভুলবে রসরাজ ?
আমি ভাসিয়ে দিয়ে লাজ, পরবো লো সে সাজ !
যা'রে দেখলে পাগল হই, সে সাধের স্বামী কই ?
(আমার) কে আছে আর স্বামী বই, আমার আমি নই !
আমার তা'রে চুরি করে হানলে কে লো বাজ !

অখিল। প্রণয়ের কথা কে কয়! স্বপ্ন কি ?—না না ঠিক শুনলেম ! ও কেও ? একি ফুলের ভূষা পরে কেও ? অ্যাঁ সে কি! তা'ই তো—তরু! হ্যাঁ—না—হ্যাঁ হ্যাঁ তরুই তো বটে! তরু! আমার স্ত্রী! আজ এ কি বেশ! কি ভাব! তরু তরু— তুমি তুমি ? এ মূর্ত্তি এদ্দিন কেন দেখাওনি ? এমন কথা তোমার মুখে কেন কখনও শুনিনি ?

তরু। (স্বগত) ওমা কোথায় যাব! ভারি লজ্জা করছে! ঐ আবার ঠানদিদি আড়াল থেকে শাসাচ্ছে, দেখছি এই ওষুধ বটে, করি আর একটু পাগলামির ভান।

অখিল। তরু তরু আমায় দেখতে পাচ্ছ না?

তরু। গাঁথবো সিঁতি গোলাপ ফুলে,
গোড়বো বালা ফুল মুকুলে,
জাঁতি যুঁতি সেঁউতি ফুলের সার,
ভাতার দেখবে কি বাহার,
আমার কাজ কি অলঙ্কার!

অখিল। আজ কি দেখছি! জগদীশ্বর জগদীশ্বর! আমার হৃদয়ে আগুণ ধূ ধূ জ্বলছে, তা'ই কি দয়াময় দয়া করে আজ আমার জন্য এই সুশীতল অজস্রবারি রেখেছ! তরু আমি ডাকছি কথা কইছো না?

তরু। যা'র প্রাণে নাইকো টান,
তা'র কথায় না দিই কাণ।
প্রাণের টানে ভেসে আসে,
প্রাণ দিয়ে সেই ভালবাসে,
বাঁধতে জানে প্রেমের ফাঁসে,
আমি পড়বো বাঁধা তা'রই পাশে।
যা'র প্রাণে নাইক রস,
তা'র হ'ব কেন বশ,
প্রাণ না পেলে প্রাণ দেবনা মিছে করে ভান!

অখিল। তরু তরু তোমার কি হয়েছে? আমায় চিনতে পাচ্ছ না? আমি তোমার স্বামী! তুমি আমার স্ত্রী! আমি সেই

স্বামী যা'কে তুমি অত যত্ন করেছ! যে তোমার অত তাচ্ছল্য করেছে আমি সেই স্বামী!

তরু। ছি ছি! কে তুমি? সরে যাও। আমি যা'র সে আমার ক'ই! আমার এই প্রাণভরা প্রণয় যা'রে ডালি দেব সে আমার কই! আমার প্রণয়ে যে পাগল হ'বে সে আমার কই! আমি যা'রে বই কা'রেও চাইনে সে আমার কই!!

অখিল। তরু তরু! তুমি কা'রে চাও? আমায় চাওনা? এই না তুমি আমায় এত যত্ন করতে! তোমার প্রাণে এত প্রণয় আমায় কখনও দেখাওনি! যা খুঁজে আমি পাগল হয়ে বেড়াচ্ছিলেম আমার ঘরে তা' আমি দেখতে পাইনে!

তরু। চাঁদের রজত কিরণের খেলা! রঙ বেরঙ ফুলের মেলা! ফুলের বাসে ভরা নিশার এই মধুর হাস! আর আমি প্রণয় আশে হতাশ হয়ে তা'র আশে ঘুরে বেড়াচ্ছি! সে আমার এল না! সে আমার এল না!

অখিল। কে তোমার আসবে? কে তোমার আসবে? আমি ছাড়া আবার কে তোমার আসবে!

তরু। সেতো প্রেম জানেনা প্রাণ বোঝেনা
বোঝাই তা'রে এত কোরে!
ভেসে সই নয়নজলে, পড়ে তা'র পদতলে,
বুঝিয়েছি তা'র করে ধরে!!

অখিল। কি তরু কি তরু! আমায় ছেড়ে তুমি অপরকে প্রণয় দাও! এই কি তোমার সতীত্ব! হা ধিক! হা ধিক! আমার কোথাও সুখ নাই!!!

(আমোদিনীর প্রবেশ)

আমো। তরু তরু বাগানে পালিয়ে এসেছিস—একি নাত্তিং যে ?

অখিল। ঠান্‌দিদি ব্যাপার কি ! তরু আজ এ সাজে এখানে অমন করুছে কেন ?

আমো। বোঝ ভাই, দেখ তোমার কাজের ফল, তোমার জন্য ভেবে ভেবে তরু আমার পাগল হয়ে গেছে ! তুমি কি বলতে "প্রণয় প্রণয়" সেই প্রণয় প্রণয় রাতদিন করছে !

অখিল। ঠান্‌দিদি তরুর হৃদয়ে প্রণয় ছিল তা' আমি জানতেম না ? তরু আমার প্রণয়ে পাগল ! তরু তরু আমি বুঝতে পারিনে—তোমায় চিন্তে পারিনে !

তরু। ছি ছি ! কে তুমি ? আমার কাছে এস না, আমায় ছুঁয়ো না, তোমার হৃদয়ে প্রণয় নাই ! চেহারায় প্রণয় নাই ! প্রণয়ী না পেলে এ প্রেমপূর্ণ প্রাণ আমার কারুকে দেব না !

অখিল। তরু ভাল করে দেখ—আমায় চেন ; আমি যা' পা'বার জন্য এতকাল লালায়িত হ'য়ে বেড়িয়েছি, যা'র তরে ছলনাময়ী সর্ব্বনাশী কুহকীর চাতুরী-জালে পড়েছিলাম, সুশীতল সলিল ভেবে বালুকাময় মরিচীকায় পড়েছিলাম, অমরাবতীর সে ঐশ্বর্য্য আমার ঘরে ছিল আমি চিনতে পারিনে ! ঠান্‌দিদি ঠান্‌দিদি, তরু আমার কেমন করে প্রকৃতিস্থ হ'বে ? ও একবার আমায় চিনুক, একবার যা' ছিল তা'ই হোক—আর আমি ওকে ছেড়ে কোথাও যাবনা ! ঠান্‌দিদি আমি ওকে চিনতে পারিনে, আমি ওকে চিনতে পারিনে !

আমো। ভাই তরু যেন প্রকাশ করেনি আমরা তো

তলে তলে টের পাই। সেই শাখী মেরে গেছলে যমে মানুষে টানাটানি হলো, তা'র পরেই এই রোগ হলো।

অখিল। ঠান্‌দিদি আমার অপরাধ হয়েছে, শত সহস্র অপ-রাধ হয়েছে! তরু তরু আমি তোমার উপর বিস্তর অত্যাচার করেছি, এই পায়ে ধরছি সে সব ভুলে যাও! আমায় ক্ষমা কর! আমি ভালবাসা খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি কিন্তু অন্ধ হয়ে অসীম ভালবাসার ভাণ্ডার আমি দেখতে পাইনে!

তরু। ছি ছি ওকি ওকি, ওঠো ওঠো! আমার অপরাধ হয়! তোমায় ঘরবাসী করবার জন্য ঠান্‌দিদির শেখানতে আমি এই রকম করছিলেম, আর আমি থাকতে পাল্লুম না! ঠান্‌দিদি ও অমন করছে আমি আর দেখতে পারিনে! ওঠো ওঠো, জাননা কি আমি তোমার পদসেবার দাসী!

আমো। দূর ছুঁড়ী আর একটু খেলাতে হয়! তোকে অত জালিয়েছে ভুলে গেলি, তুই এমন গায়ে পড়া মেয়ে?

অখিল। আঁ্যা তরু আমার ভাল আছে! ঠান্‌দিদি ঠান্‌-দিদি তোমায় আর কি বলবো, আমায় ভূতে পেয়েছিল! আমি প্রণয়িনী ভেবে পেত্নীর আশ্রয় নিয়েছিলেম! আজ আমি খুব শিক্ষা পেয়ে এসেছি! প্রাণের জ্বালায় জ্বলে দেশত্যাগী হ'ব বলে তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিলেম, তা'র পর তরুকে এই মূর্ত্তিতে এই ভাবে দেখলেম, আর আমি আমার নই, তরু আমার সর্ব্বস্ব! যা খুঁজেছি তা'ই পেয়েছি! আমার শরীরে অন্য দোষ নাই নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারিনে এই দোষ এই দোষ!

আমো। আ গেল যা ছুঁড়ী! কথা ক'না নইলে মারবো কিল, একেবারে শাসিয়ে কড়াক্কড় করে নে, যেন ফের না বিগড়োয়।

তরু। ঠান্‌দিদি এত লজ্জা দিতেও পারে!

আম্মো। কি আমার লজ্জাবতী লতা লো! এই যে আজ পাঁচ বৎসর ছট্‌ফট্‌ করছিলি তখন আমার কাছে লজ্জা হয়নি।

অখিল। তরু তরু! ঠান্‌দিদির কাছে আমাদের কোন লজ্জা নাই। দেখ আমি তোমায় বড় হেনস্থা করেছি; তুমি সেধে কথা কইতে এসেছ আমি মুখ ফিরিয়েছি; আহ্লাদ করে পান দিতে এসেছ তাচ্ছল্য করে আমি তা ছুড়ে ফেলে দিয়েছি; ভক্তি করে পা টিপ্‌তে এসেছ, আমি প্রেত, লাথী মেরেছি; তুমি বড় সুশীলা পার যদি সে সব ভুলে যাও; সমস্ত জীবনের প্রাণ-ঢালা ভাল-বাসায় যদি সে অবজ্ঞার শোধ হয় ঈশ্বর সাক্ষী সে ভালবাসা আমি তোমায় দিব!

তরু। তুমি অত বলোনা আমার প্রাণ কেমন করে! অবজ্ঞা করেছ তা'য় ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসী, দাসীর প্রতি যা' ইচ্ছা তা'ই করতে পার তা'র জন্য কেন এত বলছো? এত দিনের পর যে দুটো মিষ্টি কথা বল্লে এতেই আমি স্বর্গ পেলেম!

অখিল। তুমি দাসী? তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী! আমার সর্ব্বস্ব! আমার হৃদয়-রাজ্যের রাজ-রাজেশ্বরী!!

তরু। ঠান্‌দিদি ঠান্‌দিদি তুমি আজ আমায় কি সুখী কল্লে! সুখের ঘোরে সত্যই কি আমি পাগল হ'ব নাকি! এ সোহাগ আদর হৃদয়ে যে ধরেনা!

অখিল। (সচকিতে) ঠাকুরদা ঠাকুরদা!

(মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবেশ)

মৃত্যু। শালা! কনেগিন্নিকে চেননা? আমি হেন মানুষটা, আমায় ফাঁদে ফেলেছে, আর তোমায় জব্দ করবে তা'র আবার

কথা! মনে করেছো বুঝি আমি কিছু জানিনা? অই কামিনী-গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেম। নাকখৎ দে শালা নাকখৎ দে! তুই শালী ঘোমটা দে রয়েছিস কেন? শালীর যত লজ্জা আমায়; গিন্নি দেখাই শালাকে কি বল? যা'র জন্য এদ্দিন ছাপাছাপি করেছিলেম তা'তো মিটে গেল;—নে শালা পড় দেখি কাগজখানা।

অখিল। (কাগজ পড়িয়া) অ্যাঁ ঠাকুরদা'—একি এ! তোমার সব বিষয় আমাকে দিয়েছ?

মৃত্যু। চোপরাও শালা! কনেগিন্নি—দেখেছ শালা মিথ্যা-বাদী; ওঁকে দিয়েছে ওঁকে দিয়েছে,—কেন তরু বুঝি আমার ভেসে এসেছে! কেমন বরাবর বলতেম, সাবধান—পোষ্যপুত্র আমি নিচ্ছিনে।

অখিল। তা' দাদা,—তরু আমি কি ভিন্ন? তুমি আমার নাম বাদ দিয়ে কেন তরুর নামে সব লিখলে না!

মৃত্যু। ভাইরে! কনেগিন্নির যত্নে আমার সুখের অবধি নাই, তোর এই ধরণ দেখে যা একটু বাকি ছিল, আজ আমি সুখের সাগরে ভাসছি! তোর বাপকে এক প্রকার আমি হাতে করে মানুষ করেছিলেম, যা কিছু আছে তা' তোদের না দিয়ে কোন্ ব্যাটা পরের ছেলেকে ঘরে নিয়ে পোষ্যপুত্র করে আমি ভোগ করাব? চোখ ছলছল কি? ওকি ও? এদিকে আয় প্রণাম কর, প্রণাম কর আমাকে! শালী আমার বাদসাজাদী, আড়ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রইলেন! দু'জনে একসঙ্গে প্রণাম কর, প্রণাম কর; থাক—হয়েছে; আশীর্ব্বাদ করি এই আমরা বুড়োবুড়ী—থুড়ি, বুড়োছুঁড়ীতে যেমন মনের মিলে সুখে আছি

তোরাও দু'জনে তেমনি একশ' বচ্ছর পেরমাই পেয়ে সুখে থাক!

কনেগিন্নি এইবার যা কথা ছিল—

আমো। যাও—ঠাকুরা দেখ!

অখিল। কি কথা ঠাকুরদা'?

মৃত্যু। তোরা লেখা পড়া শিখেছিস কেমন করে? সব ভুলে যাস? তোকে না বলেছিল যেদিন নাতবোয়ের সঙ্গে ভাব হ'বে সেইদিন গান শোনাবে?

অখিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠান্‌দিদি!—এখন সত্য রাখ।

আমো। তুমিও বুঝি লাগলে?

(গীত)

আদরে অধরে ধরেনা হাসি।
সোহাগে অনুরাগে প্রাণে প্রাণে মেশামিশি॥
মিলে নয়নে নয়ন, নীরবেতে আলাপন,
উদয় প্রণয়-শশী বিরহ তামস নাশি।
সুখ ঘোরে আত্মহারা, প্রাণভরা প্রেমধারা,
উথলে হৃদয় মথি অবিরল সুধারাশি॥

———